৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

ভীমমেলা

৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ০৮ ফাল্গুন – ১৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ ঃ ২১ ফেব্রুয়ারি – ২৭ ফেব্রুয়ারি , ২০২৬

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 17, 21 February - 27 February 2026

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : দুর্বিনীত অফিসারদের শাস্তি দিতে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ

অমান্য করায় কমিশনে হাজিরা দিতে হল রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে। এর পরেই এ রাজ্যের এসআইআর পরিস্থিতি ও আগামী ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করল কমিশন।

রবিবার : রাজ্যসভার চলতি অধিবেশনে রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

জানালেন অনলাইনে টিকিট কাটায় প্রতারণা আটকাতে ২০২৫ সালে প্রায় ৩ কোটি ৩ লক্ষ সন্দেহজনক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে বট পদ্ধতিতে টিকিট কাটা।

সোমবার : আগের ক্যানিং পূর্বের ২ জনের সঙ্গে এবার সুতি, ফারাক্কা,

সমশেরগঞ্জ, ময়নাগুড়ি ও ডেবরার ৫ জন এইআরওকে সাসপেন্ড করার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। এর সঙ্গে জমা পড়া ৭ নম্বর ফর্ম খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার : সরকারি অফিসের তথ্যভাণ্ডারে সাইবার হানা

যেভাবে বাড়ছে তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখছে কলকাতা পুরসভা। তারা কলকাতাবাসীর তথ্য সুরক্ষিত করতে ২ কোটি টাকা ব্যয় করে রক্ষাকবচ বা অ্যান্টি ভাইরাস লাগাবার প্রস্তুতি শুরু করেছে।

বুধবার : ভোটের আগে কল্পতরু কাল চলছে পশ্চিমবঙ্গে। নানা

ভাতা নিয়ে জল্পনার মধ্যে সরকারি প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে ৩১ মার্চের মধ্যে ১২টি অতিরিক্ত ডিম বা মরসুমি ফল দিতে হবে বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের মিডডেমিল বিভাগ।

বৃহস্পতিবার: কলকাতায় প্রতীক জৈনের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশিতে

নথি নিয়ে আসা নিয়ে মমতা ব্যানার্জী সত্যের অপলাপ করছেন বলে আদালতে হলফনামা জমা দিল ইডি। তবে সময় মত রিজয়েন্ডার না দিতে পারায় শুনানী পিছিয়ে গেল হোলির পর।

শুক্রবার: ভূমিক্ষয়ে হারিয়ে যেতে বসেছে সুন্দরবনের ঘোড়ামারা

দ্বীপ। আশঙ্কা করা হচ্ছে ২০৪২ সালের মধ্যে সমুদ্র গর্ভে চলে যেতে পারে দ্বীপের ৪০% জমি। দ্বীপ বাঁচাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অধিকারিকদের নিয়ে একটি কমিটি করে পরিকল্পনা রিপোর্ট দিতে বলল পরিবেশ আদালত।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বাংলায় এসআইআর তথ্যসূত্র বলছে

কোটি ছাড়াতে পারে বাদের সংখ্যা, চূড়ান্ত দিন নিয়ে ধন্দ

কুনাল মালিক

এসআইআর পর্বের অন্তিমলগ্নে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন একের পর এক ছক্কা হাঁকিয়ে চলেছে। গত সপ্তাহে নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর অনুযায়ী আমরা খবর প্রকাশ করেছিলাম যে প্রায় ৭০ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ পড়তে চলেছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ হবে। কিন্তু গত ১৯ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশন সূত্রে যে সমস্ত খবর পাওয়া যাচ্ছে তা রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। প্রথমেই খসড়া তালিকায় ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ভোটারের নাম বাদ গিয়েছিল। তারপরে আরো ১২ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যায়। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা দাঁড়ায় প্রায় ৭০ লক্ষের মতো। এই যে ১২ লক্ষ নাম বাদ গেল, এর মধ্যে ৭ লক্ষ কোনও শুনানীতে আসেননি এবং ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯৭০ জনের নথি সম্পূর্ণ ভুল ছিল। সুতরাং ৭০ লক্ষ্য ভুয়ো ভোটারের নাম এমনি বাদ পড়ে গেল। এখানেই কিন্তু গল্প শেষ হল না। এরপরেও ৫০ লক্ষ ভোটারের নাম নিয়ে যথেষ্ট চিন্তায় আছে নির্বাচন কমিশন। কারণ ২০ লক্ষ যে সমস্ত নথি জমা দিয়েছে ভোটাররা ইআরও এবং এআরও সিদ্ধান্তই নিতে পারেনি এদের চূড়ান্ত তালিকায় নাম

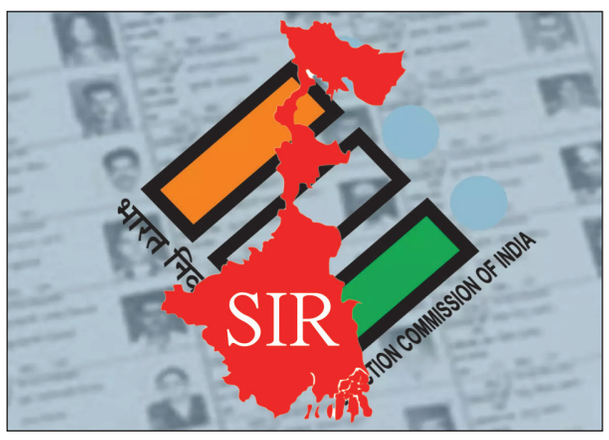

থাকবে কি থাকবে না! এছাড়াও ৩০ লক্ষ এমন নথি এসেছে কমিশনের কাছে সেগুলো পরীক্ষা করার জন্য মাইক্রো অবসার্ভারদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩২৩ জনের নথি আছে ডিএমদের কাছে ভেরিফিকেশনের জন্য। শেষমেষ কত ভোটারের নাম বাদ যায় সেটাই এখন দেখার। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে কমিশন যেভাবে এসআইআর পর্বের শেষে ছক্কা হাঁকিয়ে চলেছেন তাতে করে ঠিকঠাক ভাবে যদি ঝাড়াই-বাছাই হয় তাহলে এসআইআরের চূড়ান্ত পর্বে ১ কোটিরও বেশি ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে।

কিছু কিছু তথ্য দেখে নির্বাচন কমিশন রীতিমতো হতভম্ব। যেমন ভাঙ্গর বিধানসভার একটি বুথে জানাতুল মোল্লা নামে এক ব্যক্তি তার বাবা হাশেম মোল্লাকে উল্লেখ করেছেন এআইয়ের মাধ্যমে ভোটার কার্ড করে। ক্যানিং পূর্বের একজন ভোটারের মোট ৯টা ছেলে সেখানেও দেখা যাচ্ছে এক একজন ছেলের জন্ম হয়েছে ১-৬ মাস বা ১ বছরের মধ্যে সেটা দেখো নির্বাচন কমিশন রীতিমতো অবাক। তাছাড়া রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দিচ্ছে বিশেষ করে কলকাতা পুলিশ এলাকায় শেখানেও ৯০ শতাংশ ডোমিশিয়াল সার্টিফিকেট ভুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের সূত্রের খবর আগামী ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করে ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার কথা ছিল কিন্তু যদি এভাবে চলতে থাকে ঝাড়াই-বাছাই করতে হয় তাহলে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা কোন মতেই সম্ভব হবে না। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিতে হয় ভোটের স্বার্থে ২৮ ফেব্রুয়ারিই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয় তাতে সে সমস্ত বৈধ বা অবৈধ ভোটারদের নাম বাদ যায় তারাও কিন্তু কোর্টের দ্বারস্থ হবেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

ভাতার দর্পণে বেআব্রু বাংলা!

ওঙ্কার মিত্র

দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলো যখন ২০৪৭-এ স্বাধীনতার শতবর্ষে বিকশিতব্য ভারতের যোগ্য শরিক হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে তখন বাংলায় চলছে ভাতা প্রদানের দুঃসাহসিক অভিযান যা ভোটের মরশুমে আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে বঙ্গ জীবনে। রাজ্য সরকার চাইছে জীবনের প্রতিটা স্তরে ভাতার জাদুকাঠি ছুঁইয়ে নিজেদের ক্ষমতায় থাকা নিশ্চিত করতে। ভাতার নেশায় নেশাগ্রস্থ করে দিতে চাইছে ৮ থেকে ৮০ সকলকে যাতে সরকারি নির্ভরতা বঙ্গ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে।

অথচ এমনটা হবার কথা ছিল না। যে সরকার ক্ষমতায় এসে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত অনুযায়ী বিনা পয়সার খাতা-বই, জামা-জুতো, সাইকেল, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড নিয়ে সার্বজনীন শিক্ষার পাশে দাঁড়ালো, যে সরকার বিনা পয়সার চিকিৎসা নিয়ে আপামর জনগণের সুস্বাস্থ্যের সাথী হল, শ্রম দিবস নষ্টের হরতাল-ধর্মঘট তুলে দিয়ে, বড় বড় শিল্প সম্মেলন করে শিল্পের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো তারা কেন এমন ভাতার কানা গলিতে ঢুকে পড়ল তা রাজনৈতিক বিজ্ঞানে এক গবেষণার বিষয়। অবশ্য রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছে এর উত্তর আলাদা। তাঁদের মতে, আশা আকাঙ্খাকে সঙ্গী করে জনপ্রিয়তার ঝোড়ো স্পেলে শুরু করা বর্তমান পরিবর্তনের সরকারের অপটিকাল ফোকাসটা নষ্ট করে দিল দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও বিজেপির

উত্থান। যে সরকার অর্থনীতিবিদদের প্রেসক্রিপশন মেনে টেকসই প্রবৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা, বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ, সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের পথে হেঁটে বামেদের ফেলে যাওয়া উচ্ছিষ্ট বাংলাকে ধীরে ধীরে তুলে আনার চেষ্টা করছিল সে বিপুল জনসমর্থন পেয়েও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় ভুগতে শুরু করলো কার্পেটের তলা থেকে একের পর এক দুর্নীতি বেরিয়ে পড়ায়। এই সব দুর্নীতি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করতে না করতেই গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে গজিয়ে উঠল বিজেপি উত্থান।

বিজেপি তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় ধর্ম ও সম্প্রদায়ের গুগলি দিতেই ত্রাহি রব উঠল বাংলার শাসক দলে। প্রাণপনে পিচে টিঁকে থাকতে উন্নয়নের ব্যাট ফেলে রেখে দিয়ে হাতে তুলে নিল ভাতা প্রদানের ব্যাট। নিজেরা সামলাতে পারবেনা ভেবে কোচ করে নিয়ে এল বহিরাগত ভোট কুশলী এজেন্সিকে। তারাই ড্রেসিংরুম থেকে হাত নেড়ে মাঠে ঢুকে হাতে তুলে দিয়ে গেল সেই ভাতার ব্যাট। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ২০২১-এর ম্যাচে সেই ব্যাট সাফল্য এনে দিলেও পুরোপুরি শত্রু নিধন হল না। পাশাপাশি বাড়তে থাকলো বিজেপিও। ফলে এই ব্যাট আর ছাড়া হল না শাসক দলের। বরং এই ব্যাটের উপর ভরসা আরও বাড়লো। সার্বিক উন্নয়নের ব্যাট পড়েই রইল ব্যাক প্যাকে বন্দী হয়ে। ফলে না হল অর্থনৈতিক উন্নতি, না বাড়লো কর্মসংস্থানের সুযোগ। আর কোনো উপায় না দেখে নিম্নবিত্ত, অল্প শিক্ষিত, এতদিন ধরে লড়াই সংগ্রাম করে খেটে খাওয়া বাঙালি অভ্যস্ত হয়ে উঠল ভাতায়।

এরপর দুয়ের পাতায়

পরিশোধযোগ্য কৃষি ঋণে এগোচ্ছে বাংলা : নাবার্ড

প্রিয়ম গুহ

ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড)-এর পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক কার্যালয় ২০ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় 'স্টেট ক্রেডিট সেমিনার ২০২৬'

শীর্ষক এক সভায় ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের জন্য অগ্রাধিকার খাতে ঋণ বিতরণের সম্ভাবনা ৩,৯৯,১২৭ কোটি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৫% বেশি।

স্টেট ফোকাস পেপারটি জেলা-স্তরের পোটেনশিয়াল লিঙ্কড প্ল্যানগুলির সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। ব্যাংক, রাজ্য সরকারের দপ্তর এবং উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে বিস্তৃত পরামর্শের ভিত্তিতে এটি তৈরি হয়েছে। এই নথি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য রাজ্যের বার্ষিক ঋণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দিকনির্দেশ দেবে। 'বিকশিত ভারত ২০৪৭' লক্ষ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত এই সেমিনারে জলবায়ু-সহনশীল কৃষি, আধুনিক গ্রামীণ অবকাঠামো এবং পশ্চিমবঙ্গের ৯.১ কোটি মানুষের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির বিষয়ে সম্মিলিত অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে।

এদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব প্রভাত কুমার মিশ্র আনুষ্ঠানিকভাবে 'স্টেট ফোকাস পেপার' উন্মোচন করেন। উপস্থিত ছিলেন কৃষি দপ্তরের প্রধান সচিব ওঁকার সিং মীনা, এসএলবিসি-র জেনারেল ম্যানেজার ও কনভেনর বলবীর সিং, রাজ্য সরকার সহ বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

মূল বক্তব্যে প্রভাত কুমার মিশ্র বলেন, 'মাঠ পর্যায়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নাবার্ড, রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য অংশীদারদের মধ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কৃষি ও আবহাওয়াগত অঞ্চলে উচ্চ সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে বিশেষত মৎস্য খাতে উচ্চ আয়ের সম্ভাবনার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। পাশাপাশি, উপভোক্তাদের টেকসই ঋণ সংযোগ ও ঝুঁকি হ্রাস নিশ্চিত করতে ধারাবাহিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।

বিজেপির চার্জশিট প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ ফেব্রুয়ারি ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলা দপ্তর আমতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৬টি বিধানসভার ক্ষেত্রে নানা পরিকাঠামোগত সমস্যা ও দুর্নীতি

নিয়ে চার্জশিট প্রকাশ করা হয়। প্রকাশ করেন রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি রাজু বন্দোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী সোমা ঘোষ, সহ-সভাপতি সুজন ভক্ত, সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ রায় প্রমুখ।

এরপর দুয়ের পাতায়

কলকাতার জলস্তর নামছে বিগ ডায়ার বন্ধের উদ্যোগ

বরুণ মণ্ডল : বিভিন্ন সমীক্ষার মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, সেই অনুযায়ী এই কলকাতা শহরের জলস্তর দ্রুত হারে নীচে নামছে, যা আমাদের সকলের কাছে একটি অত্যন্ত বিপদজ্জনক বার্তা। কলকাতা শহরে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার, পূর্ব কলকাতার বেলেঘাটা, দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর, দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার বেহালা ও গার্ডেনরিচ অঞ্চলে জলস্তরের পরিমাণ কত? বিভিন্ন বহুতলে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্পের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জল তোলার যে ব্যবস্থা আছে, সেই বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার কী কোনও নজরদারি আছে? ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'ডোমেস্টিক অ্যান্ড কমার্শিয়াল বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার কী কোনও আলাদা গাইডলাইন আছে? থাকলে তা কী?

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার পরিশ্রুত পানীয় জলের সরবরাহ দপ্তর মেয়র পারিষদ তথা মহানাগরিক বলেন, সল্টলেকের নির্মাণ ভবনের ওয়াটার রিসোর্সেস ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের নিয়ন্ত্রণে 'স্টেট ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ডিরেক্টরেটের কাছে কলকাতাসহ সারা রাজ্যের জলস্তর সংক্রান্ত সকল প্রকল্পের তথ্য এই বিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। এই বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে কোনও তথ্য নেই।

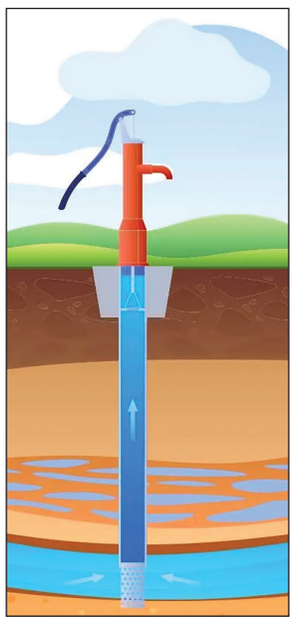

মহানাগরিক আরও বলেন, কলকাতা পৌর এলাকায় নলকূপ করতে ইচ্ছুক বাড়ির মালিক ওই এসডব্লুআইডি-এ অনুমোদনের পর ওরা পার্মিট ইস্যু করে থাকে। এসডব্লুআইডি থেকে পার্মিট ইস্যু করার পর কলকাতা পৌরসংস্থার পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ দপ্তর পৌরসংস্থার বার্ষিক অনুমোদন সিডিউল রেটভিত্তিক জল উত্তোলনের জন্য লাইসেন্স ফিজ নিয়ে থাকে।

আগামীদিনে কলকাতা পৌর এলাকায় যাতে বিগ ডায়ার না চলে, সেজন্য একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যেমন টালিগঞ্জ এবং যাদবপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় যাতে আগামীদিনে আরেকটিও বিগ ডায়ার না চলে, তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং কলকাতার হাইরাইজ বিল্ডিংগুলিতে পরিশ্রুত জল দেওয়ার প্রয়োজনে দৈনিক ৪০ মিলিয়ন গ্যালন পরিশ্রুত জল উৎপাদনের জন্য গার্ডেনরিচ ওয়াটার ওয়ার্কসের ঠিক পিছনে গার্ডেনরিচ ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ডে একটি পরিশ্রুত পানীয় জল উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এটি তৈরি হলে আগামী ২৫ বছর কলকাতায় আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার উত্তোলন তো পুরোপুরি বন্ধ হবেই এবং কলকাতার কোথাও পানীয় জলের অভাব থাকবে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক : আশা ও আশঙ্কার দোলাচল

ড.কেশব চন্দ্র মণ্ডল

সময়টা ২০২৪ সালের জুন-জুলাই মাস এবং স্থান বাংলাদেশ। পটভূমি নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি, জনগণের ভোট দানে ও প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নে বাধা, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জেলবাস, সে দেশের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ্ মহম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা জেলে বন্দি, ব্যাপক স্বজন-পোষণ ও দূর্নীতি, বিরোধী কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ, সামান্য বিরোধিতার জন্যও বিরোধীদের কুখ্যাত গুমঘরে (আয়না ঘর) প্রেরণ এবং চিরকালের জন্য তাদের নিঁখোজ করে দেওয়া। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার এককথায় প্রায় মৃত। দেশে গণতন্ত্রের নামে চলছে একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরাচারী হিংস্র শাসনব্যবস্থা। এমতাবস্থায় সেদেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক পুনরায় ৩০ শতাংশ কোটা চালু করা হয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের বংশধরদের জন্য, যা তৎক্ষণাৎ অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কোটা বিরোধী আন্দোলন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্নিশিখার ন্যায় সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তারপরের ঘটনা সকলের জানা।

ওদিকে সীমান্তের ওপারে উদয় হয় বাংলাদেশের বিশ্ববন্দিত নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক মহম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে, তৈরী হয় একটি অস্থায়ী সরকার। কিন্তু গবেষণা করা, নীতি-নির্দেশনা প্রদান করা ও অ্যাকাডেমিক বক্তব্য রাখা আর রাজনীতির জটিল পাঁকে কাঁচা হাতে দেশ শাসন করা এক জিনিস নয়। এখানে থাকে নানারকম ক্ষমতালোভী হায়নারা, অসৎ ব্যবসায়ী, সাধারণ নিরক্ষর মানুষ ও বিভিন্ন পেশাদারী ব্যক্তিবর্গ। ফলে, যা হবার তাই হল। তিনি সে দেশে চলমান হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর ধর্মীয় অত্যাচার নিমন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন। আইন-শৃঙ্খলা তলানীতে এসে ঠেকে। কাতারে কাতারে বাংলাদেশীরা ভারতে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। তিনি প্রশাসন চালাতে ব্যর্থ হন। অবশেষে দিনক্ষণ ঠিক হয় নির্বাচনের এবং পুত্র তারেক রহমান দীর্ঘ ১৭ বছর পর স্ত্রী ও কন্যা-সহ বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন।

শুরু হয় তৃতীয় পর্ব। এই পর্বে খালেদা

জিয়া জেল থেকে মুক্ত। কিন্তু অত্যন্ত অসুস্থ এবং অবশেষে মৃত্যু। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় — বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টি বাংলাদেশের সংসদে মোট ৩০০টি আসনের মধ্যে (যার মধ্যে একটি আসনে নির্বাচন হয়নি ও আরো দুটি আসনে ফলাফল প্রকাশে সুপ্রীম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়) ২১২টি আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অপরদিকে, জামাতের নেতৃত্বাধীন জোট মোট ৭৭টি আসনে জয়লাভ করে। গঠিত হয় নতুন মন্ত্রীসভা। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন তারেক রহমান।

এখন প্রশ্ন হ'ল: কিভাবে তারেক রহমান ভারতের সাথে পুনরায় বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও কূটনৈতিক যোগাযোগ স্বাভাবিক করবেন? কিভাবে নিজ দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ঘটিয়ে বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন? কিভাবে সে দেশের মৌলবাদীদের ভারতবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করবেন? তিনি কি বাংলাদেশীদের কাঁটাতার পেরিয়ে আইনীভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে পারবেন? এ সব প্রশ্নের উত্তরের জন্য অবশ্য অপেক্ষা করতে হবে বৈকী! তবে বিগত দু'মাসে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য ও কার্যকলাপ থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনি শিক্ষিত, মার্জিত ও উন্নয়নকামী একজন ব্যক্তি। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের উপর তাঁর জোর দান ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্ব, কেবল বস্ত্রশিল্পের উপর নির্ভরতা কমিয়ে চর্ম শিল্প ও খেলনা তৈরীতে উৎসাহ দান, সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভেদাভেদ না করা, বেকার ছেলেমেয়ে মেধার ভিত্তিতে চাকুরী ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, আইনশৃংখলা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো, জনগণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা তাঁর সর্বোচ্চ প্রাধান্য। ১২টা গাড়ির কনভয়ের বদলে ৪টি গাড়ি রাখা, নিজস্ব গাড়ি ব্যবহার করা, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার, দুর্নীতি দমনে সদর্থক ভূমিকা পালন করা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো তাঁর আগামী ৬ মাসের লক্ষ্য নির্ধারিত করেছেন। এসব পদক্ষেপ দু-দেশেরই রাজনৈতিক সচেতন ও উন্নতিকামী মানুষের কাছে আশার আলো নিয়ে আসে নিশ্চিতভাবেই।

এরপর দুয়ের পাতায়

অর্থনীতি

ইতিবাচকভাবে বাজার মিশ্র

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

ভারতীয় শেয়ার বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে আগামী এক সপ্তাহের জন্য একটি মিশ্র কিন্তু সতর্কতামূলক ইতিবাচক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তি এবং মার্কিন শুল্ক হ্রাসের ঘোষণা স্টকগুলোতে কিছুটা চাপ রয়েছে।

নিফটি ৫০ বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ জোনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। সূচকটি তার গুরুত্বপূর্ণ মুভিং অ্যাভারেজগুলোর (যেমন ৫০-ডিএমএ) কাছাকাছি অবস্থান করছে। আরএসআই বর্তমানে ৫২–৫৩ এর আশেপাশে, যা নির্দেশ করে যে বাজার খুব বেশি কেনা বা খুব বেশি বিক্রি হয়নি।

বাজারে একটি নতুন গতি এনেছে। এর ফলে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বেড়েছে। ডিসেম্বরের ত্রৈমাসিক ফলাফল মোটের ওপর ভালো হওয়ায় বাজারের ভিত শক্তিশালী আছে। আইটি সেক্টরে কিছুটা দুর্বলতা এবং বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের বিক্রি করার প্রবণতা কিছুটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া লেন্ডিং নিয়মে কড়াকড়ির কারণে ক্যাপিটাল মার্কেট

আগামী সপ্তাহের জন্য ট্রেডারদের নিচের লেভেলগুলোর দিকে নজর রাখতে হবে: রেজিস্ট্যান্স ২৫,৮০০ ও ২৬,০০০ সাপোর্ট ২৫,৬০০ – ২৫,৫৫০ আগামী সপ্তাহটি বাজার একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকলেও উপরের দিকে ওঠার প্রবণতা দেখাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ব্যাঙ্কিং এবং এনার্জি সেক্টর বাজারকে ধরে রাখতে সাহায্য করতে পারে।

জলপ্রকল্প ও ইনটেক জেটি পরিদর্শনে রানা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০ ফেব্রুয়ারি বালি পৌরসভার পক্ষ থেকে ঘুসুড়ির জলপ্রকল্প ও গোলাবাড়ির থানার কাছে ইনটেক জেটি পরিদর্শনে যান পৌরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ রানা চ্যাটার্জি। সঙ্গে ছিলেন এফও সহ পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ার ও কেএমডিএ–র ইঞ্জিনিয়াররা। ডাঃ রানা চ্যাটার্জি বলেন, 'খুব ভালো কাজ চলছে। অতি শীঘ্রই উত্তর হাওড়ার পাশাপাশি বালি, বেলুড় ও লিলুয়ায় যেটুকু পানীয় জলের অভাব আছে তা মিটে যাবে। আমরা এর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে।'

এগোচ্ছে বাংলা

প্রথম পাতার পর

তিনি রাজ্যের ঋণ সম্ভাবনা নিরূপণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নাবার্ডের ভূমিকারও প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, পশ্চিমাঞ্চল থেকে বেসরকারি উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গে ফল এবং অন্যান্য দ্রব্যের ফলন উন্নতিতে জলবায়ুর প্রাধান্য রয়েছে।

নাবার্ডে–এর চিফ জেনারেল ম্যানেজার পি. কে. ভরদ্বাজ জানান, মোট ₹৩.৯৯ লক্ষ কোটি সম্ভাব্য ঋণের মধ্যে কৃষি খাত (কৃষি অবকাঠামো ও সহযোগী কার্যক্রমসহ) ₹১.৩৭ লক্ষ কোটি, যা মোটের ৩৪%। তিনি কৃষক উৎপাদক সংগঠন (এফপিও) শক্তিশালী করা, জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন উদ্যোগ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন, যাতে টেকসই কৃষি উন্নয়ন সম্ভব হয়। একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি আরো জানান গত অর্থ বর্ষে এই প্রথম কৃষি ক্ষেত্রে এক লক্ষ কোটি টাকার ঋণ পরিমাপ ছুঁয়েছে। এর কয়েকটি কারণ তিনি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন কৃষি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের হস্তক্ষেপ এবং কৃষি দ্রব্য উৎপাদনের বৃদ্ধি। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন ৯০%–এর বেশি ঋণ মেটানোর পরিসংখ্যান রয়েছে।এই বিষয়গুলি বিশেষভাবে তুলে ধরছে যে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি ক্ষেত্রে তার অগ্রগতি এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

এমএসএমই ক্ষেত্রে ২৫–২৬ অর্থবর্ষে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল ২.১৫ লক্ষ কোটি। এর অগ্রগতি ও উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ১.৯৯ লক্ষ্য কোটির লক্ষ্যমাত্রা পৌঁছেছে বাকি লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ হবে বলে আশাবাদী সকলে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৯০ লক্ষ এমএসএমই ইউনিট রয়েছে—যা দেশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এই খাতের জন্য ২০২৬–২৭ অর্থবর্ষে ২.০৭ লক্ষ কোটি (৫১.৮%) ঋণ সম্ভাবনা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা কর্মসংস্থান ও শিল্পোন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে এই খাতের গুরুত্বকে পুনরায় তুলে ধরে।

এছাড়া আবাসন, শিক্ষা, সামাজিক অবকাঠামো, রপ্তানি ঋণ, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং এসএইচজি/জেএলজি অর্থায়নসহ অন্যান্য অগ্রাধিকার খাতের জন্য ₹৫৩,৭২৪ কোটি নির্ধারণ করা হয়েছে। সেমিনারে মৎস্য ও এমএসএমই খাত নিয়ে বিশেষ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল এবং ফার্ম সেক্টর প্রোমোশন ফান্ডের আওতায় সমর্থিত প্রকল্পগুলির ওপর নির্মিত তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়, যা রাজ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো ও উদ্যোগ উন্নয়নে নাবার্ডে–এর ধারাবাহিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটায়।

এদিন সুন্দরবনের পরিকাঠামো জলবায়ু এবং ম্যানগ্রোভ গাছ লাগানোর বিষয়ও উঠে আসে। মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে ও নাবার্ডে–এর ভূমিকা তুলে ধরা হয়, গ্রামে গ্রামে পুকুর সংস্কার করে তাকে কিভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মৎস্য চাষে কাজে লাগানো যায় এবং তার ফলন কিভাবে বাড়ানো যায় সে বিষয়ে তদারকি করছে।

এই আসন্ন অর্থবর্ষে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়।

কাজের খবর

বিএসএনএল–এ ১২০ এক্সি.ট্রেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নাগপুর : ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (টেলিকম অ্যান্ড ফিনান্স) পদে ১২০ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (টেলিকম স্ট্রিম): ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইন্সট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ: ৯৫টি (ও.বি.সি. ৬৫, ই.ডব্লু.এস. ৯, তঃজাঃ ১৪, তঃউঃজাঃ ৭)।

সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (ফিনান্স স্ট্রিম): চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি বা, কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সি কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২৫টি (ও.বি.সি. ১৭, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২)।

দুই পদের বেলায় বয়স হতে হবে ৭–৩–২০২৬–এর হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ২৪,৯০০–৫০,৫০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিউটার বেসড টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ২৯ মার্চ, বেলা ১০টা থেকে। টেলিকম পদের বেলায় ১৮০ মিনিটের ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট –৪০ নম্বর, টেকনিক্যাল (টেলিকম) টেস্ট ১৬০ নম্বর। ফিনান্স পদের বেলায় ১৮০ মিনিটের ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট–৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, টেকনিক্যাল (ফিনান্স) টেস্ট ১৬০ নম্বরের ১৬০টি প্রশ্ন। নেগেটিভ মার্কিং আছে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: BSNLCO–11/12(11) / 1/ 2025 RECTT–CO–Part (1), Dated: 29.1.2026.

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে www. bsnl.co.in এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার, শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ২,৫০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী ১,২৫০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। দরখাস্ত এডিট করতে পারবেন ৮ মার্চ থেকে ১৫ মার্চ।

ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় ১৭৭ ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নাগপুর : ব্যাঙ্ক অফ বরোদা অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার–এম.এস.এম.ই. সেলস পদে ১৭৭ জন লোক নিচ্ছে।

যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। মার্কেটিং বা, ফিনান্সে এম.বি.এ./পি.জি.ডি.এম. কোর্স পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন।

কোনো ব্যাঙ্ক, এন.বি.এফ.সি. বা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অন্তত ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এম.এস.এম.ই. লোন সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স হতে হবে ১–২–২০২৬"এর হিসাবে ২২ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে ব্যাঙ্কিং – নিয়মানুযায়ী পাবেন। শূন্যপদ: ১৭৭টি (জেনাঃ ৬১, তঃজাঃ ২০, তঃউঃজাঃ ২০, ও.বি.সি. ৪৭, ই.ডব্রু.এস. ২৯)। এর মধ্যে অস্থি প্রতিবন্ধী ৩, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ৩, বধির প্রতিবন্ধী ৩, আই.ডি. ৩টি।

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন টেস্ট, সাইকোমেট্রিক টেস্ট ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.bankof–baroda.bank.in/careers.htm এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৮৫০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও মহিলা হলে ১৭৫) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা দেবেন ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কোটি ছাড়াতে পারে বাদের সংখ্যা

প্রথম পাতার পর

চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করতে যদি মার্চের মাঝামাঝি সময় হয়ে যায় তাহলে প্রশ্ন উঠছে নির্বাচন ঠিক সময়ে ঘোষণা করা যাবে তো? নাকি রাষ্ট্রপতি শাসনের মাধ্যমেই আগামী বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে? এই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আমাদের আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে।

উত্তর ২৪ পরগণা থেকে কল্যাণ রায়চৌধুরীর সংযোজন : সি পি আই এম –এর উত্তর চব্বিশ পরগণার অশোকনগরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা সিপিএমের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সত্যসেবী কর তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'তৃণমূল না বিজেপি এস আই আর–এর ফায়দা কে বেশি নেবে তার প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে রাজ্যে কিছু আসল ভোটারের নাম বাদ যাবে বলে আশঙ্কা তৈরী হয়েছে। এর আগে কি রাজ্যে এস আই আর হয়নি? কেউ টেরও পায়নি। আর এটা তো টের পাওয়ার ব্যাপার নয়। সমস্ত রাজ্যবাসীকে এস আই আর–এর নামে কার্যতঃ হেনস্থার শিকার হতে হল। বিজেপি চাইছে নির্দিষ্ট কোনও সম্প্রদায়কে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে। আর তৃণমূল চাইছে মৃত, স্থানান্তরিত, ভূয়ো সব ভোটারই থাক, তাহলে তাদের ভোট ব্যাঙ্কটা বাড়বে। ২৮ তারিখে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হলে কি দাঁড়ায় তা বোঝা যাবে। তবে অনেক বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে বলেই আমার আশঙ্কা।'

এ প্রসঙ্গে বারাসত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এটা আমি এক কথায় বলি, বাঙালিদের বাদ দেবার জন্যে বিজেপি সরকার এটা করেছে। এ ব্যাপারে আমার আর কিছু বলার নেই।'

এ বিষয়ে বিজেপির রাজ্য কমিটির কার্যকরী সদস্য তাপস মিত্র বলেন, 'এস আই আর–এর কাজ এখনও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হয়নি। এর মধ্যে এখনও অনেক মৃত ভোটার, ভুয়ো ভোটার আছে। কাল দেখলাম,বাবা সাজিয়ে অনেক ওপার বাংলার মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা এখানে নাম তুলেছে। এখনও অনেক রোহিঙ্গা ও অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের নাম আছে। অনেক মৃত ভোটারও থেকে গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের দাবি, একজনও যেন অবৈধ ভোটার চূড়ান্ত তালিকায় না থাকে। স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরি না করে যদি রাজ্যে ভোট করা হয়, তাহলে তা আবার প্রহসনে পরিণত হবে। একশো শতাংশ স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রকাশ না হলে সমস্যা থেকেই যাবে।'

এ প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক সজল দে বলেন, 'রাজ্যে এস আই আর হচ্ছে, ঠিক আছে। কিন্তু এই এস আই আর–এর নামে বহু মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে! এতে বহু মানুষ ভীত–সন্ত্রস্ত হচ্ছে। তবে এটা বিজেপির একটা চক্রান্ত; বেশ কিছু মানুষকে ভোটার তালিকার বাইরে রেখে নির্বাচন করিয়ে নেওয়া। পরে আবার বিহারের মতো তাদের নাম ভোটার তালিকার অন্তর্ভূক্ত করা।'

সাগরে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগর উপকূলের সাধারণ মানুষের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে মহতী উদ্যোগ নিল কচুবেরিয়া আশ্রমমোড় সার্বজনীন শারদীয়া দুর্গা উৎসব কমিটি। কমিটির ব্যবস্থাপনায় এবং অদ্‌কা মেডিসিন–এর সহযোগিতায় আজ কচুবেড়িয়া আশ্রমমোড়ে একটি বিশেষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত চলা এই ক্যাম্পে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। স্থানীয় এলাকার কয়েকশো মানুষ এই পরিষেবার সুবিধা নিতে হাজরি হন। শিবিরে আসা রোগীদের জন্য ছিল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ, বিনামূল্যে ইসিজি এবং প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষার সুব্যবস্থা। এছাড়াও কমিটির পক্ষ থেকে রোগীদের হাতে বিনামূল্যে বেশ কিছু দরকারি ওষুধও তুলে দেওয়া হয়।

উৎসব কমিটির সদস্যরা জানান, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই পুজোর আনন্দের পাশাপাশি মানুষের সেবায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিষেবা পেয়ে অত্যন্ত খুশি সকলে।

বেআব্রু বাংলা!

প্রথম পাতার পর

শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য সবেতেই সে ভাতা চায়। কন্যা জন্মে উৎসাহ পেতে ভাতা চায়। পড়াশুনা করতে চায় সরকারি খাদ্য ও সরঞ্জাম। কাজ করতে চায় সরকারি কাজের গ্যারান্টি, না পেলেও ক্ষতি নেই, ভাতা আছে সাথে। বসবাস করতে চাই সরকারি ঘর, খেতে চাই সরকারি চাল। সরকারি টাকায় চিকিৎসা করে ব্যর্থ হয়ে মৃত্যু হলেও চাই সরকারি টাকায় সৎকার। জনগণের বৃহৎ অংশের এই চাওয়া সরকারি দলের কাছে আশীর্বাদের মতো হয়ে দাঁড়ালো। ভাতার সরল অঙ্কে যখন জয় নিশ্চিত তখন উন্নয়নের জটিল স্ট্রাটেজি রচনার দরকার কি। এতেই যখন বিরোধী নিধন নিশ্চিত তখন ভাতাই হল একমাত্র অবলম্বন।

কিন্তু ভোট ম্যাচের এই আবেগ ঘন মুহূর্তে ভাতার আয়নায় বাংলাকে যারা দেখছেন তাঁদের চোখে যে ছবিটা ধরা পড়ছে তা নিয়েই এখন দেশজুড়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। যে বাঙালি একসময় ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছে সেই বাঙালি আজ ভাতার ঘায়ে দুভাগে বিভক্ত। একদল যারা কাজের অযোগ্য তারা হয়ে উঠছে পুরোদস্তুর ভাতাজীবি। আর শিক্ষিত ও দক্ষ একদলের ভাগ্যে জুটছে বঞ্চনা। তাদের ভাতাও নেই, কাজও নেই। এরাই বাংলা ছাড়ছে রুজি রোজগারের আশায়।

আর এখানে যে বাঙালিরা রয়ে যাচ্ছে তাঁদের বেশিরভাগেরই সরকারি ভাতা ছাড়া জীবন ধারণের উপায় নেই। যুবসাথী প্রকল্পে নিরুপায় বেকারদের লাইনে দাঁড় করিয়ে এই বেআব্রু ছবিটাই দেশের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছে খোদ রাজ্য সরকারই। অথচ সরকার এই টাকায় বেকারদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে রাজ্যের উন্নয়নের কাজে তাদের লাগাবার পরিকল্পনা করতে পারতো। এমনকি বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার ফি দিয়ে সরকার বেকারদের বোঝা লাঘব করার রাস্তায় হাঁটতে পারতো। এতে একদিকে যেমন কর্ম সংস্থানের সুযোগ পেত বাঙালি, অন্যদিকে, বাঙালি কর্ম ক্ষমতার মর্যাদা রক্ষা পেত। আবার দেশের প্রতি তাদের অবদানও স্বীকৃত হত। শোনা যায়, জার্মানিতে হিটলার ক্ষমতায় আসার পর বেকারদের নিয়ে এই রকম পরিকল্পনা করে সফল হয়েছিলেন। বেকার জার্মানিরা একদিকে যেমন অর্থের অভাব দূর করেছিল তেমনই, নতুন জার্মানি গড়ায় তাদের অবদান রাখতে পেরেছিল। কিন্তু এখানে তা হল না। তাই বিকশিত ভারত গড়ার এত তোড়জোড়, ইউরোপ–আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি বাংলার এই বেআব্রু চেহারার লজ্জা নিবারণ করতে পারবে বলে মনে করেন না অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের ধারণা, এই বাংলাকে নিয়েই তৈরি হবে আগামী বিকশিত ভারত যদি ইতিমধ্যে তার হাল না বদলায়।

আশঙ্কার দোলাচল

প্রথম পাতার পর

এছাড়াও ১৮ ফেব্রুয়ারী তারেক রহমান যখন বলেন যে, তিনি সে দেশে 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠা করবেন এবং জাতি–ধর্ম–বর্ণ–মতাদর্শ নির্বিশেষে সকলের জন্য 'সেফ ল্যাণ্ড' বা নিরাপদ স্থান গড়ে তুলবেন — তাতে স্বাভাবিকভাবেই ভারতবাসী আশায় বুক বাঁধছে। কারণ সুস্থির ও শক্ত–পোক্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পক্ষে সেখানে যোগাযোগ ও ব্যবসা–বাণিজ্য করা সম্ভবপর হবে। সে দেশের থেকে বেআইনী অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে। যাইহোক, তারেক রহমানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে লোকসভার স্পীকার ওম বিড়লার উপস্থিতি এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রেরিত শুভেচ্ছা বার্তা দু'দেশের সম্পর্কে উষ্ণতা তৈরীর ইঙ্গিত দেয়।

এখন দেখার বিষয় এই যে, ভারত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে প্রত্যার্পণ করবে নাকি তৃতীয় কোন দেশে থাকার ব্যবস্থা করবে। বাংলাদেশের নতুন সরকার কি ভারতে আগত বাংলাদেশী নাগরিকদের ফেরৎ নেওয়া ও নতুন করে সীমান্তের ওপার থেকে এদেশে আসা বন্ধ করতে সক্ষম হবে। আদানী গ্রুপ–এর বিদ্যুৎ সরবরাহ ও অন্যান্য ঝুলে থাকা প্রজেক্টগুলি কি পুনরায় শুরু হবে? তারেক সরকার কি বাংলাদেশের মৌলবাদী ও সন্ন্যাসবাদীদের ভারতের বিরুদ্ধে উসকানী ও জঙ্গী ঠেকাতে সমর্থ্য হবে? ভারত–বাংলাদেশে যৌথভাবে কত দ্রুত ও সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক, শিক্ষা সংক্রান্ত ও সীমান্ত নিরাপত্তা বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছায় এখন সেটাই দেখার। তবে আশা করা যায় শীঘ্রই ভারতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারত সফরে আসবেন এবং দ্বি–পাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে সাম্প্রতিককালে সৃষ্টি হওয়া সমস্ত রকমের সন্দেহ ও বৈরীতার আশু অবসান ঘটবে।

বিজেপির চার্জশিট

প্রথম পাতার পর

রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ১৫ বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেস যত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমান সমাজে নির্যাতন, অশিক্ষা, খুন, শিল্পহীনতা, বিভিন্ন দুর্নীতিতে মানুষ জর্জরিত। ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রে পর্যটন শিল্প ভেঙে পড়েছে, নদী বাঁধের যে সমস্যা ছিল তা আরো প্রকট হয়েছে, কেল্লার মাঠ সংস্কার হয়নি, আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল মানুষের ঘরে ঘরে এখনও পৌঁছায়নি। সরিষা থেকে নুরপুর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারও হয়নি। এছাড়া ডায়মন্ড হারবারের নগেন্দ্র বাজারের রাস্তা সংস্কার হয়নি এবং আবর্জনার স্তূপে ও নিকাশি ব্যবস্থার অব্যবস্থায় মানুষ নাজেহাল। ফলতা বিধানসভায় ১১ হাজার মৃত ভোটারের নাম রেখেই এসআইআর প্রক্রিয়াকে অস্বচ্ছ করার চেষ্টা হচ্ছে। এই এলাকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সাতগাছিয়ার ক্ষেত্রে রামচন্দ্র নগর এলাকায় জল প্রকল্প এখনো গড়ে ওঠেনি। এই সমস্ত এলাকায় জমি ভরাট করে অবৈধ ব্যবসা–বাণিজ্য চলছে এবং অবৈধভাবে পুকুর ভরাট করা হচ্ছে। মহিষগোট এলাকায় খাল দখল করে বেআইনি ঘরবাড়ি দোকান ঘর তৈরি হচ্ছে। বিষ্ণুপুর বিধানসভার ক্ষেত্রে আমতলা বারুইপুর রোড এখনো সংস্কার করা হয়নি।। জুলপিয়া আন্ধারমানিক এলাকায় গড়ে ওঠেনি বাস টার্মিনাস। সামালি ভায়া ভাসা রোড এখনও করা হয়নি। মহেশতলা বিধানসভা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে খাল সংস্কার না করার ফলে একটু বৃষ্টিতে বিভিন্ন ওয়ার্ড জলের তলায় চলে যায়। বজবজ বিধানসভা এলাকায় এখন চলছে সিন্ডিকেটরাজ এবং তোলাবাজি। মানুষ এখানে প্রতিবাদ করলেও পুলিশ নিরুত্তর। জনৈক তৃণমূলের কাউন্সিলর এক নার্সিংহোমের মালিকের কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকা তোলা চেয়েছে বলে অভিযোগ। এই বিধানসভাতেও নদীবাঁধের সমস্যা আছে। রাজু বন্দোপাধ্যায় ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক রূপায়িত সেবাশ্রয় প্রসঙ্গে বলেন, সংসদের নিশ্চয়ই সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপরে ভরসা নেই বলেই এই ধরনের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিষেবার উদ্যোগ নিয়েছেন। তবে মানুষ এ সমস্ত চমকে আর ভুলবেন না আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে চলেছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

২১ ফেব্রুয়ারি – ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

মেষ রাশি : কর্মক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয়। ব্যবসায় বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কর্ম পরিচালনা ও শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। পুলিশ, আর্মি, প্রোমোটারি প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। বিদেশে সৌখিন দ্রব্য আমদানি–রপ্তানীর ক্ষেত্রে সাফল্য। চক্ষু, ঠাণ্ডাজনিত রোগ, নার্ভজনিত রোগ এবং মধুমেহ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

বৃষ রাশি : রাজ্য সরকারি কর্মীদের পদোন্নতির সঙ্গে আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, সাহিত্যিক, লেখক প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সম্মান ও কৃতিত্বের প্রশংসা প্রাপ্তি। সঞ্চিত অর্থ তছরূপের সম্ভাবনা। ব্যবসায় আশানুরূপ সাফল্যে বাধা। দাম্পত্য সম্পর্কে মনোমালিন্য বৃদ্ধি।

মিথুন রাশি : বহুজাতিক সংস্থায় কর্ম পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। সৃষ্টিশীল কর্মে প্রতিভার বিকাশ। শিল্পীদের বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। পেশীর ব্যথা, হাত–পা ভেঙে যাওয়া, মানসিক রোগ প্রভৃতি রোগের শিকার হতে পারেন। শ্বশুরকূল থেকে কোনো সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে দূরে যেতে হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি। গুরুজনের শরীর নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। কয়লা, তামা, লোহা প্রভৃতি ব্যবসায় সাফল্য। পথ দূর্ঘটনা থেকে সাবধান। ঠাণ্ডাজনিত রোগে ভুগতে পারেন। তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। স্বজন বিরোধ বৃদ্ধি।

সিংহ রাশি : অযথা টেনশন এড়িয়ে চলুন। বিপরীত লিঙ্গের কৃতিত্বে মানসিক শান্তি। পারিবারিক সমস্যার সমাধান। সামাজিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মনোগ্রাহী বক্তৃতার দরুণ প্রশংসার দাবি রাখে। সন্তানের কর্মসংস্থানের সুযোগ আসতে পারে। মামলা–মোকদ্দমায় নিষ্পত্তির সুযোগ আসতে পারে।

কন্যা রাশি : স্বাস্থ্য নিয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। বিশেষ করে হাইব্লাডপ্রেসার, অর্শ, গুহ্য জনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অবহেলা। কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কার্যোদ্ধার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে থেকে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। সাহিত্যিক বা লেখকদের প্রতিভার স্ফূরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি। ব্যবসায় সাফল্য।

তুলা রাশি : জমি–বাড়ি ক্রয়ে সুফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মস্থলে বদলির সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা এবং কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে। যারা আইনি পেশা বা চিত্রকর বা সুরের জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সুনাম অর্জনের সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে দূরবর্তী স্থানে যেতে হতে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য। স্বামী–স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক সাফল্য। গাড়ী ক্রয় করার ক্ষেত্রে সবকিছু যাচাই করা প্রয়োজন নতুবা প্ররোচিত হতে পারেন। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি উদাসীনতা বৃদ্ধি। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। সন্তানের পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য নাও হতে পারে।

ধনু রাশি : সম্পত্তি নিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ আসতে পারে।সন্তানের অবাধ্য জেদি মনোভাব প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজকর্ম করার জন্য প্রশংসা প্রাপ্তি। পারিবারিক প্রতিকূলতা স্বামী–স্ত্রীর উদ্যোগে সমাধানের পথে।

মকর রাশি : জমি–বাড়ি বা সম্পত্তি ক্রয় করার সুযোগ আসতে পারে। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কার্যকলাপ ব্যবসায়িক সাফল্যের দ্বার উদ্ঘাটন। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে সম্পর্কের অবনতি। সাহিত্যিক, লেখক, হস্তশিল্প, কুটীরশিল্প প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কৃতিত্ব ও সম্মান পাওয়ার সম্ভাবনা। চক্ষু বা নার্ভজনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সরকারি কর্মীদের পদোন্নতির সঙ্গে দায়িত্ব বৃদ্ধি।

কুম্ভ রাশি : দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায় আশানুরূপ সাফল্য নাও হতে পারে। পথ দূর্ঘটনা থেকে সাবধান। স্বজনের অনৈতিক কাজকর্মের দরুণ মানসিক অশান্তি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ। আইনি পেশা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী, ডাক্তার প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। আয়–ব্যয়ের সমতা রাখা মুশকিল।

মীন রাশি : শারীরিক অসুস্থতা চরম পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। চুরি, পকেটমারী বা আর্থিক তছরূপের সম্ভাবনা। পিতা এবং সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে। বিলাসবহুল জীবন ও সৌখিনতার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি চিন্তার কারণ হতে পারে। মধুমেহ, জরায়ু সংক্রান্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। পথ চলাতে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন।

শব্দবার্তা ৩৭৯

১		২		৩	■	■	■
	■		■	৪		৫	■
৬	৭	■	■		■		■
■	৮			■	■		■
■		■	■	৯			■
■		■	১০	■	■	১১	১২
■	১৩			■	১৪	■	
■	■	■	১৫				

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. পথের সঙ্গী ৪. বনরাজ ৬. চাবুক মারা ৮. মহাতরঙ্গ ৯. গৌরব, মাহাত্ম্য ১১. উপকার ১৩. প্রশ্ন, অনুসন্ধান ১৫. শান্তিদান।

উপর–নীচ

১. চাঁপা কলা ২. যুদ্ধ ৩. গবেষণাপত্র, তত্ত্ব ৬. হাঁসের দল বা সারি ৭. আনাজপাতি, তরিতরকারি ১০. অনুগ্রহ ১২. একধরনের কাঁসা ১৪. সৌন্দর্য, শোভা

সমাধান : ৩৭৮

পাশাপাশি : ১. সমাধান ৪. বছরভর ৫. টমটম ৭. পরিকর ৯. কলেরগান ১০. তকদির

উপর–নীচ : ১. সংকট ২. নবতম ৩. লাভজনক ৬. মদনলেখা ৭. পদানত ৮. রবিকর

মৎস্যজীবীর থেকে উদ্ধার দুই দেশের পরিচয়পত্র

রবীন দাস, কাকদ্বীপ : ১৫ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে ভারতীয় সামুদ্রিক সীমানায় নিয়মিত নজরদারি চালানোর সময় বড়সড় সাফল্য পেল ভারতীয় কোস্টগার্ড। টহলদারি চলাকালীন কোস্টগার্ডের নজরে আসে একটি সন্দেহজনক মৎস্যজীবী ট্রলার, যা ভারতীয় জলসীমার ভেতরে প্রবেশ করে মাছ ধরার কাজ চালাচ্ছিল। পরে জানা যায়, ট্রলারটির নাম 'সাগর–৩' এবং সেটি বাংলাদেশের নিবন্ধিত একটি মৎস্যজীবী ট্রলার। ঘটনাকে ঘিরে উপকূল এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতের অন্ধকারে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সীমারেখা অতিক্রম করে ট্রলারটি ভারতীয় জলসীমায় প্রবেশ করেছিল। নিয়ম অনুযায়ী বিদেশি কোনও ট্রলার অনুমতি ছাড়া ভারতীয় সীমানায় মাছ ধরতে পারে না। সন্দেহ হওয়ায় কোস্টগার্ডের জওয়ানরা দ্রুত ট্রলারটিকে ঘিরে তল্লাশি করে। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রাথমিক তদন্তের পর ২৮ জন মৎস্যজীবী সহ ট্রলারটি আটক করা হয়।

সোমবার সকালে আটক ট্রলার ও মৎস্যজীবীদের ফ্রেজারগঞ্জ উপকূলবর্তী পুলিশ প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় বিস্তারিত নথিপত্র যাচাই এবং পরিচয়পত্র পরীক্ষা। পুলিশ ও কোস্টগার্ড যৌথভাবে প্রত্যেক মৎস্যজীবীর কাগজপত্র খতিয়ে দেখতে গিয়ে

একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসে।

তল্লাশি চলাকালীন দেখা যায়, আটক ২৮ জনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দাস নামে এক মৎস্যজীবীর কাছ থেকে দুটি ভিন্ন দেশের পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়েছে। তাঁর কাছে একটি ভারতীয় আধার কার্ড এবং একটি বাংলাদেশি পাসপোর্ট পাওয়া যায়। একই ব্যক্তির কাছে দুই দেশের সরকারি নথি উদ্ধার হওয়ায় তদন্তকারী আধিকারিকদের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হয় এবং তাঁকে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, জেরার মুখে রবীন্দ্রনাথ দাস দাবি করেন, তিনি বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরছিলেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি দুই দেশেই বসবাস করেন এবং উভয় জায়গাতেই তাঁর পরিচিতি ও যোগাযোগ রয়েছে। আরও জানা যায়, গত প্রায় ৩ বছর ধরে তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ এলাকার অক্ষয়নগরে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসবাস করছেন। মাঝেমধ্যেই তিনি সমুদ্রপথে বাংলাদেশে যাতায়াত করতেন বলেও দাবি করেন।

তবে তদন্তকারীদের মতে, আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রমের ক্ষেত্রে বৈধ নিয়ম ও অনুমতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সামুদ্রিক সীমান্তে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় অত্যন্ত স্পর্শকাতর হওয়ায় বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। একই ব্যক্তির কাছে দুই দেশের পরিচয়পত্র কীভাবে এল, তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। আধার কার্ডটি বৈধভাবে তৈরি হয়েছে কিনা, নাকি কোনও ভুয়ো নথির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে সেটিও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ দাসের দাবি কতটা সত্য এবং তাঁর দুই দেশের সঙ্গে সম্পর্কের প্রকৃতি কী— তা জানতে ভারত ও বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হতে পারে। স্থানীয় প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, উপকূলীয় এলাকায় নিরাপত্তা বজায় রাখতে কোস্টগার্ড ও পুলিশের যৌথ তৎপরতা নিয়মিত চলছে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংক্রান্ত যে কোনও বিষয় অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ায় আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বর্তমানে আটক ট্রলারটি পুলিশি হেফাজতে রয়েছে এবং ২৮ জন মৎস্যজীবীকেই নজরদারির মধ্যে রাখা হয়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাউকেই ছাড়া হবে না বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। গোটা ঘটনার উপর নজর রাখছে উপকূল নিরাপত্তা বাহিনী। তদন্তের অগ্রগতির ওপরই নির্ভর করছে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ এবং এই ঘটনার প্রকৃত রহস্য।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

গার্ডেনরীচ পৌরসভা নাগরিকদের স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সংবাদে প্রকাশ, গার্ডেনরীচ পৌরসভা এলাকায় জনগণের স্বার্থে এবং স্বাভাবিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থে উক্ত পৌরসভা কিছু কিছু কাজ করে চলেছে। পৌরসভার নিজস্ব পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ ও পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। সি. এম. ডি. এর অর্থানুকুল্যে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই কাজ হচ্ছে। পৌরসভা কর্তৃক স্থানীয় এম. এল. এ কোটা থেকে সরকারী সরবরাহের প্রায় ৩০০টি কাপড় দুঃস্থ ব্যক্তিদের বিতরণ করা হয়। গত ২৬শে জানুয়ারী ৭৬ পৌরসয় পরিচালিত মাতৃসদনে রোগিনীদের ফল, ওষুধ ইত্যাদি দেওয়া হয়। বিভিন্ন রাস্তা থেকে জঞ্জাল অপসারণের কাজ যথারীতি চলছে। এই কাজ আরো জোরদার করার জন্য একটি ট্রাক, এমার্জেন্সী সার্ভিসের জন্য একটি এ্যাম্বুলেন্স এবং নাইট সয়েল বহনের জন্য পাঁচটি ট্যাঙ্ক ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় ভিহিকিলস্ বিভাগ থেকে প্রায় ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্রয় হচ্ছে বলে উক্ত পৌরসভার জনৈক মুখপাত্র জানান। এ ছাড়া বিভিন্ন রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

১০ম বর্ষ, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, শনিবার, ১০ সংখ্যা

বাঘের আক্রমণে মৃত্যু মৎস্যজীবীর

সুভাষ চন্দ্র দাশ, সুন্দরবন: ছোট্ট মোল্লাখালির ৯ নম্বর কালিদাসপুর গ্রামে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হল রামপদ বর্মন(৪৫) নামে এক মৎস্যজীবির। সুন্দরবন কোষ্টাল থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামপদ বর্মন ১৬ ফেব্রুয়ারি সকালে প্রতিবেশী দুই মৎস্যজীবিকে রামপদ মণ্ডল ও শশী মিস্ত্রীকে সাথে নিয়ে গ্রামের বাড়ি থেকে সুন্দরবনের নদীখাঁড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। মঙ্গলবার সকালে ৩ মৎস্যজীবি সুন্দরবনের চামটা জঙ্গলের নদীখাঁড়িতে কাঁকড়া ধরার সময় একটি বাঘ আচমকা রামপদ বর্মনের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে তাকে টানতে টানতে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যায়। এদিকে বেশ কিছুক্ষণ পর সঙ্গীকে দেখতে না পেয়ে খোঁজ শুরু করে অন্য দুই সঙ্গী। সেই সময় বাঘের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে রামপদকে খোঁজাখুঁজি করলে গভীর বনে তাকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। তবে দেহে প্রাণ ছিল না। মৃতদেহ উদ্ধার করে মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ গ্রামে ফিরে আসে। সেখানে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ দেহটি নিয়ে যায়। বুধবার ময়না তদন্তে পাঠায়।

ড্রাম বিস্ফোরণে দগ্ধ ৪ শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : খেলাই পরিণত হল দুঃস্বপ্নে। রাস্তার ধারে রাখা দাহ্য রাসায়নিক ভর্তি ড্রামে আচমকা বিস্ফোরণে গুরুতর জখম ৪ শিশু। ঘটনাটি ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার অন্তর্গত ঘটকপুকুর থেকে মধ্য

খরগাছি পর্যন্ত ৭ কিলোমিটার পিচ রাস্তার মেরামতির কাজ চলাকালীন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক দিন আগে শুরু হয়েছে রাস্তা সংস্কারের কাজ। এদিন ওই রাস্তায় প্রায় ২০০ লিটার লাইট ডিজেল অয়েল (এলডিও) বোঝাই একটি ড্রাম পড়েছিল। ড্রামের পাশেই খেলছিল ৮ থেকে ১০ বছর বয়সী ৪ পড়ুয়া। হঠাৎই বিকট শব্দে ফেটে যায় ড্রামটি। বিস্ফোরণের তীব্রতায় একজন শিশু মারাত্মকভাবে ঝলসে যায়, বাকি তিনজনও কমবেশি দগ্ধ ও আহত হয়। দহনযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এক শিশু পাশের পুকুরে ঝাঁপ দেয়। আহতরা হল– সাদিকুল মোল্লা (অবস্থা আশঙ্কাজনক), সামিউল মোল্লা, রায়হান মোল্লা, রিয়াজ হাসান মোল্লা জানা গিয়েছে, ৪ জনই স্থানীয় খরগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র।

স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার করে তাঁদের নলমুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। ৩ জনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের কলকাতার বাঙ্গুরে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ভাঙড় ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার সৈকত ঘোষ এবং ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তদন্তে নামে পুলিশ। বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখতে কলকাতা পুলিশের বোম স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াডও ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে।

বালিহল্ট স্টেশনে আগুন

সুমন আদক , হাওড়া : ১৮ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে হাওড়ার বালিহল্ট স্টেশনে একটি স্টেশনারি দোকানে বিধ্বংসী আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ২টি ইঞ্জিন। প্রায় ১ ঘণ্টার চেষ্টায় ও দমকলের তৎপরতায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লাগতে পারে। ঘটনাস্থলে আরপিএফ এবং জিআরপি থানার পুলিশ আসে। রাতে আগুন লাগায় রেল যাত্রীদের কোনও সমস্যা হয়নি। দোকানটি আগুনে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। বালি দমকলের এক আধিকারিক বলেন, রাত ১২টা নাগাদ বালিহল্ট স্টেশনে একটি স্টেশনারি দোকানে আগুন লাগে। আগুন ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে দমকল সময়মতো এসে পৌঁছানায় আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

বিজেপি নেতার বাড়ির দরজায় সাদা থান,মালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : নানুর বিধানসভাকেন্দ্রের থুপসারা অঞ্চলের কুড়গ্রামে ৩ নং বিজেপি মণ্ডল সভাপতি রামকৃষ্ণ মণ্ডলের বাড়ির সামনে রাতের অন্ধকারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী রেখে দেওয়া হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি সাত সকালে ওই বিজেপি নেতার বাড়ির সামনে সাদাথান, রজনীগন্ধার মালা, ধূপকাঠি, মিষ্টির প্যাকেট দরজায় ঝুলানো অবস্থায় পাওয়া গেল এমনই অভিযোগ। রামকৃষ্ণ অভিযোগ করে বলেন, বিজেপি না করার জন্য তৃণমূল ভয় দেখানোর জন্য এইরকম করেছে। নির্লজ্জ রাজনীতি তৃণমূল করতে

পারে। নানুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য্য অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোন যোগ নেই। পুলিশ তদন্ত করে দেখুক। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এই নির্বাচনেই বাংলার ভাগ্য বদলাবে : দিলীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাতগাছিয়া : ১৯ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতগাছিয়া এবং বজবজ বিধানসভার বিভিন্ন বুথে এবং বাজারে বিজেপির উদ্যোগে বুথ সশক্তিকরণ অভিযানে পা মেলালেন প্রাক্তন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। সকাল ১০ টায় প্রথম

গৃহ সম্পর্ক এবং বাজার অভিযান হয় সাতগাছিয়া বিধানসভার ৩ নম্বর মণ্ডলের গোতলাহাট এলাকায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি সম্বলিত লিফলেট জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়। গত ১৫ বছরে কেন্দ্র সরকার যে সমস্ত পরিষেবা মানুষকে সুবিধা দিয়েছে তার সমস্ত তথ্য এবং গত ১৫ বছরে বাংলায় যে দুর্নীতি এবং কেলেঙ্কারি হয়েছে তার তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এরপর গৃহসম্পর্ক অভিযান হয় বাখরাহাট বাজারে যেটা সাতগাছিয়া বিধানসভার ২ নম্বর মণ্ডলের অন্তর্গত। বড়কাছারি তীর্থধামেও দিলীপ ঘোষ বিজেপি কর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন তীর্থযাত্রীদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং পুজো দেন। বিকাল চারটের সময় সাতগাছিয়া বিধানসভার ২ নম্বর মণ্ডলে বাওয়ালি রথতলায় একটি গ্রাম্য বৈঠক হয়। যেখানে মহিলা এবং যুবকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তারপর বজবজ বিধানসভার ৫ নম্বর মণ্ডলের সত্যপীরতলায় একটি গৃহ সম্পর্ক অভিযান হয়। দিলীপ ঘোষ এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, সকাল থেকে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে চোখে পড়ল মানুষের প্রবল উৎসাহ। ৩৪ বছরের বাম অপশাসনে এ রাজ্যের যতটা ক্ষতি হয়েছে গত ১৫ বছরে তৃণমূল সরকারের আমলে তার দ্বিগুণ ক্ষতি হয়েছে। এখানে কর্মসংস্থানের কোন দিশা নেই তাই লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক–যুবতী পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে বাইরে কাজে চলে যাচ্ছে। আর এখানকার মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ১৫০০ টাকা আবার নতুন যুবসাথী প্রকল্পে ১৫০০ টাকা ভাতা ঘোষণা করে শিক্ষিত বেকারদের চাকরি পাওয়ার পথটাই বন্ধ করে দিচ্ছে। তিনি বলেন মায়ের দেড় হাজার টাকা আর ছেলের দেড় হাজার টাকা এতে সংসার চলবে তো? এ সরকারের অধিকাংশ নেতা মন্ত্রী জেলে গেছেন বা জেলে যাবেন। এভাবে একটা সরকার চলতে পারেনা। কেন্দ্র সরকার আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজের জন্য প্রচুর টাকা পাঠিয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে কিন্তু সেই টাকা সমস্ত লুট হয়ে গেছে। কোন হিসেব রাজ্য সরকার দিতে পারেনি। ভারতে ২০টা রাজ্যে বিজেপি সরকার আছে খুব সুন্দরভাবে চলছে সেই সমস্ত রাজ্যগুলি। আগামীদিনে বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আনুন এখানের সমস্ত কিছু বদলে যাবে এবং নতুন সোনার বাংলা গড়ে উঠবে। তিনি বলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় আসছেই। ২৬–এর নির্বাচন বাংলার ভাগ্য পরিবর্তন।

এদিনের গৃহ সম্পর্ক এবং বাজার অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী সোমা ঘোষ, সহ–সভাপতি সুজন ভক্ত, তমোনাথ ভৌমিক, তপন নস্কর, সহ–সম্পাদক সোমনাথ রায়, বিশ্বজিৎ খাঁ, মানসী সাহা এবং সাতগাছিয়া বিধানসভার বিজেপির কনভেনার তপন ঘোষ প্রমুখ। **ছবি : অরুণ লোধ**

মনসাদ্বীপে কংক্রিট রাস্তা

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর: গ্রামবাসীর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে সাগরের মনসাদ্বীপে নির্মিত হল নতুন কংক্রিট রাস্তা। মনসাদ্বীপের খগেন্দ্রনাথ মালের বাড়ি থেকে শ্রীকৃষ্ণ সীটের বাড়ি পর্যন্ত এই নবনির্মিত রাস্তার শুভ উদ্বোধন করেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। দীর্ঘ সময় ধরে এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি কাঁচা বা মাটির অবস্থায় ছিল। ফলে বর্ষাকালে

গ্রামবাসীদের যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হত, কাদা ভেঙে যাতায়াত করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়তো। রাস্তাটি পাকা হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার একাধিক বিশিষ্ট নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মন্ত্রী জানান, এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর এবং এই রাস্তাটি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনে বড়সড় স্বস্তি দেবে।

বাল্যবিবাহ রোধে উদ্যোগ

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : 'বাল্যবিবাহ মুক্ত রথ' শিরোনামে একটি ট্যাবলো উদ্বোধন করলেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদ সভাধিপতি অনুসূয়া রায়। উপস্থিত ছিলেন মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ সুজাতা মণ্ডল, বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ চিত্ত মাহাতো, কর্মাধ্যক্ষগণ, শিক্ষা মিশন ও শিশু

সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়ে বাল্যবিবাহ বিরোধী বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই ট্যাবলো। 'বাল্যবিবাহ মুক্ত রথ'–প্রসারের উদ্যোক্তা সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্রততী দত্ত জানান, বিগত বছরগুলিতে আমরা লক্ষ্য করেছি এই মাধ্যমিক পরীক্ষার পর প্রতিবছরই বেশ কিছু বাল্যবিবাহ হয়েছে। তাই আমরা এই সময়টাকে লক্ষ্য করেই বাল্যবিবাহ রোধের প্রচার অভিযান শুরু করলাম। এইটা আপনার সঙ্গে নিয়ে আমাদের সদস্যরা বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই বিষয়ে প্রচার করবেন। আগামী একমাস ধরে, বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। যদিও আমরা সারা বছরই এই বিষয়ের উপরে কাজ করে থাকি নিরবেই।

হারিয়ে যাওয়া রজনী ঘরে ফিরলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর: 'ফিরছে ওরা ঘরে, হ্যামের হাত ধরে'—এই স্লোগানকে ফের একবার সার্থক করে তুলল ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাব (হ্যাম রেডিও) এবং সাগর থানার পুলিশ। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ভিড়ে পথ হারানো হরিয়ানার রজনী শর্মা ১৯ ফেব্রুয়ারি অবশেষে তাঁর পরিবারের হাত ধরে বাড়ির পথে রওনা হলেন। এই অসাধ্য সাধনের নেপথ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন সাগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অর্পণ নায়েক এবং হ্যাম রেডিও–র নিবেদিতপ্রাণ সদস্যরা।

এ বছর গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যস্নানের লক্ষে এসেছিলেন রজনী শর্মা। কিন্তু মেলার জনসমুদ্রে আচমকাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন পরিবার থেকে। নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে দিন কাটছিল রাস্তার ধারে কিংবা দোকানের বারান্দায়। গত কয়েকদিন আগে মাঘী পূর্ণিমার মেলা চলাকালীন কচুবেড়িয়া ফেরিঘাটে দায়িত্বরত এক সিভিল ডিফেন্স কর্মীর নজরে আসেন। খবর দেওয়া হয় সাগর থানায়।

তদন্তে নামেন ওসি ও হ্যাম রেডিও খবর পাওয়া মাত্রই সাগর থানার ওসি অর্পণ নায়েক বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে হ্যাম রেডিও–র প্রতিনিধি দিবস মণ্ডলকে জানান। দিবসবাবু ও আতাউর সেখ রজনীর সাথে দফায় দফায় কথা বলেন। মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণে তিনি একেকবার একেক জায়গার নাম বলছিলেন। কখনও রাজস্থান, কখনও দিল্লি বা উত্তরাখণ্ড। দীর্ঘ আলাপের মাঝে তিনি একটি স্কুলের নাম ও প্রিন্সিপালের নাম উল্লেখ করেন। সেই সূত্র ধরেই হ্যাম রেডিওর সদস্যরা যোগাযোগ শুরু করেন। জানা যায়, রজনীর বাবা–মা ও ভাই কেউ জীবিত নেই। পাড়া–প্রতিবেশীরাও শুরুতে তাঁকে চিনতে পারছিলেন না। তবে হাল ছাড়েননি ওসি অর্পণ নায়েক ও হ্যাম রেডিওর সদস্যরা। দীর্ঘ প্রচেষ্টায় উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারের সুভাষগড়ে তাঁর বোন রিম্পি শর্মার খোঁজ মেলে। জানা যায়, রজনীর স্বামী রাজীব কুমার ও তাঁর সন্তানরা হরিয়ানার ফরিদাবাদে থাকেন। প্রায় ১ বছর আগে তিনি নিখোঁজ হয়েছিলেন। পরিবারের সাথে ভিডিও কলে কথা বলিয়ে দেওয়া হলে তিনি আনন্দে নেচে ওঠেন এবং গান ধরেন— 'তুম আগর সামনে আভি যায়া করো'। রজনীর স্বামী রাজীব কুমার শুরুতে তাঁকে ফিরিয়ে নিতে কিছুটা অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সাগর থানার পুলিশ ও হ্যাম রেডিও–র পক্ষ থেকে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী দপ্তর এবং ফরিদাবাদ পুলিশের সাথে যোগাযোগ করা হয়। প্রশাসনের চাপে ও ওসি অর্পণ নায়েকের নিরন্তর সহযোগিতায় অবশেষে রজনী শর্মাকে তাঁর স্বামীর হাতে তুলে দেন। বিদায়বেলায় রজনীর মুখে ছিল অমলিন হাসি।

নির্বাচন রাজনৈতিক হোক : অধীর

কুশল কুমার বাগচি, বহরমপুর : বিজেপি পার্টি ধর্মীয় আবেগকে হাতিয়ার করে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ভোট করছে। সেখান থেকে বাংলা বাদ নয়। নির্বাচন ধর্মীয় না হয়ে রাজনৈতিক হোক। বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির সদস্য অধীর চৌধুরী। সেই সঙ্গে তিনি এদিন জোর করে ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধেও সরব হন। তিনি জানান, দেশে ২২টি ভাষাতেই যে কেউ কথা বলতে পারেন।

এদিন অধীর চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, 'বিজেপি পার্টি তো ধর্মীয় আবেগকে হাতিয়ার করে ভারতবর্ষে ভোট করছে। তার সঙ্গে বাংলা আর পশ্চিমবঙ্গকে বাদ দেবে? ধর্মীয় আবেগ এবং তার সঙ্গে বিভাজন এটাই বাংলার রাজনীতির এখন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছি। বাংলার মানুষকে বলবো, আপনাদের জীবনে আরও অনেক সমস্যা আছে। অনেক মৌলিক সমস্যা আছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রুটি–রুজি সব কিছু আছে। নির্বাচন ধর্মীয় না হয়ে, নির্বাচন রাজনৈতিক হোক। নির্বাচন সাম্প্রদায়িক না হয়ে, নির্বাচন মানুষের পক্ষে–বিপক্ষে রায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হোক।'

সাংবাদিকদের আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে অধীর চৌধুরী এদিন আরও বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যে বাংলা ভাষাতেই কথা বলবো। তার মধ্যে যদি কেউ হিন্দিভাষী হয়, হিন্দিতে কথা বলবে। তাদের মাতৃভাষা সেটা। হিন্দিতে কথা বলতেই পারে। এভাবে ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার তো কোনো মানে হয় না। এটা তো ভাষা সন্ত্রাসের কথা বলা হচ্ছে। কেউ যদি ইংরেজিতে বলে, অসুবিধার কি আছে? পশ্চিমবঙ্গে যারা খ্রিষ্টান আছে, অনেক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আছে, যারা বড়ো বড়ো নেতা, তারা যদি ইংরেজিতে কথা বলে অসুবিধার আছে? ভাষা সন্ত্রাস করে লাভ কি আছে? এই ভাষাতেই আমাকে বলতে হবে কথা। এটা আরেক ধরনের সংকীর্ণতার রাজনীতি বলে আমি মনে করি। যে যাতে স্বাচ্ছন্দ্য, সে সেই ভাষাতে কথা বলবে। কেউ সাঁওতালি ভাষায় কথা বলতে পারে। তার জন্য ট্রান্সলেটার থাকবে। অলচিকি ভাষা তো আমাদেরই ভাষা। ভারতবর্ষের যে কটি ভাষা আছে, ২২টি ভাষাতেই যে কেউ কথা বলতে পারে। শুধু বাংলা ভাষায় কেন কথা বলবে? পশ্চিম বাংলায় কি শুধু বাঙালিরাই বাস করে? অবাঙালিরা বাস করে না?

আলোকপাত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ২১ ফেব্রুয়ারি– ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

ফিরে এসো রামধনু

বঙ্গভাষা, বাঙালি অস্মিতা ইত্যাদি নিয়ে রাজ্য রাজনীতির প্রাক নির্বাচনী আবহাওয়া শৈত্য শেষ হওয়া গোধূলি বেলায় ক্রমশ তপ্ত হয়ে উঠছে। সেই দেশভাগের সময়েই বাংলা ও বাঙালির কপালে মন্দ মেঘের ছায়া পড়েছিল। উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়া এবং তার প্রতিবাদে বঙ্গভাষীদের তুমুল আন্দোলন ইতিহাস সৃষ্টি করে। সেই জেরেই একুশে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। অখণ্ড বাংলার এই খণ্ডিত পশ্চিমবাংলায় বাংলা ভাষা কতটা লালিত পালিত ও যত্ন পেয়ে থাকে তা নিয়ে বারংবার প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন সময়। অসমের শিলচর, ত্রিপুরা আর এই পশ্চিম বাংলায় বঙ্গ সংস্কৃতির চর্চাভূমি হলেও মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ডের মত বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালিরা প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলা ভাষাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে থাকে। বাংলার মুখ জীবনানন্দের এ সবুজ করুণ ডাঙ্গায় বাংলা ভাষা সম্প্রতিক কালে শিশু পাঠ্যে প্রবল প্রগতিশীলতার দাপটে অস্থির হয়ে উঠেছে। স্বল্প বৃষ্টির পর আকাশ জুড়ে থাকা সেই সাত রঙের রামধনুকে আজ পাণ্ডিত্যের অহংকারে রংধনু করে দেওয়া হয়েছে। শৈশব কৈশোরের এমন স্বপ্ন ভাঙ্গা পাঠ পরিক্রমায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিসর্জনের পুণ্য প্রভাব পড়েছে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষিতে। ইংরেজি শিক্ষার বিপুল প্রসারের আকুলতায় একের পর এক বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ের ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে রবিঠাকুরের এই বাংলায়। পরিসংখ্যাণ আর তথ্য তালাশের পথে না হেঁটেও অক্লেশে বলে দেওয়া যায় শহরের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বড় বড় বিপনীগুলিতে ক্রেতা বিক্রেতার কথোপকথনে বাংলা ভাষা বহুলাংশেই ব্রাত্য। মাতৃভাষা –হিন্দি – ইংরেজি ভাষার একদা কথিত সেই ত্রি–ভাষা সূত্রের ভাব ভাবনা লুপ্তপ্রায় হয়েছে রাজপথ থেকে গলি পথের পাড়ার দোকানগুলিতেও। ডানপক্ষ, বামপক্ষ, অন্যপক্ষরা কার্য্যকারণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণের সবটাই অবগত। তবু কখনো বা ঝড় ওঠে আপন ছন্দে, কখনো বা ঝড় তুলতে হয় পক্ষপাতের তাগিদে। নীরবেই বনলতা সেনের সেইসব পাখিরা দিনের শেষে উড়ে আসে, ফিরে আসে দিশাহীন হাল ভাঙা নাবিকের ফিরে পাওয়া দ্বীপ সম ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির আসরগুলিতে।

সাম্প্রতিক অতীতে রবিঠাকুরকে রাহু গ্রাসের অন্ধকারে আবৃত হতে হয়েছে দুই বাংলাতেই। ওপার বাংলায় রবীন্দ্র স্মৃতি ধ্বংস কিংবা রবীন্দ্র মূর্তি ভুলুন্ঠিত করার মধ্য দিয়ে যে অহমিকার আস্ফালন অস্তমিত এবং প্রশমিত হয়েছে তা বিশ্ববাসী দেখেছে। বিশ্বকবির অসম্মান ছিল না, লজ্জা ছিল বিশ্বের বঙ্গভাষীদের, সে ছিল কবিগুরুর সভ্যতার সংকট অভিভাষণে উল্লেখিত বলদর্পিদের উন্মত্ততা।

এ বাংলাতে রামধনু সম রবিকবির প্রতিভা নিয়ে রাজনীতির আতস কাঁচে পরীক্ষার নিরীক্ষা কম হয়নি। বুর্জোয়া কবি থেকে সহজ পাঠের বিদায় কিংবা একদা মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ স্লোগানের আতিশয্যে বাংলার মাটি দুর্জয় খাঁটি হয়ে উঠেছিল সেদিন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশ্বকবি বানানোর দাবিদার হয়ে মিছিলে শ্লোগান পর্যন্ত উঠত। বর্তমানে সে সব অতীত। কপিরাইট মুক্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত থেকে সঞ্চয়িতা সর্বত্রই কমবেশি ভুলের আগ্রাসন শুরু হল। পরিচিত রবীন্দ্র সংগীতকে পাঁচ মিশালি সুরে আর কথায় সিনেমায় তুলে আনার উগ্র রেওয়াজ না থাকলেও তার ব্যক্তি জীবনকে গল্প কথায় পল্লবিত করে বাজারজাত করা চলছে। রবীন্দ্র শিল্পের মতো ভারী শিল্পকে বিকৃতির মাধ্যমে দ্রুত ক্ষুদ্র শিল্পে পরিণত করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চন্ডালিকার মত নৃত্যনাট্যকে সিনেমার পরিচিত হিন্দি গানের সঙ্গতে উপস্থাপন করা হচ্ছে এক রিয়ালিটি শো এর বিশ্বব্যাপী প্রদর্শন মঞ্চে। সকাল সন্ধ্যা ট্রাফিক সিগনালে রবীন্দ্র সংগীত বাজালেও তা হয়ে ওঠে ভয়ানক। কারণ রবিঠাকুর নিভৃত প্রাণের দেবতা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার মতোই কোণে মনে বনে তার চর্চা ও উপাসনা করতে হয়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিও তেমনি, যেখানে গভীর প্রেম আছে কিন্তু প্রদর্শনের বাড়াবাড়ি নেই। গ্রহণ ও বর্জনের সুস্থ পথেই প্রবাহমান এ ধারা এগিয়ে চলুক। বাংলা ও বাঙালির মননে দৈনন্দিন যাপনে রামধনুর উদয় হোক নিত্য। রংধনু নয়, পরিবর্তিত পাঠ্যে ফিরে আসুক স্মৃতিমেদুর সেই রামধনুই। নির্বাচনী আবহে প্রাদেশিকতা আর পারিপার্শ্বিকতার অনিবার্য আবশ্যিকতায় আঘাত যেন কোন বঙ্গভাষীর জীবনে গ্রহণ শুরু না হয়।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

আবার তত্ত্বজ্ঞান উদিত হলে সত্যদর্শনে জগৎ দেখা যায় না, তাই জগৎকে অসৎ বলা যায়। হে রাম! তুমি যে রূপ–রস–গন্ধ–শব্দ–স্পর্শ উপভোগ করছ, তাও ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। জগৎজুড়ে একমাত্র তিনিই বিরাজমান আছেন। এই আত্মাই একমাত্র সত্য। অন্য বস্তুর সত্তা বাসনাবশেই কল্পিত হয়। ঐ কল্পনা অনাত্মস্বরূপিণী মায়ার অন্তর্গত। আবার তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখা যায়, আত্মাতেই জগৎপ্রপঞ্চ ঘটে থাকে। বস্তু যদি আত্মা হতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করত, তাহলে আত্মার বস্তু–কামনা হতে পারত। কিন্তু সর্ব বস্তুতে আত্মার অধিষ্ঠানে তিনি আর কিছু কামনা করবেন কেন? সমস্ত বস্তু বা বিষয়ে তিনি যখন অনুপ্রবিষ্ট থাকেন, তখন তিনি কোন্ বিষয়ের প্রতি ধাবমান হবেন, কি ফলই বা তাঁর লাভ করার থাকবে? সুতরাং আত্মাতে কোন বিকল্প বস্তু বিদ্যমান থাকে না। কারণ কর্তা–করণ–কর্ম সমস্তই এক ও অদ্বিতীয় সেই আত্মাই। তা সত্ত্বেও আত্মাকে কামনাশূন্য ও কর্মবিহীন বলা যায় না। আত্মাতে কামনা ও কর্ম আছে, কিন্তু সেই কামনা বা কর্ম আত্মা হতে পৃথক্ নয়। সুতরাং কর্মপ্রবাহময় এই জগৎকে তুমি আত্মা হতে পৃথক বলতে পার না। সব কিছুই ব্রাহ্মী স্থিতি। জগৎকে তুমি যদি ব্রহ্ম হতে পৃথকরূপে পরিজ্ঞাত হও, তবে দ্বন্দ্ব–ভেদ জয় ক"রে বিকারশূন্য হলেও কর্তা হয়ে যাবে; কর্ম সম্পাদন ক"রে তুমি তাহলে কর্মফল ভোগের কারণে বন্ধনে আবদ্ধই থাকবে, এবং নিত্য ও আনন্দময় আত্মার স্ব–ভাব তোমাতে স্ফুরিত হবে না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

জানেন কি?

গঙ্গায় উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ছে গাঙ্গেয় ডলফিনের সংখ্যা, এক সময়ের বিলুপ্তপ্রায় এই স্তন্যপায়ী প্রাণী এখন গঙ্গার বিভিন্ন গতিপথে বারবার দেখা দিচ্ছে, যা পরিবেশের জন্য এক বড় সুখবর, মনে করা হচ্ছে গঙ্গার দূষণ কমেছে অনেকটাই

অনুদান সংস্কৃতি কি উন্নয়ন সংস্কৃতি?

নরেন্দ্রনাথ কুলে

যুবসাথী শব্দটি বাংলার উন্নয়নের শব্দের সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। একসময়ের বেকার–ভাতা আজ তাঁর উন্নয়নের শব্দবন্ধে নতুন রূপ পেয়েছে। এমন রূপ দিয়ে তিনি বাংলার মানুষের কাছে কল্পতরু হয়ে ওঠেন। তবে না। কল্পতরু কথাটার সাথে চাওয়ার সম্পর্ক থাকে যে চাওয়ার মধ্যে চৈতন্য উদয় হতে পারে। তাঁর ক্ষেত্রে এরকম না। তাঁর কাছে চাইলে কেউ কিছু পাবে এমন আশা করা যায় না। কিন্তু না চাইলে তিনি উদার হতে পারেন। এতদিন তাঁর এই পরিচয় সকলেই পেয়েছেন। বাংলার লক্ষীরা তাঁদের ভান্ডার ভরাটে আবেদন করেনি, অথচ তিনি ভরে দিচ্ছেন। যদিও ভরে দেওয়া শব্দটি দেওয়ার পরিমাণের সাথে সামঞ্জস্য নয়। তবুও কথাটা বলা যেতে পারে। উৎসবের নামে ক্লাবগুলোর অনুদান নিয়ে এখন আর নতুন কিছু নয়। এগুলো কোন দাবি তিনি মেনে করেছেন তা নয়ই। তিনি মনে করেছেন তাই তিনি করেছেন।

কিন্তু দাবি করলে তুমি পাবে তা কিন্তু নয়। কারণ দাবি ন্যায্য হলে তিনি মান্যতা দিতে পারেন বলে বলেন। তবে কোন দাবি ন্যায্য না অন্যায্য তা তিনিই বিচার করেন। যেমন তাঁর সরকারের কর্মচারীর ডিএ র দাবি তাঁর কাছে ন্যায্য নয় বলেই কর্মচারীদের আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়। যদিও আদালতের রায় তাঁর কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তাঁর পদক্ষেপ বলে দেয়। চাকরির দাবি নিয়ে যোগ্য প্রার্থীদের আন্দোলন তাঁর কাছে কতটা ন্যায্য তা বাংলার মানুষ দেখেছে। এমনকি সম্প্রতি আশাকর্মীদের, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দাবি তিনি কেমনভাবে মান্যতা দেন তা তিনি তাঁর প্রশাসন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের দাবি, আশাকর্মীদের দাবি, অঙ্গনওয়াড়িকর্মীদের দাবি, এমনকি সরকারি কর্মীদের ডিএ র দাবি তিনি ন্যায্য মনে করেন এমন মনোভাব তিনি দেখাতে পেরেছেন, একথা বলা যায় কি?

আজকের যুবকদের বেকারভাতা দিলেই তাঁদের কর্মসংস্থানের সমস্যা সমাধান হবে তা নয়। তাঁদের কর্মসংস্থানের জন্য তাঁর প্রশাসনের

পরিকল্পনা একপ্রকার দিশাহীন। যুবসাথী নামের প্রকল্প কর্মসংস্থান নয়। অথচ এই প্রকল্পে নাম লেখাতে গিয়ে যুবকদের প্রশাসনের লাঠিপেটা খেতে হয়। একটা অনুদান প্রকল্পে নাম লেখাতে লাঠিপেটা খেতে হলে, কর্মসংস্থানের দাবি তুললে যুবকদের কি খেতে হবে তা অনুমেয় নয়কি? কারণ, কর্মসংস্থানের দাবি যুবকদের কাছে ন্যায্য হলেও তাঁর কাছে ন্যায্য হবে কি? তাঁর কাছে তাঁর উন্নয়ন সংস্কৃতির একটাই উপকরণ তা হল অনুদান সংস্কৃতি।

উন্নয়নের এই সংস্কৃতির চেহারায় আর এক সংস্কৃতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, তা হল মদ–সংস্কৃতি। গ্রামবাংলা ও শহরতলির বেশিরভাগ ক্লাব কালচারে সেই সংস্কৃতি বড্ড চোখে পড়ছে। যুবসাথী প্রকল্প যুবকদের সত্য সত্যই এই সংস্কৃতির সাথী হয়ে উঠবে নিশ্চিত করে বলা যায়।

বর্তমানে বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির ডিএনএ অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে? আসলে রাজনৈতিক মতাদর্শের লড়াই বলে এখন আর কিছু নেই। মতাদর্শ বলতে ভোটে জেতার ছক করাই হল এখন রাজনীতির দর্শন। তার বাইরে এখন আর রাজনৈতিক মতাদর্শ আছে বলে কোন দলের সংস্কৃতি তা বলে না। শুধু ক্ষমতায় আসার জন্য দলীয় যে মেধার চর্চা দরকার তাতেই মশগুল হতে হয় সব দলকেই। সেই মেধার চর্চায় লক্ষীর ভান্ডার সহ যত অনুদান প্রকল্প শ্রী তৃণমূলের ভোট ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে বলেই মনে করে অনেকেই। শুধুমাত্র লক্ষী ভান্ডার পাওয়ার জন্য তৃণমূলকে ভোট। মানুষের কাছে ভোটের অর্থ যদি এই জায়গাতেই, তাহলে ভোট মানে কি? মানুষের কর্মসংস্থান থেকে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার সরকারি প্রয়াস এই ভান্ডারের মধ্যে কি সীমাবদ্ধ? মানুষের কাছে তা সীমাবদ্ধ হয়েছে বলেই হয়তো নেতা–মন্ত্রীদের চুরি, দুর্নীতি আর বড়ো কিছু নয়। আর কয়েকশো ছেলেমেয়ের কাজের দাবি সমাজের দাবি হয়ে ওঠে না। ভোট মানে আর এই দাবি নয়!

তাহলে ভোট মানুষের জীবন জীবিকার যন্ত্রণা কি লাঘব করে? ভোট মানুষের সব সমস্যার সমাধান? ভোটের পর মানুষের যেটুকু সমস্যা আছে তা জাদুর মতো ভ্যানিশ হয়ে যায়? তা যদি হত, বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক সাচ্ছল্য এতটাই যে মানুষের উপর মহার্ঘ্য বাজারের আঁচ পড়ে না। এই পরিবারগুলোর যারা কেবল কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষীর ভান্ডার কিংবা একশো দিনের কাজ আর দু'টাকার চাল–গম পেলেই এদের কি আর কোন চাহিদা নেই? এদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের মিড–ডে মিলের খাবার পেলেই পড়াশোনা সার্থক বলে মনে করে? স্বাস্থ্যের কার্ড (স্বাস্থ্যসাথী বা আয়ুষ্মান ভারত) পেলেই যেন চিকিৎসা পাওয়ার সব সমাধান!

উন্নয়নের এই সংস্কৃতিতে লক্ষীর ভান্ডার বাংলার লক্ষীদের মন জয় করলেও, আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সাম্প্রতিক আন্দোলন বাংলার লক্ষীদের আশাহত করতে সময় নেবে না। এই কর্মীরাই বাংলার লক্ষীদের পাশে থেকে তাঁদের মন জয় করে ফেলেছে। সরকারের অনুদান সংস্কৃতি যে উন্নয়ন নয় তা তাঁরা তলে তলে লক্ষীদের বোঝাতে সক্ষম হলে মাননীয়ার আসন্ন ভোট জয় বিপদের মুখে। সেই বিপদ কাটাতে ঠিক ভোটের আগে যুবকদের মন জয় করার এক কৌশল যুবসাথী। শুধু চপ ঘুঘনি বিক্রির কথা বলে যুবকদের কর্মসংস্থানের সমস্যা সমাধান হয় না, তা তিনি ভালোকরেই জানেন। তাই ভোটের আগে যুবকদের মন ভোলানোর তাঁর এই কৌশল কতটা কাজে আসবে তা সময় বলবে। তবে তাঁর এই কৌশল অবশ্যই তাঁর ভোট মেধা।

বাংলার ভোট চর্চার বর্তমান মেধায় একটি জিনিস পরিষ্কার যে সাধারণ মানুষ অল্পেতে খুশি হয়ে যায়। এই খুশি নিয়ে তারা আদার ব্যাপারী হয়ে থাকতে চায়, জাহাজের খবর রাখার প্রয়োজনীয়তা তাদের নেই। মানুষের কাছে তৃণমূল সেই বার্তা দিতে কি সক্ষম হয়েছে? সেই বার্তায় মানুষের সত্যিই লাভ কিনা তা মানুষকেই কিন্তু ভাবতে হবে।

দেশ দেশান্তরে

বাহ্যিক কোনও শক্তি ইরানকে টলাতে পারবে না : খামেইনি

ঋজু দাস : জেনেভায় ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারমাণবিক ইস্যু নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি ১৭ ফেব্রুয়ারি জেনেভায় অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে তিনি বলেন, উভয় পক্ষ প্রধান 'নির্দেশক নীতি' নিয়ে একটি সাধারণ বোঝাপড়ায় পৌঁছেছে। তবে তিনি সতর্ক করে দেন, এর অর্থ এই নয় যে চুক্তি খুব শিগগিরই সম্পন্ন হচ্ছে। এই মন্তব্যের পর আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামে পতন দেখা যায়। ব্রেন্ট ক্রুডের মূল্য ১ শতাংশের বেশি কমে যায়। বিশ্লেষকদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে সম্ভাব্য সংঘাতের আশঙ্কা কিছুটা কমায় বাজারে স্বস্তি ফিরেছে।

মার্কিন এক কর্মকর্তা জানান, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে ইরান বিস্তারিত প্রস্তাব দেবে। যাতে আলোচনার অমীমাংসিত বিষয়গুলো সমাধান করা যায়। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকোফ এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জারেদ কুশনের অংশ নেন। আলোচনা মধ্যস্থতা করে ওমান।

আলোচনার শুরুতেই ইরানি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানায়, সামরিক মহড়ার কারণে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে কয়েক ঘণ্টা পর তা খুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। অতীতে হামলার মুখে পড়লে এই প্রণালি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে তেহরান, যা বৈশ্বিক তেল সরবরাহের বড় অংশ ব্যাহত করতে পারে। এদিকে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেইনি যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য 'শাসন পরিবর্তন' প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, বাইরের শক্তির চাপ ইরানের সরকারকে টলাতে পারবে না।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল মনে করে, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে, যদিও তেহরান দাবি করে তাদের কর্মসূচি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। ইরান জানিয়েছে, তারা শুধু পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করবে এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিনিময়ে সীমিত সমঝোতায় রাজি হতে পারে। তবে ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে কোনো আলোচনা হবে না বলেও স্পষ্ট করেছে তেহরান।

সব মিলিয়ে, জেনেভার এই আলোচনা নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুললেও চূড়ান্ত সমাধানে পৌঁছাতে এখনও বহু পথ বাকি।

কাঁথি ও ঘাটাল: মমতার কৃষ্ণবস্ত্র বনাম অধিকারীর ইমেজ

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল। এবার পঞ্চদশ কিস্তি...

একেবারে প্রচলিত গ্রাম বাংলায় একটা প্রবাদ আছে। এক মণ দুধে এক ফোঁটা চোনা।"

আসলে জ্যোতি বসুর বাম আমলে রাজ্যে বিভিন্ন শিল্প তালুকের সিটুর জঙ্গি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। তার নিট রেজাল্ট ছিল কলকারখানার গেটে গেটে একের পর এক এ্যাইসা বড় তালা। তবে সেই যুগও নেই। ফলেই জঙ্গি আন্দোলনও কেমন যেন কর্পূরের মতো ভ্যানিশ হয়ে গেছে। তবে তখনকার মতো এখন ওসব আন্দোলন অস্তমিত হলে কি হবে? ফুল ফ্লেজেড প্রতিবাদ কিন্তু বহাল তবিয়তে রয়েছে। মানে ইয়ে জঙ্গি প্রতিবাদ আর কি? বর্তমান ভারতে এই জঙ্গি প্রতিবাদের পেটেন্ট অবশ্য একজনের কাছেই আছে।

তাই নাকি? তা সেটি কার কাছে আছে শুনি। আরে এতো জলবৎ তরলং উত্তর। আঞ্চলিক দল, থুড়ি, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মহান সর্বময় নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন এমন নব্য পেটেন্টের অনন্য অধিকারিণী।

এসব তো শুনলাম ঠিকই। কিন্তু এই চোনা বিষয়টি এখানে কিভাবে আবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলো? মনে পড়ছে কি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি গিয়েছিলেন দিল্লি। দুই ক্ষেপে কালো পোষাক পরেছিলেন। সবটাই কিন্তু তাঁর এসআইআর প্রসঙ্গের জঙ্গি প্রতিবাদ। কারণ তিনি বরাবর বলে এসেছিলেন বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া লাগু হতে দেবেনই না। সে যাইহোক। নাছোড় দেশজ নির্বাচন কমিশন রাজ্যে তা লাগু করেই ছাড়লো। এরপর বর্তমান রাজ্যের শাসক সরকার ও সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল পদে পদে পায়ে পা লাগিয়ে এই প্রক্রিয়া বানচাল করার জন্য নিত্য দিন উঠেপড়ে লেগে রয়েছিল। হুমকি, মারধর কিছুই বাদ যায়নি। সবের সৌজন্যে সেই তৃণমূল। এ হেন জঙ্গি প্রতিবাদের ঝাঁঝ লালকেল্লায় পৌঁছে দিতে অতঃপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোজা পৌঁছে গেলেন ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে। কালো পোশাক পরে। যথারীতি বয়কট করলেন দফতরের বৈঠক। প্রশ্ন থেকেই গেল বৈঠক বয়কটের আগেই কেন তিনি কালো পোষাক পড়েছিলেন। তাহলে বৈঠক বয়কট করবেন সেটা কি মিটিংয়ে বসার আগে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন? সেক্ষেত্রে আর বৈঠকের কিইবা সারবত্তা থাকতে পারে, তাই না? তাই এক্ষেত্রেও বলতেই হয়, এসবই হলো আদতে একটি নিখাদ জঙ্গি প্রতিবাদের মমতাস্য ঘরাণা।

এই ঘটনার রেশ থাকতে থাকতেই তিনি আবার ছুটলেন সুপ্রিম কোর্টের দুয়ারে। প্রধান বিচারপতির এজলাসে। পরণে সেই কালো চাদর। না না আইনজীবী হিসেবে নয়। প্রাথমিকভাবে রাজ্যবাসী এব্যাপারে ভিমরি খেলে কি হবে। অচিরেই জানা গেল, তিনি সেখানে হাজরি ছলিনে মামলার আবেদনকারিণী হিসেবে। বিচারপতি বলছিলেন অবশ্যই, সওয়ালের জন্য আপনার তো উকিল আছেন। কে শোনে কার কথা। কোর্ট ফ্লোরে নির্বাচন কমিশনের মুণ্ডুপাত করেই গেলেন ভাঙাচোরা দুর্বোধ্য ইংরেজিতে।

আদতে তৃণমূল সুপ্রিমোর এমন কোমর কষে কালো পোষাক রঙা জঙ্গি প্রতিবাদ তো কেশাগ্র স্পর্শই করতে পারলো না দেশের নির্বাচন কমিশন ও সুপ্রিম কোর্টের। ভাবখানা এমন যেন নির্বাচন কমিশন পাত্তাই দিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝোড়ো বিপ্লবকে। উল্টে রাজ্যের কর্মরত মুখ্যমন্ত্রীর আস্থাভাজন পঁচিশজন আইপিএস ও আইএএস আমলাকে ভিন্ন প্রদেশে পাঠানোর ফতোয়া জারি করে দিল। তাও আবার এমন ভরা ভোট কোটালের ব্রহ্মমুহূর্তে। অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্ট অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়ে বসলো, কোনও ভাবেই কোনও রাজ্যেই এসআইআরের কাজে বাধাদান বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে কঠোর আদেশ জারি করবো অন্যথা হলে। এরসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের আদেশ অমান্য করার নালিশে রাজ্য পুলিশের ডিজি"কে কারণ কারণ দর্শানোর নির্দেশ জারি করলো দেশের প্রধান বিচারপতি। যাঃ বাবা। তাই না দেখে স্যোশাল মিডিয়া ট্রোল হলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তবে তৃণমূল নেত্রী সান্ত্বনা প্রাইজ পেয়েছেন একটা। তা হলো, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশানুসারে, এবার থেকে মাইক্রো অবজারভারেরা সহায়ক হতে পারলেও ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন বা বিয়োজন করার অধিকারী হবেন না। আক্ষরিক অর্থে মাইক্রো অবজারভারেরা এ রাজ্যের বাস্তবের মাটিতে এখনও পর্যন্ত সেভাবে এই কাজ ব্যাপক অর্থে সম্পন্ন করে উঠতেও পারেননি। ফলে আদালতের রায়ের এই অংশটি অনেকটা বাচ্চা ভোলানো ল্যাবানচুস বিলি করার মতোই একটা কনসোলেশন প্রাইজ মাত্র।

রাজ্যের শাসকের সর্বময় কর্ত্রী দিল্লি অভিযান করে বাংলার ভোট বসন্তে অনুকূলের পরশপাথর খুঁজতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিনিময়ে কোরা কাগজ থা মন মেরা অবসাদে ফিরতে হলো তাঁকে। যদিও কিছু স্থানীয় সংবাদমাধ্যম, দিদির বিরাট ঐতিহাসিক বিজয়, হিসেবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাতে চেয়েছিল এই রাজধানী যাত্রা সময় কালকে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের দুয়ার ইতিমধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাস্তবিকই বিগব্যাঙ দেখিয়ে ছেড়েছে পরপর নানান ইস্যুতে। যার মধ্যে অন্যতম হিসসা হলো ডিএ মামলা। এই মামলায় রাজ্যের কোনও ওজর আপত্তি ধোপে টেকেনি। বরং পঁচিশ শতাংশ ডিএ প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোতম নির্দেশ আরোপ করেছে স্বল্পকালীন সময় রেখার মধ্যে। বাকি পঁচাত্তর শতাংশ প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করে দেয় আদালত। যাতে রাজ্য সরকারের কোনও প্রতিনিধিকেই রাখা হয়নি। যার অর্থ, তৃণমূল সরকার এই বিষয়ে অনেকটা ল্যাজে গোবরে হয়ে গিয়েছে। এখানেই শেষ নয়। বেলডাঙা গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব কেসেও পশ্চিমবঙ্গের শাসক অনেকটা ব্যাকফুটে। কারণটা সেই সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয় সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছিল, সেখানকার ভয়াবহ কাণ্ড

পর্যালোচনা করে দেখবে এনআইএ। সেই এনআইএ তদন্তের আদেশের বিরোধিতা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে উনি কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ঠুকলেন একটা জবরদস্ত মামলা। কিন্তু সেই বিধিবাম। সুপ্রিম কোর্ট সোজা হাইকোর্টের রায়কেই মান্যতা দিয়ে বসলেন। বিজেপি টিপ্পনী কেটে বলে বসলো, ফেটে গেল ফেটে গেল কালি রামের ঢোল। আর তৃণমূল নেতৃত্ব তো এসব নিয়ে একেবারে স্পিকটি নট্ অবস্থান গ্রহণ করেছে।

এইসব ইস্যু নিয়ে সমগ্র রাজ্য যখন রীতিমতো তোলপাড়, সেখানে এমন উত্তেজনার রিখটার স্কেলের কম্পন যে অনায়াসেই ছড়িয়ে পড়বে কাঁথি বা ঘাটাল লোকসভা অন্তর্ভুক্ত জায়গায় তা সদ্যজাত শিশুও বুঝে নিতে পারে। এর উপর ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কার্যকারিতার বাস্তবায়ন নিয়ে তো তৃণমূল সরকার একেবারে ঘেঁটে ঘ হয়ে গেছে দীর্ঘদিন যাবৎ। একদিকে ফি বছর সংশ্লিষ্ট এলাকায় বর্ষণ জলোচ্ছ্বাস আবার অন্যদিকে শাসকের শেয়ালের কুমির ছানা দেখানোর মতো প্রতিশ্রুতি আর প্রতিশ্রুতি অনেকটা গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে উঠেছে এলাকাবাসীর মননে স্মরণে। সাম্প্রতিক কালে এমনতর রাজনৈতিক অবিশ্বাসের পরিমণ্ডলে ঘাটাল আজ নিজেই এক স্বতন্ত্র ইস্যু হয়ে উঠেছে এই বাংলায়।

২০০৯ সাল। লোকসভা আসনের ডিলিমিটেশন ঘটায় ভারতের নির্বাচন কমিশন। পাঁশকুড়া কেন্দ্রটি পরিবর্তিত করে তখন তৈরি করা হয় ঘাটাল আসন। এখানকার রাজনৈতিক সরণিতে একটা মাইলফলক গেড়ে দিয়েছিল সিপিআই ১৯৮০ সালে। তারপর ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯ ও ২০০৪ সাল পর্যন্ত পাঁশকুড়া হয়ে ওঠে সিপিআইয়ের একরতফা মুঠো বন্দি সম্পদ। নাম বদল হলো। তাতে কি যায় এলো ২০০৯ সালেও লাল নিশান সেখানে অব্যাহত থেকে যায়। সেখান থেকে ভারতের পার্লামেন্ট উপহার পেয়েছিল গীতা মুখোপাধ্যায় ও গুরুদাস দাশগুপ্তের মতো স্বনামধন্য সাংসদদের। কিন্তু কথায় আছে, চিরকাল কাহারও সমান নাহি যায়। সেই আপ্তবাক্য মেনেই ২০১৪, ২০১৯, ২০২৪ সালে আসনটি দখল করে নেয় তৃণমূল কংগ্রেস।

দেশের এযাবৎ সর্বশেষ লোকসভা নির্বাচনে ঘাটাল কেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১৯,৩৯,৯৪৫। সেখানে বিজেপির কপালে জোটে ৪০.৯৩% বা ৬,৫৫,১২২টি ভোট। তৃণমূল পেয়ে যায় ৮,৩৭,৯৯০ অথবা ৫২.৩৬% স্থানীয় ভোটারের সমর্থন। ফলে ১,৮২,৮৬৮ বার ইভিএম বোতাম টেপার ফারাকে পদ্মফুল শুকিয়ে যায় ঘাসফুলের সতেজতায়।

এতো গেল লোকসভার হাল হকিকৎ। এই প্রেক্ষাপটে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ঘাটাল লোকসভা অঞ্চলের ভিতরে থাকা সাতটি আসনের মধ্যে ছটি বলতে পাঁশকুড়া পশ্চিম, সবং, পিংলা, ডেবরা, দাসপুর এবং কেশপুর সিট থেকে জয় পায় তৃণমূল। ওইসব আসনে সবুজ দলের জয়ের ব্যবধান ছিল যথাক্রমে ৮,৮৮৯, ৯,৮৬৪, ৬৬৫৫, ১১,২২৬, ২৬,৮৪২ ও ২০,৭২০ ভোটের। সবেধন নীলমণি ঘাটাল আসনটি সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিল বিজেপি ৯৬৬টি ভোট তৃণমূল থেকে বেশি পেয়ে।

সামনে রাজ্য বিধানসভার ভোট একেবারে দোরগোড়ায়। রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে রাখতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে শেষ ল্যাপে নিজেই তদারকি শুরু করে দিয়েছেন ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কার্যকারিতা বাস্তবায়নের শ্যেণ লক্ষ্যে। তাই টিএমসি আশা করতে শুরু করে দিয়েছে যে এই মাস্টার প্ল্যানই হবে তাদের সাতে সাত প্রাপ্তির তুরুপের তাস। পরোক্ষে বিজেপির আশা, এবার এসপার ওসপার খেলা হবেই হবে। শুধু ঘাটাল নয় মোটামুটিভাবে তারা আরও তিনটি আসন এখান থেকে জিততে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

ঘাটালের পাশাপাশি কাঁথি লোকসভা আসনটি পর্যালোচনা করলে উঠে আসে নানাবিধ চমকপ্রদ তথ্যাবলী। এলাকাটিতে স্থানীয় অধিকারী (বর্ষীয়ান নেতা শিশির অধিকারী) পরিবারের অবিসংবাদিত প্রভাব অন্তত শেষ দেড় দশক ধরে আজও অব্যাহত। ১৯৯৯, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ সালে জিতে যায় তৃণমূল। ২০২৪ সালে বিজয়ী হয় গৈরিক পার্টি। ১৯৮৪ সালে শেষবারের মতো কংগ্রেস জেতে এখান থেকে। সিপিএম কাঁথি থেকে জয়ের স্বাদ পায় প্রথমবারের মতো ১৯৮০ সালে। এরপর কাস্তে হাতুড়ি তারা সমর্থকেরা গর্বিত হাসি হাসে ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালে।

২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে কাঁথি কেন্দ্রে ভোটদাতা সর্বোপরি ছিল ১৭,৯৪,৫৩৭ জন। পরাজয় মেনে নেয় তৃণমূল বিজেপির কাছে। তৃণমূল ভোট পায় ৭,৬৩,১৯৫টি। যা অঙ্কের হিসাবে ৪৯.৮৫%। বিপরীতে গাণিতিক ভাবে ৪৬.৭৩% এলাকাবাসী তৃণমূলের পাশে দাঁড়ায় ৭,১৫,৪৩১টি ভোট অর্পণ করে। সুতরাং এই জয়ের ফারাক গড়ে যায় ৪৭,৭৬৪টি অতিরিক্ত কাস্টিংয়ে।

এরপর যদি এখানকার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল যদি তুলে আনা যায় ২০২১ সালের তবে তো হাম কিসিসে কম নেহি প্লট সামনে উঠে আসবে। ফলাফল ৪:৩। বিজেপি কাঁথি উত্তর, কাঁথি দক্ষিণ, খেজুরি এবং ভগবানপুর থেকে বিধায়ক পেয়েছিল পর্যায়ক্রমে ৯৩৩০, ১০,২৯৩, ১৭,৯৬৫ সহ ২৭,৫৪৯ অধিক ভোট প্রাপ্তিতে। পাল্টা তৃণমূল চণ্ডীপুর, পটাশপুর ও রামনগর আসন থেকে এমএলএ বের করে নিয়ে আসে সংখ্যানুক্রমে ১৩,৪৭২, ৯৯৯৪ এবং ১২,৫১৭ ভোটের পার্থক্যে।

সুতরাং ছাব্বিশের ভোট দুয়ারে অনায়াসেই বলা যায় কাঁথি লোকসভা অন্তর্ভুক্ত এই সাতটি আসনের লড়াই নিঃসন্দেহে একটা আলাদা সমীহ আদায় করে নেবে ভোট কুশলীদের কাছ থেকে। সাধারণ ভোটারদের মনোভাবেও এখানে যেন অনেকটাই আড়াআড়ি বিভাজন লক্ষণীয়। চলতি ভোট মরশুমে ফের অধিকারী পরিবারের গুডউইল অব্যাহত এখানে বহাল থাকবে কিনা, এটাই তো বর্তমানে কোটি টাকার প্রশ্ন!)

উত্তরের আঙিনায়

বকেয়ার দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি পিএইচই কন্ট্রাক্টারস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েসনের সদস্যরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে তাদের বকেয়া দাবি নিয়ে এক চিঠি দিলেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেবের মাধ্যমে উক্ত ঠিকাদার সংস্থার নিজেদের দাবি সম্মিলিত চিঠিটি মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠান। ঠিকাদাররা জানান, ১৮ মাসের ও বেশি সময় ধরে ঠিকাদাররা তাদের বকেয়া অর্থ এখনো পাননি। সরকারের জল জীবন মিশনের প্রকল্পের যে কাজ হয়েছিল সেই কাজের টাকা তারা পাচ্ছেন না। সংগঠনের পক্ষ থেকে জনৈক্য অনুপ বসু বলেন, যে সমস্ত ঠিকাদাররা কাজ করেছিলেন তাদের নিযুক্ত শ্রমিকদের পাওনা মিটিয়ে দিতে পারছেন না। তার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ওই পত্রে কাতর আবেদন জানান।

হাসপাতালে পরিষেবা সারাদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়িবাসীর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা সারাদিন সরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে সকালবেলায় বহির্বিভাগে প্রচুর মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে চিকিৎসা নিতে আসেন। তাদের এই কষ্ট লাঘব করার লক্ষ্যে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে নতুন উদ্যোগকে গ্রহণ করা হয়। চিকিৎসা পরিষেবার আরো ব্যাপকভাবে বিস্তৃতির জন্য পাশাপাশি সাধারণ চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীদের কষ্টকে দূরভিত করার জন্য ১৬ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে সান্ধ্যকালীন বহির্বিভাগ(ওপিডি) পরিষেবার সূচনা করেন মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার সহ সিএমও এইচ ও অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ। শিলিগুড়ির ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং অঞ্চলের বেশি সংখ্যক মানুষ ভালো চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের উপরে নির্ভর করেন। মনে করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবার পাবার জন্য কষ্ট করতে হবে না।

স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিকের কাছে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত পেনশনার সমিতি দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ৮ দফা দাবি সম্মিলিত এক স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি বকেয়া টাকা প্রদানের পাশাপাশি অভয়াকাণ্ডে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান সহ ওই স্মারকলিপিতে দাবি জানানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সম্পাদক মুরারি মোহন সরকার।

গোবরডাঙা বরদাকান্ত সাধারণ পাঠাগারের শতবর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা : উত্তর চব্বিশ পরগনার গোবরডাঙায় সম্প্রতি গোবরডাঙা বরদাকান্ত পাঠাগারের শতবর্ষ উদযাপনের ফলক উন্মোচন করেন বিশিষ্ট বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ অসীম মজুমদার। এদিন মনোজ্ঞ প্রভাতী পদযাত্রা ও গোবরডাঙার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এছাড়া ১০ ও ১১ জানুয়ারি ২০২৬ দু'দিনব্যাপী বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, বক্তব্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এইসঙ্গে ছিল নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। প্রথম দিন প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন গোবরডাঙার পুরসভার পুরপ্রধান শংকর দত্ত। বিভিন্ন দিনে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাঠাগার পরিচালন কমিটির সভাপতি প্রভাকর মজুমদার, পাঠাগারের শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সভাপতি সত্যব্রত দাস, সম্পাদক সুশোভন ভট্টাচার্য, দীপক নন্দী, কালীপদ সরকার, জুঁই পাল, নারায়ণ বিশ্বাস, রানা দাস, সুমিত মিত্র প্রমুখ। সত্যব্রতবাবু জানান, এবারের শ্লোগান ছিল, 'বই পড়ুন, গ্রন্থাগার বাচান।' পাঠাগারের বর্তমান বইয়ের সংখ্যা ৭ হাজার ২৬৪ বলে উল্লেখ করেনি তিনি।

হারিয়ে যাওয়া ফোন উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : হাওড়া সিটি পুলিশের সহযোগিতায় এবং বেলুড় থানার উদ্যোগে ১৮ ফেব্রুয়ারি সকালে এক অনুষ্ঠানে হারিয়ে যাওয়া ২৮টি উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোন ফিরিয়ে দেওয়া হয় প্রকৃত মালিকদের হাতে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসিপি নর্থ(২) আনন্দজিৎ হোর, বেলুড় থানার ওসি অংশুমান চক্রবর্তী সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। আনন্দজিৎ হোর বলেন, 'আজকে বেলুড় থানা ২৮টি মোবাইল ফোন মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় মানুষ খুব আপ্লুত। অনেকে ১–২ বছর আগে ফোনগুলি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁরা অনেকেই আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন সেই ফোন ফিরে পাওয়ার। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় ফোন উদ্ধার করে তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি। আমরা এই ধরনের যে পাবলিক সার্ভিসটা দিতে পারছি হারিয়ে যাওয়া ফোন তাঁদের ফিরে ফিরিয়ে দিতে তাতে আমরাও খুশি।'

উদ্ধার ১ লক্ষ ১০ হাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত : ১১ ফেব্রুয়ারি করুণাময়ী ইউকো বাঙ্কের শাখা থেকে বসিরহাট মুন্সেফপাড়ার বাসিন্দা মৃত অজিত ঘোষের পুত্র শঙ্কর ঘোষ ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা তোলেন। একটি ফোলিও ব্যাগের মধ্যে টাকা রেখে তিনি সেখান থেকে একটি টোটো ধরে বারাসত ১১ নম্বর রেলগেটে এসে নামেন। ভুলবশত! তিনি ফোলিও ব্যাগটি টোটোতে রেখেই নেমে যান। টোটোও চলে যায়। খেয়াল হতে তিনি টোটোকে দেখেন না। তৎক্ষণাৎ বারাসত থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করেন। আইসি অভিজিৎ দাসের নির্দেশে বারাসত পিসি পার্টির একটি টিম সময় নষ্ট না করে অকুস্থলে যায় এবং সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ চেক করার পর অভিযুক্ত টোটো এবং তার চালককে শনাক্ত করা হয়। ইতিমধ্যে পুলিশি তল্লাশির খবর পেয়ে সেই টোটো চালক নিজে বারাসত থানায় জমা করেন এবং টাকার মালিককে তা তুলে দেওয়া হয় বলে বারাসত থানা সূত্রে জানানো হয়।

স্বামীজীর বাংলায় প্রত্যাবর্তন স্মরণে অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮৯৩ সালে শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ সকলের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। বিশ্ব জয়ের পর ১৮৯৭ সালে বাংলার মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেন বজবজে। ১৮ ফেব্রুয়ারি 'মোম্বাসা' নামে জাহাজে করে স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে হুগলি নদীতে নোঙ্গর করেন। পরেরদিন ১৯ ফেব্রুয়ারি বজবজ পুরনো রেলস্টেশনে বিশ্রাম নিয়ে শিয়ালদহ অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু এই ইতিহাস দীর্ঘদিন অলক্ষ্যে ছিল সবার। পরে আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক এবং বজবজ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গণেশ ঘোষ গবেষণা করে এই তথ্য আবিষ্কার করেন। পরবর্তী সময়ে এই গবেষণাকে স্বীকৃতি দেয় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। স্বামী বিবেকানন্দের বাংলায় প্রত্যাবর্তনের স্মরণে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি কোমাগাতামারু বজবজ স্টেশনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ মঠ বেলুড় মঠের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হয়। সহযোগিতায় ছিল বজবজ বিবেকানন্দ স্মারক কমিটি

এবং বজবজ পৌরসভা। বিশিষ্ট মানুষজন বিবেকানন্দের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, পৌরপিতা কৌশিক রায়, বজবজ বিবেকানন্দ স্মারক কমিটির সভাপতি শুভময় ঘোষ এবং সম্পাদক স্মৃতিরঞ্জন ঘোষ, বজবজ স্টেশনের ম্যানেজার ভি কে সিরকা, স্বামী ইস্টেশানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ প্রমুখ। তারপর সকাল সাড়ে নটার সময় পূর্ব রেলের সহযোগিতায় একটি বিশেষ ট্রেনকে বিবেকানন্দ স্পেশাল ট্রেন হিসাবে ফুলে সজ্জিত করে বিবেকানন্দের স্ট্যাচু সহ শিয়ালদহ অভিমুখে ছাড়া হয়। প্রসঙ্গত, প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। তবে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন প্রয়াত আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক এবং বজবজ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গণেশ ঘোষ।

প্রসঙ্গত, বিবেকানন্দ স্পেশাল ট্রেনটি শিয়ালদহ পৌঁছলে স্বামীজীর মূর্তি নিয়ে এক অনুষ্ঠান করা হয় স্টেশন চত্বরে। উপস্থিত ছিলেন রেলের কর্মকর্তা সহ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীরা। এরপর সেখান থেকে আলমবাজার মঠের উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রা সহকারে স্বামীজীর মূর্তি নিয়ে যাওয়া হয়।

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।

মেমারিতে প্রাচীন বিষ্ণু মূর্তি উদ্ধার

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : পুকুর সংস্কারকাজ চলাকালীন মাটির নীচ থেকে উদ্ধার হল প্রাচীন বিষ্ণু মূর্তি। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্ভুক্ত দুর্গাপুরের বড়র গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গ্রামের ভেবারপাড় এলাকার একটি পুকুর সংস্কারের জন্য মেশিনে মাটি কাটার কাজ চলছিল। একসময় সেই মেশিনের ফলায় মাটির নীচ থেকে ধূসর পাথরের তৈরি একটি ফুট দুয়েকের বিষ্ণু মূর্তি উঠে আসে। তারপর মূর্তিটিকে পরিষ্কার করে এলাকার একটি মন্দিরে রাখা হয়। শুক্রবার সকালে পুলিশ ওই মূর্তিটিকে মন্দির থেকে থানায় নিয়ে আসে। এপ্রসঙ্গে গবেষণাধর্মী বিস্তারিত তথ্য উদ্ধারের জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিষয়ক দপ্তরকে জানানো হয়েছে। তবে একাধিক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, মূর্তিটি প্রায় ৭০০ বছরের বেশি পুরনো হতে পারে।

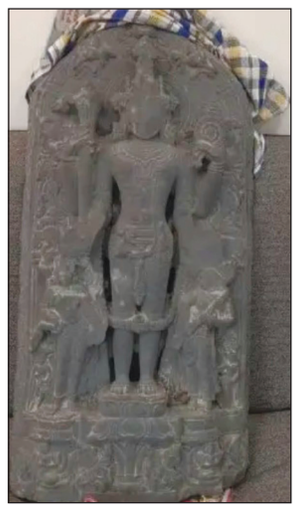

শিশুর লিভার প্রতিস্থাপনে প্রয়োজন ৩০ লক্ষ টাকা, দুঃশ্চিন্তায় দরিদ্র পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিশুকন্যার লিভার প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজন প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ জোগার করতে নেমে ঘোরতর দুঃশ্চিন্তায় কাটাতে হচ্ছে দরিদ্র পরিবারকে। হাতে সময়ও কম। অতি দ্রুত অর্থসংস্থান করতে না পারলে লিভার প্রতিস্থাপনের যাবতীয় প্রক্রিয়াও শুরু করা যাবে না। সবমিলিয়ে গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে ডুবে রয়েছে পূর্বস্থলীর এক দরিদ্র রাজমিস্ত্রীর পরিবার। পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত পীলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বহড়া গ্রামের বাসিন্দা বাপি খাঁ পেশায় রাজমিস্ত্রী। তাঁর বছর ১১ বয়সী মেয়ে মুসকান খাতুন লিভারের জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।পার্শ্ববর্তী অগ্রদ্বীপ ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী মুসকান। সদ্য ষষ্ঠ শ্রেণীতে ওঠার পরপরই তার এই রোগ ধরা পড়ার কারণে সে আর স্কুলমুখী হতে পারছে না। শরীরে দিনভর নানান উপসর্গের কষ্ট নিয়ে কঠিন সময় কাটছে তার। ইতিমধ্যেই বেঙ্গালুরুর এক হাসপাতালে তাকে প্রথম দফায় ব্যয়বহুল চিকিৎসা করানো হয়েছে। তারপর অর্থসংকটের কারণে সেখানে চিকিৎসার মাঝপথেই ছুটি করিয়ে মুসকানকে সাময়িকভাবে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়। বর্তমানে বেঙ্গালুরুর হাসপাতাল থেকে দেওয়া ওষুধই মুসকানের কার্যত একমাত্র ভরসা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাপি খাঁয়ের পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। ছেলে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। মাস দেড়েক আগে একদিন হঠাৎ করেই মুসকান জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল। সেইসঙ্গে বমি করতে থাকে। একসময় মুখ, পেট প্রভৃতি ফুলেও যায়। সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন না হওয়ায় তাকে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। সেখান থেকে বর্ধমানে বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলেও কোনওরকম উন্নতি হয়নি। তারপর সরাসরি বেঙ্গালুরুর মনিপাল হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল মুসকানকে। সেখান থেকেই সপ্তাহখানেক আগে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। মঙ্গলবার বহড়ার বাড়িতেই সপরিবারে ছিলেন বাপি খাঁ। মেয়েকে কাছে নিয়েই তাঁর কঠিন সময়ের বেশ খানিকটা কাটানোর মধ্যেই তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা শোনালেন 'আলিপুর বার্তা'কে। তিনি বলেন, মুসকানের লিভারের প্রায় ৩৫ শতাংশই নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে ডাক্তাররা জানিয়েছেন। এখন ওষুধ চলছে। এরপর নাকি লিভার প্রতিস্থাপন করতে হবে। এজন্য কমপক্ষে ৩০ লক্ষ টাকা দরকার হবে। ইতিমধ্যেই আমার লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। আমি একজন রাজমিস্ত্রী। দরিদ্র মানুষ। এপর্যন্ত ধারদেনার পাশাপাশি স্ত্রীর গয়নাও বেচতে হয়েছে। মেয়েকে বাঁচানোর জন্য এবার আমার সামান্য ভিটেমাটিটুকুও বিক্রি করব ভাবছি। তাতেও তো কুলাবে না। বাধ্য হয়েই বিভিন্ন উপায়ে নানাদিকে আর্থিক সাহায্যের জন্য কাতর আবেদন জানাচ্ছি। বাপি খাঁয়ের কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে যদি অনেকেই সাধ্যমতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে মুসকান সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। সকলের সঙ্গে হেসেখেলে সে আবারও স্কুলে যেতে পারবে। (পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের ফোন নং ৬২৯৪১০৭৫২৫)

এসআইআরের চাপে অসুস্থ প্রতিবাদ মিছিল কর্মচারী ফেডারেশনের

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার: এসআইআরের দায়িত্ব পালনের সময় অমানবিক কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে এক এ ই আর ও আইসিইউ–তে ভর্তি হওয়ার ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামল রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন। ১৬ ফেব্রুয়ারি ডায়মন্ড হারবারে রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়।

সংগঠনের দাবি, গত শনিবার মগরাহাট এলাকায় এ ই আর ও–এর দায়িত্ব পালন করার সময় রেভিনিউ অফিসার সুরজিত ভুঁইয়া হঠাৎ বুকের যন্ত্রণায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। বর্তমানে তিনি ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মিছিলটি ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে শুরু হয়ে ডিপিএসসি অফিসের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মাছ বিলি করলেন কাজল শেখ

রুমা খাতুন, বীরভূম : নানুর বিধানসভার পাপুড়িতে নিজের গ্রামের সমস্ত সংখ্যালঘু মানুষের হাতে ১৯ ফেব্রুয়ারি সকালে মাছ তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য আজ বৃহস্পতিবার থেকে পবিত্র রমযান মাস শুরু হচ্ছে। পাপুড়ি গ্রামে ৫০০০ সংখ্যালঘু মানুষের বাস। সকলের হাতে মাছ তুলে দিতে ১০ ক্যুইন্টাল মাছ এদিন সকালেই হাজরি করেন সভাধিপতি। কাজল শেখ জানান, আজ বৃহস্পতিবার থেকে রমজানের উপবাস শুরু হচ্ছে।সকলের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বজায় রাখতে রমজান মাসে ৪–৫ বার এভাবে মাছ বিলি করি। রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম হলেও সমাজসেবা করার আদর্শ আমি শিখেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। স্থানীয়রা বলেন, শুধু রমজান মাসে নয় নবান্নের সময় গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতেও একইভাবে মাছ বিলি করেন তিনি।

গ্রামীণ তৃণমূলে ব্যাপক ভাঙ্গন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই দলবদল বাড়ছে। এবার ভোটের মুখে দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের গ্রামীণ তৃণমূলে ভাঙ্গন দেখা গেল। শুক্রবার দুবরাজপুর ৫নং মণ্ডলের লোবা অঞ্চলের লোবা, বাবুপুর, জোপলাই, পলাশডাঙ্গা, দেবীপুর গ্রাম থেকে ১৫ জন তৃণমূল সদস্য সহ ২০০টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে

যোগদান করলো। নবাগতদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অনুপকুমার সাহা। এই যোগদান কর্মসূচিতে শম্ভুনাথ ব্যানার্জী, পার্থ ঘোষ সডহ বিজেপির একগুচ্ছ নেতৃত্ববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দ্বীপাঞ্চলবাসীদের স্বপ্ন পূরণ

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া : প্রতিবছর বন্যার কবলে পড়ে হাওড়ার দ্বীপাঞ্চলবাসীরা। তার জন্য রাজ্যের প্রশাসনিক দপ্তরগুলিতে আবেদন জানিয়ে আসছিলেন তারা। কংক্রিটের সেতু তাদের কাছে এক স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন এবার পূরণ হতে চলেছে। এলাকাবাসীদের কংক্রিটের সেতু নির্মাণের স্বপ্ন এবার বাস্তবায়িত হচ্ছে। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে দ্বীপাঞ্চলকে যুক্ত করার জন্য কংক্রিটের সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই দীপাঞ্চলের দিকে ওই ব্রীজের স্লাব লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে। দ্বীপাঞ্চলবাসীরা বলছেন, সেতু নির্মাণের জন্য যেভাবে দ্রুতগতিতে কাজ হচ্ছে, তাতে করে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না। এতদিন তারা নৌকার সাহায্যে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। গ্রামীণ হাওড়া জেলার শেষপ্রান্ত জয়পুর থানা এবং আমতা ২ নং ব্লক তথা আমতা বিধানসভা কেন্দ্রে ভাটোরা এবং ঘোড়াবেড়িয়া–চিৎনান এই দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত অবস্থিত। আর এই দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা রূপনারায়ণ নদ, মুন্ডেশ্বরী নদী এবং হুড়হুড়িয়া খাল দ্বারা বেষ্টিত। এই দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৭০ হাজার মানুষের বসবাস। হুগলি এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে এই দ্বীপাঞ্চল থেকে নদী পেরিয়ে অল্প সময়ের ব্যবধানে যোগাযোগ করা যায়। ভাটোরা এবং ঘোড়াবেড়িয়া–চিৎনান এই দুটি পঞ্চায়েতের সঙ্গে মূল ভূখণ্ড কুলিয়াকে যুক্ত করার জন্য এলাকার বাসিন্দারা বহুদিন ধরেই কংক্রিটের সেতু নির্মাণের জন্য দাবি করছিলেন।

স্বাধীনতার পর কংগ্রেস আমলে, পরবর্তী সময়ে বাম আমলে ও নির্বাচনের প্রাক্কালে সেতু নির্মাণের আশ্বাস বারংবার দিয়ে ভোট বৈতরণী পার হয়েছেন। নির্বাচন শেষ প্রতিশ্রুতি ঠান্ডা ঘরে। বামফ্রন্ট আমলে ও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু করে বিধানসভা নির্বাচন, লোকসভা নির্বাচনের আগে দ্বীপাঞ্চল বাসীদের সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নির্বাচন শেষ, প্রতিশ্রুতিও শেষ। ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমতায় একটি সভা থেকে কংক্রিটের সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ২০১৮ সালের জুন মাসে হাওড়া জেলার রিভিউ মিটিং থেকে সেতুটি তৈরি করার বিষয়ে সেচ দপ্তরকে রিপোর্ট দিতে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেচ দপ্তরের রিপোর্টের ভিত্তিতে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেতু নির্মাণের অনুমোদন মেলে। সেতুটির দৈর্ঘ্য ১৭৮ মিটার এবং চওড়ায় ১২ মিটার। দুই প্রান্তে অর্থাৎ ভাটোরার দিকে ২৩০ মিটার এবং কুলিয়ার দিকে ২২৫ মিটার অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি হচ্ছে। সেতু ও অ্যাপ্রোচ নির্মাণের জন্য মোট খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা। বছর খানেক আগে সেতু নির্মাণের কাজের সূচনা করেছিলেন রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়। সেতু নির্মাণ প্রসঙ্গে আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল বলেন, মানবিক মুখ্যমন্ত্রী দ্বীপাঞ্চল মানুষদের তাদের স্বপ্নের কংক্রিটের সেতু নির্মাণের কথা দিয়েছিলেন। সেই কথা তিনি রাখলেন।

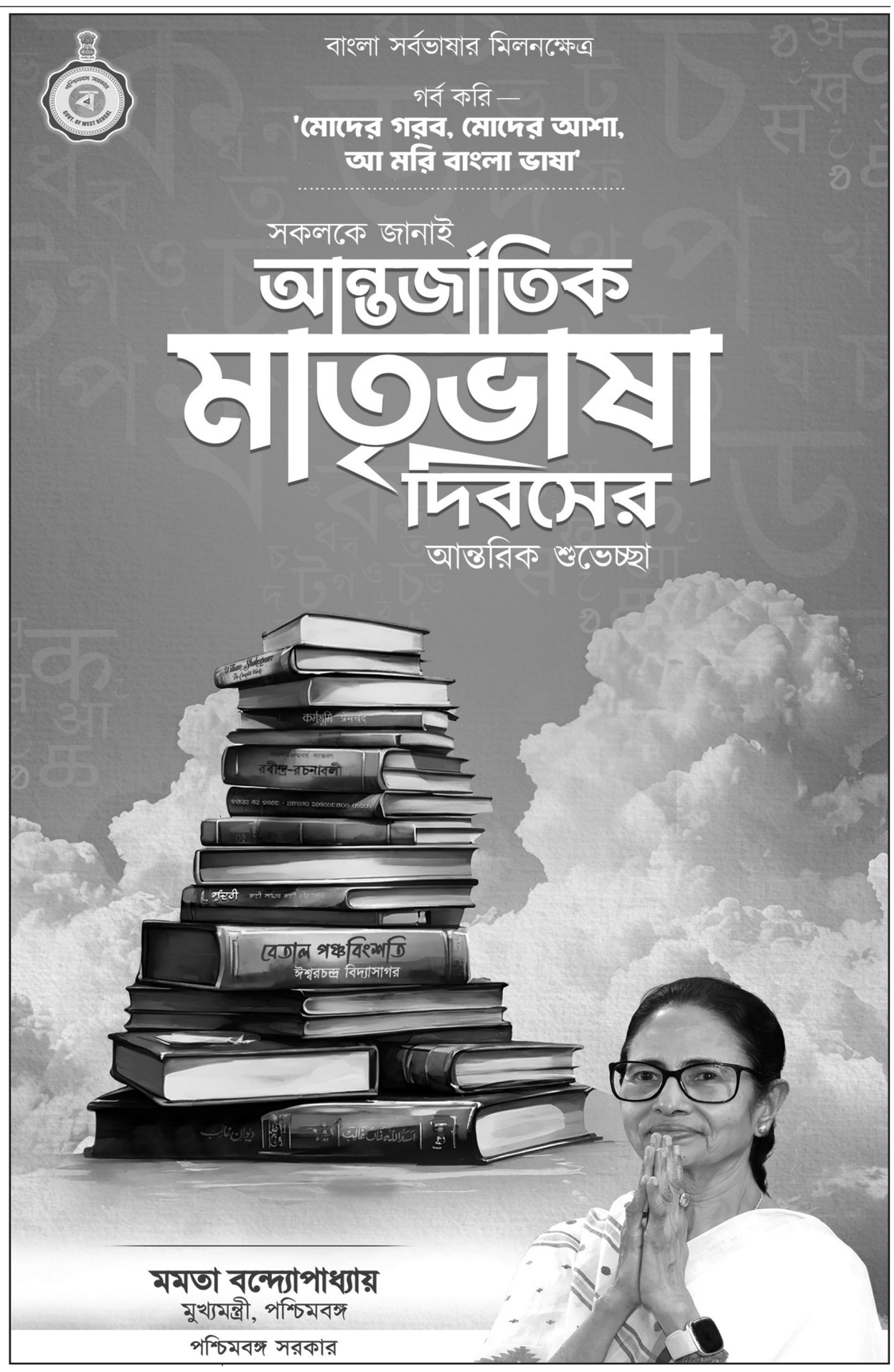

লাইসেন্স ছাড়াই কলকাতায় রমরমিয়ে চলছে কানাড়া ব্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার ১৫/২, যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড ও ১৫৮ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু অ্যাভিনিউর বিএসএনএলের দু"টি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। বিএসএনএল এই এক্সচেঞ্জ দুটির যাদবপুরেরটিতে ব্লিংকিটকে মাসিক ৩,৮৪,০৩৮ টাকায় ভাড়া দিয়েছে এবং এলআইসিআইকে মাসিক ৪,৫৬,৫০০(জিএসটি ছাড়া) টাকায় ভাড়া দিয়েছে। এবং আরও একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে খরব এই এক্সচেঞ্জের একতলাটি পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ককে ভাড়া দেবে। এটা হল প্রথম ঘটনা।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল, দক্ষিণ কলকাতার রানীকুঠিস্থিত বিএসএনএলের আরেকটি বন্ধ টেলিফোন এক্সচেঞ্জটিতে ব্লিংকিটকে মাসিক ৩,৩২,৩২৫(জিএসটি ছাড়া) টাকায় ভাড়া দিয়েছে এবং কানাডা ব্যাঙ্ককে মাসিক ১,৯০,২৩২ টাকায় ভাড়া দিয়েছে।

স্থানীয় শাসক দলের ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের বরিষ্ঠ পৌরপ্রতিনিধি তপন দাশগুপ্তের প্রশ্ন বিএসএনএল কী কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে 'কমার্শিয়াল লাইসেন্স নিয়েছে? এবং উপরোক্ত দুটি ঠিকানায় সম্পত্তি কর ব্যবসায়িক হারে কী নেওয়া হচ্ছে?

উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'দক্ষিণ কলকাতার ১৫৮ নেতাজী সুভাষ বসু অ্যাভিনিউতে একটি বাড়ি আছে। এই বাড়িটিতে কানাডা ব্যাঙ্ক সহ ব্লিংকিটের একটি গোডাউন আছে, তবে কোনও ট্রেড লাইসেন্স নেই। বরিষ্ঠ পৌরপ্রতিনিধি তপন দাশগুপ্ত এটা ঠিকই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধরতে পেরেছেন। মহানাগরিক আরও জানান, উনি জানার সঙ্গে সঙ্গে পৌর বিল্ডিং দপ্তরে বলেছি, ওই বাড়ির ঠিকানায় অনুমোদন কী কী দেওয়া আছে, তার ডিটেইলসটা প্রকাশ করতে এবং ২০০১ সালে এই বাড়িতে স্টপ ওয়ার্ক নোটিশ জারি হয়েছিল। থানা থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং কলকাতা পৌর আইনের ১৯৮০-র ৪০০ এবং ৪১৬ ধারানুযায়ী হস্তক্ষেপ গ্রহণ করার প্রস্তুতি দ্রুততার সঙ্গে করতে হবে বলেছি কারণ এখানে যেগুলি আছে, তাদের কোনও লাইসেন্স নেই। আর কানাডা ব্যাঙ্ক কীভাবে লাইসেন্স ছাড়া ওখানে থাকে, সেটাও একটা ভাবার বিষয়। কলকাতা পৌরসংস্থা উপযুক্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে।

তপন দাশগুপ্ত অতিরিক্ত প্রশ্নে বলেন, এটা যাদবপুর বিএসএনএল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং রানীকুঠি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ এবং ঠিকানা হবে ১৫/২, এখানে দীর্ঘদিন ধরে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ চলছিল, কেন্দ্রীয় সরকার এই টেলিফোন এক্সচেঞ্জ গুলি বন্ধ করে দেয়। এবং তারা এখানে বাড়ি গুলি ভাড়া দিয়েছে। কিন্তু যাদের বাড়ি গুলি ভাড়া দিয়েছে, তা আমার জানার বিষয় নয়। কিন্তু যারা এখানে ব্যবসা করছে, তারা বিনা ট্রেড লাইসেন্সে ব্যবসা করছে কী করে? মহানাগরিক অতিরিক্ত উত্তর বলেন, সেটা দ্রুততার সঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে বলেছি। ট্রেড লাইসেন্স যখন নেই, তখন নোটিশ হবে না কেন? স্থানীয় থানায় এফআইআর হবে না কেন?

ভাঙা হয়েছে ১১,৫৩৯ টি অবৈধ নির্মাণ

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থার ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের আনুমানিক আয় বাজেট-বরাদ্দ ও ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের সংশোধিত বাজেট-বরাদ্দের ওপর দু'দিন ধরে দীর্ঘ পর্যালোচনার পর মহানাগরিক বলেন, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট-বরাদ্দে নিশ্চিতভাবে ১১১ কোটি ঘাটতি দেখানো হয়েছে। আসলে অডিটের নিয়মানুযায়ী(সিএজি'র অডিট) বাজেট-বরাদ্দে সাসপেন্স খাতের আয় ধরা যায় না। তাই এটা ঘাটতি বাজেট। যদি সাসপেন্স খাতের ৩৪৫ কোটি ধরা যেত, তাহলে কলকাতা পৌরসংস্থার ২০২৫-২৬ সালের সংশোধিত বাজেট-বরাদ্দে উদ্বৃত্ত বাজেট দেখা যেত।

মহানাগরিক বলেন, ২০১৮ সাল থেকে কেএমসি'র ফান্ডের ২১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কলকাতায় ৩৬টি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হয়েছে এবং রাজ্য-কেএমসি ফান্ডের আরও ২৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৮টি বিপিএস তৈরি হচ্ছে। স্টেট ফান্ডে সাড়ে ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ওয়াটগঞ্জে ১৫ এমজেডি হুগলি নদী থেকে 'জল তোলার জেটি তৈরি হচ্ছে। স্টেট ফান্ডে ১৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে গার্ডেনরিচ ওয়াটার ওয়ার্কসে ১৫ এমজিডি পরিশ্রুত পানীয় জলোৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। এই সারফেস ওয়াটার দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানোর জন্য স্টেট ফান্ডের ২০২ কোটি টাকা ব্যয়ে লাইন পাতা হচ্ছে। সারা কলকাতায় আগামীদিনে কেবলই সারফেজ ওয়াটার দেওয়া হবে। জলহিন্দ জলোৎপাদন(ধাপা) কেন্দ্রে ২৮৯ কোটি ব্যয়ে অতিরিক্ত ২০ এমজিডি জলোৎপাদন কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে এবং অদ্ভুত প্রকল্পের ফান্ডে গড়িয়া ঢালাই ব্রিজের কাছে ১৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০ এমজিডি জলোৎপাদন কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। ধাপায় যেভাবে জঞ্জাল প্রসেসিংয়ের কাজ হচ্ছে, তা উল্লেখের দাবি রাখে।

তিনি আরও বলেন, চাষিদের কাছ থেকে ৭৩ হেক্টর জমি প্রসেসিং প্ল্যান্ট গড়ার জন্য কেনা হয়েছে। উত্তর কলকাতার ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি-আমহার্স্ট স্ট্রিট অঞ্চলের ঐতিহাসিক হাষিকেশ পার্কে নিকাশি পাম্পি স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে। যে কাজটি আর দেড়বছর সময় লাগবে। হেস্টিংস মোড়ের সন্নিকটে দইঘাটে আদিগঙ্গা-হুগলি নদীর সংযোগ স্থলে ১৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ব্যারেজ তৈরি হচ্ছে। তাতে কালীঘাট অঞ্চল আর শ্রাবণ-ভাদ্রের জোয়ারের জলে ভেসে যাবে না। টলিনালা রিনোফেশন হচ্ছে ১,০৯২ কোটি ব্যয়ে। সম্পত্তি কর আদায় গতবছরের তুলনায় বেড়েছে ২৭ শতাংশ, লাইসেন্স কালেকশন বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬ শতাংশ। এখন পুকুর ফাঁকা জমিসহ কলকাতার সমস্ত জমির মিউটেশন করতে হবে।

মহানাগরিক এদিন জানান, বাজেট পর্যালোচনায় আমি প্রত্যেকের সাজেশন গ্রহণ করেছি। কিন্তু যে প্রস্তাবগুলি কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষে ঠিক হবে, নিশ্চিত ভাবে বিরোধী পক্ষের হলেও সেটা গ্রহণ করে কার্যকর করা হবে।

৫০০ বর্গফুটের জমিতে অবৈধ বাড়ি নির্মাণে চলতি বর্ষে ৪৮০ কেস করা হয়েছে। ৫০০-৭৫০ বর্গফুটে ১৫০টি কেস করা হয়েছে। ৭৫০-

১০০ বর্গফুটে ৮০টি কেস হয়েছে। চলতি পৌর বোর্ডের সময়কালে ১১,৫৩৯ টি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বড়ো বাড়ি যেখানে যেমন শেক্সপিয়ার সরণিতে প্ল্যানে ছিল না অতিরিক্ত দু"টি ফ্লোর করা হয়েছিল। সেটাও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। গত দু"বছর ৮৫০ টি অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হয়েছে।

৫০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি"র পৌরপ্রতিনিধি সজল ঘোষের প্রশ্ন এই বাড়িগুলির ঠিকানা কী কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া হয়েছে? মেয়রের বাজেট বিশ্লেষণের পর তার আরও প্রশ্ন মিস্ক কলোনীতে একটি ৩৫ বিঘার বড়ো ঝিলের চরিত্র কী করে বাস্তু জমি হয়ে গেল, এটা নিয়ে তদন্তের কথা ভাবা উচিত। কলকাতার রাস্তায় বেলা পর্যন্ত বর্জ্য পড়ে থাকে। কারণ দিনেদিনে বর্জ্য অপসারণের কাজের শ্রমিকের সংখ্যা কমছে। কলকাতা পৌরসংস্থা নতুন শ্রমিক নিয়োগ করছে না। অথচ জঞ্জাল অপসারণ দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার বলেন, বর্জ্য অপসারণের কাজে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি মেশিন নামানো হয়েছে, তাই এত লোক দরকার নেই।

২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির পৌরপ্রতিনিধি বিজয় ওঝা বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থা চলছে সরকারি অনুদানের ওপর। নিজস্ব উৎসে ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০২৫-২৬ সালের সংশোধিত বাজেটে কেএমসির অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে মোট রাজস্ব আদায় হয়েছে ১,৬৭১.০২ কোটি টাকা। প্রত্যেকবার বছরের শুরুতে বাজেট-বরাদ্দে পৌরসংস্থার অভ্যন্তরীণ উৎসে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে ৫০ লক্ষ বরাদ্দ করছেন। আর সংশোধিত বাজেট-বরাদ্দ তার একটা পয়সাও আসে না। বাজেটে সরকারি অনুদান এসেছে ২,৬৭৭ কোটি টাকা। যা কলকাতা পৌরসংস্থার অভ্যন্তরীণ উৎসের থেকে ১,০০৬ কোটি টাকা বেশি। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে কলকাতা কীভাবে চলছে? নিজস্ব উৎসে ঘাটতি। মূল আয় কর আদায় হয়েছে ১,০৩৩ কোটি টাকা। অথচ ধনীদের কাছে কোটি কোটি টাকা কর বকেয়া রয়েছে। তা তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে কোথায়? মহানাগরিক এই অধিবেশন কক্ষেই বলেছে, যে কলকাতায় কার পার্কিং ফিজ ও বিজ্ঞাপন ফিজ থেকে ১০০ কোটি আদায় করতে পারলে, তবে বাজেটে ঘাটতি থাকবে না। বিরোধী পক্ষ কখনোই চায় না কলকাতা পৌরসংস্থা ঘাটতি বাজেটে পরিচালিত হোক। অতীন ঘোষ ভালো করেই জানেন, সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও বিজেপি পৌর বোর্ডের সময়কালে কলকাতা পৌরসংস্থায় উদ্বৃত্ত বাজেট বরাদ্দ হত। আজ ১৫ বছর পরম্পরায় ঘাটতি বাজেট বরাদ্দ হচ্ছে।

বিজয় ওঝা বলেন, টাউন ভেন্ডিং কমিটি আমাদের যা বলেছে, আমরা ওটাই বলেছি। দেবাশিস কুমার এখানে দাঁড়িয়ে এটা বলেছে। ৮,৭০০ হকারকে আমরা ডিজিটাল ভেন্ডিং সার্টিফিকেট দিয়েছি। আরও ৪৬ হাজার দেব। তাহলে কলকাতায় আর কোনও অবৈধ হকার থাকছেন না। সন্দীপন সাহাকে দিয়ে একবার সার্ভে করে নিন। বুঝতে পারবেন, আসল হকার কত আছে। রাস্তায় তিনলক্ষ ত্রিফলা ল্যাম্প পোস্ট এমন কোমর ভেঙে পড়ে রয়েছে। ক্যাবল তারে ট্যাগ লাগানোর ব্যবস্থা কবে থেকে হবে? ২০১৮ সালের পর থেকে কলকাতায় যত অবৈধ বাড়ি নির্মাণ হয়েছে গত ৩০০ বছরেও হয়নি। মেয়র বলছেন, বেআইনি নির্মাণে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তাহলে বড়োবাজারে এক সরু গলিতে ৭ তলা বাড়ি নির্মাণে বৈধ প্ল্যান কী বিজয় ওঝা দিয়েছে? কে অনুমতি দিয়েছে? কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দপ্তর দিয়েছে। কোন্ আধিকারিক এই অনুমতি দিলে তাঁকে কেন শাস্তি দেওয়া হবে না। বেআইনি নির্মাণকে রেগুলারাইজ করে অবৈধকে বৈধ করে দিচ্ছে বলে বিজয় ওঝা পৌর বাজেট পর্যালোচনা অধিবেশনে বলেন।

আইএসআই-এর সমাবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (আইএসআই)-র ৬০তম সমাবর্তন ১৮ ফেব্রুয়ারি বিকেল ২টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মোট ৫৬৮ জন পড়ুয়াকে এদিন ডিগ্রি প্রদান করা হয়। তাঁদের মধ্যে ৪৫ জন পিএইচডি গবেষক ছিলেন, ২৫৪ জন স্নাতকোত্তর, ৬৭ জন স্নাতক এবং ২০২ জন পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমাধারী।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইএসআই-র সভাপতি অধ্যাপক শঙ্কর পাল। তিনি স্নাতকদের ডিগ্রি প্রদান করে বলেন, প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য, অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার মূল্যবোধ যেন তাঁরা ভবিষ্যতেও অটুট রাখেন। ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক অয়েন্দ্রনাথ বসু তাঁর বক্তব্যে প্রতিষ্ঠানের বহুকেন্দ্রিক কার্যক্রমের কথা তুলে ধরেন এবং জানান, গত বছরের ৫৯ তম সমাবর্তন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সমাবর্তন ভাষণ দেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পদ্মনাভান বলরাম। তিনি আইএসআই-র প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশের অবদান স্মরণ করে বলেন, ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই প্রতিষ্ঠান দেশের বৈজ্ঞানিক চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। মহালানবিশের জন্মদিন জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস হিসেবে পালিত হয় বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

বার্ষিক পর্যালোচনায় জানানো হয়, গত ১ বছরে গণিত, পরিসংখ্যান, অর্থনীতি ও ডেটা সায়েন্সে একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছে। শিক্ষক-গবেষকেরা বিভিন্ন সম্মান ও ফেলোশিপ পেয়েছেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষক, অতিথি, পড়ুয়া ও তাঁদের পরিবারের উপস্থিতিতে সমাবর্তন সম্পন্ন হয়। **ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র**

বুস্টার স্টেশন টাকাপয়সা বিতরণে এগিয়ে কেএমসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা পৌরসংস্থা আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে সর্বমোট ৭৯টি ইন্টারমিডিয়েট বুস্টার পাম্পিং স্টেশন দ্বারা কলকাতা পৌর এলাকার ১৪৪টি ওয়ার্ডে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করবে। কলকাতা শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই বুস্টার পাম্পিং স্টেশনগুলিতে পরিশোধিত পানীয় জল পৌঁছবে ২৫টি এলিভেটেড সার্ভিস রিজার্ভার দ্বারা। আর কলকাতার ৫টি জলশোধনাগারে হুগলি নদীর জলকে পরিশোধিত করে প্রধান পাইপলাইন দ্বারা এই ২৫টি এলিভেটেড সার্ভিস রিজার্ভারে জল পৌঁছবে। কলকাতা পৌর এলাকায় পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহের জন্য কাজ করছে, পৌরসংস্থার জল সরবরাহ দপ্তর। পৌরসংস্থার এই জল সরবরাহ দপ্তরটি কলকাতার বিভিন্ন রাস্তার নীচের পুরাতন ও জীর্ণ নন-মেটালিক, পিভিসি, সিআর পাইপলাইন গুলি পরিবর্তন করে ডিআই, এমএস মেইন ইত্যাদি দ্বারা পাইপ গুলি প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। এই দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, এই প্রক্রিয়াটি প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান পরিশ্রুত জলের অপচয় বন্ধ করবে।

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী এপ্রিল মাসে রাজ্যে অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে মূল কলকাতার ১১ বিধানসভা কেন্দ্র এবং কলকাতা পৌর এলাকার বেহালা পূর্ব ও পশ্চিম, টালিগঞ্জ, কসবাসহ যাদবপুর ও মেটিয়াব্রুজ বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে কলকাতা পৌর এলাকার এই মোট ১৭টি বিধানসভা কেন্দ্রকে তৃণমূল কংগ্রেস পুনরায় নিজেদের দখলে রাখার একরকম উদ্দেশ্য নিয়ে নেমে পড়েছে। তার প্রতিফলন পৌর বাজেট বরাদ্দেই নির্দিষ্ট রূপে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবারের কলকাতা পৌরসংস্থার ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের আনুমানিক বাজেট বরাদ্দে(আয়-ব্যয় বরাদ্দ) ও ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে কলকাতা পৌরসংস্থার সমাজকল্যাণ ও নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ দপ্তর উদারহস্তে দীনদানে নেমে পড়েছে। কলকাতা পৌর এলাকার চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষসহ এপর্যন্ত সর্বমোট ৬,৫৮,৪৪৯ জন ভোটারের নাম রাজ্যের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে উপভোক্তার তালিকায় যুক্ত হয়েছে। উপভোক্তাদের মাসে ১৫০০ ও ১৭০০ টাকা দেওয়া হচ্ছে। আবার চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কলকাতা পৌর এলাকার রাজ্যের 'জয় বাংলা পেনশন স্কিমে এ পর্যন্ত সর্বমোট ২,১৬,৮০৫ জনের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। তাদের এপর্যন্ত মোট ২৬০ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা

পেনশন বাবদ প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যের রূপশ্রী প্রকল্পে চলতি অর্থবর্ষে কলকাতা পৌর এলাকার এপর্যন্ত ১,৯৮৫ জন বিবাহযোগ্যা কন্যার প্রত্যেককে ২৫ হাজার করে অনুদান দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের 'মা কিচেন' প্রকল্পে কলকাতায় নিত্য ৫ টাকার বিনিময়ে কমবেশি ৫১ লক্ষ প্লেট ডিম-ভাত দেওয়া হচ্ছে এবং এতে খরচের পরিমাণ প্রায় ৭ কোটি টাকা। এনএসএপি(ন্যাশনাল সোশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স্ প্রোগ্রাম) প্রকল্পের অধীনে থাকা পেনশন প্রকল্পে চলতি অর্থবর্ষে কলকাতা পৌর এলাকার মোট ৩৩,৪৩৩ জনকে মাথাপিছু মাসিক ১ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার এই টাকা-পয়সা বিলি বিতরণ দপ্তর কাজের ক্ষেত্রে পৌরসংস্থার অন্যান্য দপ্তরকে ১০০ শতাংশ টেক্কা দিয়েছে।

এই দপ্তরের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী অর্থবর্ষের বাজেট পর্যালোচনায় বলেন, এই পৌরবোর্ডের অধীনে কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডে মোট ২৪,৭৮৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। এই গোষ্ঠীর মেয়েরা কেউ 'মা কিচেন করে, কেউ 'মিড ডে মিল করছে কেউ বা আবার ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে বিভিন্ন সেলাইয়ের কাজ করছে। এই সমাজকল্যাণ ও নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ দপ্তরের জন্য চলতি অর্থবর্ষের শুরুতে বরাদ্দ হয়েছিল ২৯ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। বছর শেষে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে দেখা যাচ্ছে খরচ হয়েছে ২৪ কোটি ৪৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। আবার আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য বরাদ্দ হল ২৯.৫০ কোটি টাকা।

আবর্জনা : শিয়ালদহ স্টেশন সংলগ্ন রাস্তার ওভারব্রিজ এতটাই আবর্জনায় ভর্তি যে কেউই সেটিকে ব্যবহার করতে চাইছে না। বাড়ছে ঝুঁকির পারাপার।

ছবি : প্রীতম দাস

আদান-প্রদান : ১৭ তারিখ থেকে নাগাল্যান্ডের যুবক যুবতীরা কলকাতা ঘুরে দেখছেন মেরা যুব ভারতের তত্ত্বাবধানে। এই আগান প্রদানের মাধ্যমেই তারা জানছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ইতিহাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টস তারা ঘুরে দেখেন এবং কলেজ স্ট্রিটের ঐতিহাসিক স্থপতি গুলিকেও তারা হেরিটেজ ওয়াকের মাধ্যমে চাক্ষুষ করেছেন।

ছবি : সুমন সরদার

চাকরি চায় বাংলা : ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার পক্ষ থেকে খয়রাশোল ব্লকের পাঁচড়া গ্রামে পত্রক লিখন কর্মসূচিতে দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অনুপকুমার সাহা।

ছবি : নিজস্ব

কর্মশালা : বাঁকুড়ায় ১৭ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি ৩ দিনের ঝুমুর গানের কর্মশালা ও অনুষ্ঠান হয়ে গেল। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের আয়োজনে ও বাঁকুড়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় গান্ধী বিচার পরিষদের সভা কক্ষে আয়োজিত এই শিবিরে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার ১০০ জন শিল্পীকে নিয়ে কর্মশালাটি হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক গণেশ হাঁসদা জানান, ঝুমুর গান এসব জেলাগুলির মাটির গান। সেই গানের মাধুর্য্য ও উৎকর্ষতা আরো বাড়ানোর লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। **ছবি : নিজস্ব**

যাওয়া আসার পথে পথে

বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের গঙ্গা আরতিতে কর্পোরেট ছোঁয়া

কুনাল মালিক

উত্তরপ্রদেশের বারাণসী কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। বরুনা ও অশি নদীর সঙ্গমস্থলে বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দির। আর মন্দির সংলগ্ন বিখ্যাত দশাশ্বমেধ ঘাট। পুরাণ মতে ব্রহ্মা শিবকে স্বাগত জানাতে এই ঘাটে ১০টি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তাই এই ঘাটের নাম দশাশ্বমেধ ঘাট। ১৭৪৮ সালে পেশোয়ার বালাজি বাজিরাও এই ঘাট নির্মাণ করেন। পরবর্তী সময়ে ১৭৭৪ সালের ইন্দোরের রানী অহল্যাবাই এই ঘাট পুনঃনির্মাণ করেন। এই ঐতিহাসিক ঘাটে প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যে সাড়ে ৬ টা থেকে গঙ্গা পূজন ও গঙ্গারতি হয়। ৪৫ মিনিট ধরে চলতে থাকা চোখ ধাঁধানো এই গঙ্গারতি দেখতে দেশ-বিদেশের প্রচুর পুণ্যার্থী এবং পর্যটকরা ভিড় জমান। সম্প্রতি বারাণসীতে গিয়ে এই গঙ্গারতি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করার সুযোগ হল। প্রাচীন ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে বজায় রেখে ১৯৯০ সাল থেকে গঙ্গারতিতে কিছু পরিবর্তন করে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। ১৯৯০ দশকের আগে যারা বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গা রতি দেখেছেন বর্তমানের যে গঙ্গারতি হচ্ছে তার সঙ্গে মেলাতে পারবেন না। এখন যে গঙ্গারতি হচ্ছে তা দেখলে সহজেই বোঝা যায় আধুনিক কর্পোরেট ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ছোঁয়া প্রকট হয়েছে। তবে ধর্মীয় ভাবাবেগ বা

আধ্যাত্মিকতার কোন অভাব চোখে পড়বে না। দুপুর তিনটে থেকেই দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গারতির তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। 'গঙ্গা সেবা নিধি' নামে একটি সংস্থা এই গঙ্গারতি পরিচালনা করে থাকে। ঘাটের সিঁড়িগুলোতে পরপর চেয়ার সাজিয়ে দেওয়া হয় যেগুলোকে ওখানকার ভাষায় 'কুরসি' বলা হয়। এখানে আসনগ্রহণ করার জন্য কোন অর্থ অবশ্য দিতে হয় না। এরপরে রশি দিয়ে একটি ব্যারিকেট করা হয় তারওপারে থাকে 'তাকিয়া'। মোট ৭টি তাকিয়ার সামনে চৌকিপাতা হয়। যে চৌকিগুলোকে সুন্দরভাবে সাজানো করা হয়। যেখান থেকে সাতজন তরুণ পুরোহিত ধুতি এবং পাঞ্জাবি পরিহিত অবস্থায় গঙ্গা পূজন এবং গঙ্গারতি করে থাকেন। ধীরে ধীরে বারাণসী দশাশ্বমেধ ঘাটে তিল ধারনের জায়গা থাকে না। গঙ্গাতেও তখন বিভিন্ন ঘাট থেকে বোট এসে ভিড় জমান তীর্থযাত্রীদের নিয়ে। ধীরে ধীরে ধর্মীয় ভাবাবেগ বাড়তে থাকে। ডিজে বক্সে হনুমান চাল্লিশা থেকে রাম ভজন সহ নানা ভক্তিমূলক গান বাজানো হয়। সাড়ে ৬ টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। তাকিয়াতে আসন গ্রহণ করার জন্য বিশেষ দক্ষিণা দিতে হয় যে সংস্থা পরিচালনা করছে তাদের কাছে। তাকিয়াতে যারা বসবেন তারাই গঙ্গা পূজনের সুযোগ পাবেন। গঙ্গা পূজণের পর ধীরে ধীরে ৭ জন পুরোহিত একই অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে শঙ্খধ্বনি, ধুনো দেওয়া, ধুপ দেওয়া এবং বিশাল বিশাল প্রদীপের মাধ্যমে আগুন জ্বালিয়ে গঙ্গাকে আরাধনা করেন। কৃষ্ণ ভজনাও কৃষ্ণ ভজন চালানো হয় ডিজে বক্সে। দশাশ্বমেধ ঘাটে উপস্থিত তীর্থযাত্রী পর্যটক এবং বোটে বসে থাকা তীর্থযাত্রীরাও এই গঙ্গারতির বিভিন্ন সংগীত যখন বাজতে থাকে তারা করতালি দিতে থাকেন। এমন একটা ধর্মীয় ভাবাবেগ তৈরি হয় কাউকেই দেখা যায় না যে যতক্ষণ না সন্ধ্যা আরতি শেষ হচ্ছে আসন ত্যাগ করতে। সন্ধ্যা আরতির শেষ পর্বে গঙ্গা সেবা নিধির প্রতিনিধিরা বড় বড় রেকাব নিয়ে দর্শক আসনে চলে যান, যে যার সাধ্যমত দক্ষিণা দেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বারাণসী দশাশ্বমেধ ঘাটে এই গঙ্গারতি দেখার জন্য যত দিন যাচ্ছে মানুষের সংখ্যাও তত বাড়ছে। তবে দশাশ্বমেধ ঘাটের পাশাপাশি অশি ঘাটে প্রত্যহ সূর্যোদয়ের সময়ও গঙ্গারতি হয়। এছাড়া দশাশ্বমেধ ঘাটের মতো বড় না হলেও রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘাট ও কেদার ঘাটেও সন্ধ্যা আরতির ব্যবস্থা আছে।

কবিতা

ভারসাম্য
রাণা চট্টোপাধ্যায়

তোমার ভালোবাসা এতটাই শক্তিশালী,
যে প্রতিদিন টুকরো হই আমি,
আবার শৈল্পিক ছোঁয়ায় তুমি
নিখুঁত ভাবে জোড়া লাগাও আমাকে।
তোমার অবহেলার এতটাই আকর্ষণ,
যে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও পতঙ্গের মতো,
আগুনের দিকে ধাবিত হই অজান্তে!
এ এক অদ্ভুত দাঁড়িপাল্লার ভারসাম্য ,
তোমার আমার চির শাশ্বত প্রেম।

(শ্রীপল্লী, পূর্ব বর্ধমান)

প্রার্থনা
তপতী মুখোপাধ্যায়

সরস্বতী বীণাপানি
দাও না গো মা বীণা খানি, বাজিয়ে একটু দেখি
ভাল লাগে না দিনরাত্রি করতে লেখালিখি
তুমি যদি দয়া করো মা ভয় কী বল আর
অনায়াসে স্কুল কলেজ হয়ে যাব পার।
মনে করে বর দিও মা, কালিদাসের মত
তর্ক যুদ্ধে হারিয়ে দেবো পণ্ডিত আছেন যত
ভক্তি ভরে তোমায় মাগো দেব পুষ্পাঞ্জলী
পরীক্ষার সময়ে যেন বুদ্ধি যায় খুলি।
তোমার কাছে বিদ্যা ছাড়া আর কিছু না চাই
ছুটি দাও এখন মাগো, একটু খেলতে যাই॥

(মানকুণ্ডু, হুগলী)

সরস্বতীর প্রার্থনা
গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

মা যে মোদের সরস্বতী করি মায়ের প্রার্থনা
বন্দনা গান গাই যে মায়ের, মাকে মোরা ভুলবো না।
হংস বাহন মায়ের আছে বীণা পুস্তক রয়েছে হাতে
পুজো করি মায়ের সবাই মন্ত্র বলি এক টানা।
স্কুল কলেজে চারিধারে মায়ের পুজো বিশ্ব জুড়ে
মা-ছাড়া যে হয়না কিছু, করি চরণ বন্দনা।

(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

অমর একুশ
বিবেকানন্দ নস্কর

সেলেট ভরে অ আ ক খ'য়, প্রাণের ভালোবাসায়
শহীদ মন্ত্র অমর একুশ রক্ত বর্ণমালায়।
সাধের ভাষা ত্যাগের ভাষা, স্বপ্ন আশায় ভরা
মাতৃভাষায় মায়ের পরশ, একুশ রক্ত ঝরা।
সাদা খাতায় রক্তে লেখা ভাষার অধিকার
বাংলা দাবী রক্ত ছবি মৃত্যু উপহার।
অমর একুশ শহীদ লড়াই ভাষার অমরত্ব
অহং বাংলা ভাষার গাথা শহীদ বীরত্ব॥

(সন্তোষপুর, পোঃ–চাঁদপালা, ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা)

জীবন
সন্তোষ কুমার সরকার

একটি দিন কেটে যায়, স্মৃতি হয়ে যায় মনে,
একটি পূজো কেটে যায়, ফিরে আসে ফের পূজো
এ ভাবেই তৈরী হয় স্মৃতির উত্থান–পতন।
শৈশব যায়, কৈশোর যায়, যৌবন যায়
আসে বার্ধ্যকের পালা।
একদিন জরাজীর্ণ দেহের হয় অবসান
পড়ে থাকে ভাটা,
হয়তো বা ঐ সৈকতের বালুচরে।
কিছু সমুদ্রতটে মুক্তি এলোমেলো বিছিয়ে থাকা

(যাদবপুর, কল–৩২)

জলকেলি
পার্থ সারথি সরকার

নিশিরাকে চাঁদের অনুরাগে যমুনা জাগে
চাঁদ–যমুনা চোখে চোখে লাগে
চুপিসাড়ে যমুনা চাঁদকে ডাকে
ডাইনোসর মেঘের ছায়া চাঁদের মুখে
গর্জাতে গর্জাতে মেঘ যায় চলে
রাতের স্তব্ধতা ভাঙে ট্রেনের হুইশিলে
কবিয়াল চাঁদ আসে যমুনার পাড়ে
চাঁদ আর যমুনা মাতে ভালবাসার জলকেলিতে॥

(হরিদেবপুর, কলকাতা–৮২)

সন্ধ্যা আলোর বক্রতলে
তীর্থঙ্কর সুমিত

সন্ধ্যা আলোর বক্রতলে
যে মুখ দেখেছি,
তা আজ ...
মুখোশের সংলাপ।
হারানো প্রতিশ্রুতির বিবরণ
এখন প্রাচীন।
সময়ের ঘেঁটুফুলের
রঙ বদলে বদলে ...
আর একটা "তুমি" হতে পারোনি।
তাই আজো তোমার আধ–খাওয়ারুমাল
সবুজ রঙে রাঙায়িত।

(মানকুণ্ডু, হুগলী)

অগ্নিশিখা
ইলা দাস

অগ্নিশিখা আজকে জেনো একটু ব্যতিক্রমী
সুখ দুঃখের সাথী ওরা, ওরাই অন্তর্যামী।
বিবেক বুদ্ধি জাগ্রত সব, ওরাই হলো সখা
সব ভেদাভেদ মুছে ফেলে জ্বালায় দীপ্ত শিখা।
সমাজ সেবার প্রদীপ জ্বেলে হৃদয় করে আলো
দূর করে দাও, দূর করে দাও, মলিনতার কালো।
দুঃখ–সুখে আছে দ্যাখো পল্লী গাঁয়ের লোক
বৃষ্টি–ভেজা গ্রাম–গঞ্জে যদ্দুর যায় চোখ
একটা জীবন বাউল জীবন, খোঁজে আলোর পথ
হিরন্ময় অগ্নি শিখায়,চতুর্দিকে রথ॥

(যাদবপুর, কল–৯৪)

অমর মধু কবি
সঞ্জয় কুমার নন্দী

অমর কবি, হে মহান মধু কবি
দেখি, আপনার অপরূপ ছবি।
পাঠানুরাগ কবি,
বেথুন সাহেবের উপদেশে
যুগ প্রবর্তক মাতৃভাষার রবি
অমিত্রাক্ষর ছন্দ
তালে তালে দোলায় মন
'মেঘনাদ বধ' কাব্যভাবের সঙ্ঘবদ্ধ।
ভাষার জাহাজ বেয়ে
দিলেন সিন্ধু–সাগর পাড়ি
ভাবধারা বাংলায়, ইংরেজীতে নেয়ে।
বিদ্যাসাগর দীনের বন্ধু করিয়া স্মরণ তাঁর
বিখ্যাত ভারতে করুণার সিন্ধু
কবিতা দিলেন উপহার।

(দঃশুঁড়া, চকদীঘি, পূর্ব বর্ধমান)

দত্ত কবি তোমায় নমি
চন্দ্রাপীড় নাথ

মধু কবি! দত্ত কবি! জনম তোমার বাংলাদেশ
সাধনা বলে বঙ্গ কাব্য–কাননে করিলে প্রবেশ
আদি কবি মুনিবর বাল্মিকীরে মানিয়া গুরু
বঙ্গ কাব্য–কাননে হল তোমার দৃঢ় যাত্রা শুরু।
ব্যর্থ ভগ্ন মনোরথে যবে কাননে আসি
বীর করুণ রসে দশেরে ভাসাইয়া নিজেকে ভাসি
তব অমিত্রাক্ষর বৃদ্ধি করিল কাননের শোভা
ঘোষিত হল জয়–বার্তা, আনি দিল অমরতা
যেমন করিয়া তুমি করিলে বঙ্গ কাব্য–কাননে প্রবেশ
হে অমর কবি! মাগি ভিক্ষা, দেখাও মোরে সেই দ্বার দেশ।

(বরানগর, কল–৩৬)

প্রতীক্ষা
বিষ্ণুপদ মাইতি

কোন এক বসন্তের গোধূলি বেলায়
আমি দেখেছিলাম তারে
ধীর পদে যেতেছিল সে ঘরের পানে
লাল পলাশের রঙ তার মুখ 'পরে
ক্ষণিকের তরে আঁখি 'পরে আঁখি
হয়ে গেল শুভ দৃষ্টি
কি জানি কি ভাবে হল পুষ্পবৃষ্টি
জীবন চলতে থাকে বিধাতার ইচ্ছায়
নিয়তির আপন নিয়মে,
আমরা যেন তার হাতের পুতুল
খেলছি তার অঙ্গুলি হেলনে।
জীবনের পথে চলতে চলতে
মনে পড়ে তার কথা
ভুলতে পারিনি আজও তারে
সে যে আমার নবনীতা।
সে কি গুনছে দিন চেয়ে আমার পথপানে
আমি কি আবার যাবো ফিরে,
মিলিব তার সনে।

(দঃকাশিয়াবাদ, কাকদ্বীপ, দঃ ২৪ পরগণা)

এ আশায়
অরবিন্দ দাস

ঝিক্ ঝিক্ চলে রেল, সাইকেল দু–চাকায়
আকাশে এরোপ্লেন, মন সেথা দ্রুত ধায়
নই পড়ে বড় হও, সব পাবে মা জানায়
কবে আমি বড় হব, থাকি শুধু এ আশায়

(রাজারামপুর, শীতলাতলা, দঃ২৪ পরগণা)

হাসি খুশী
বিধু বদন মণ্ডল

হাসি খুশী রাশি রাশি
ফাল্গুনী চৈতালি
দুই বোন পাশাপাশি
হাতে হাতে দেয় তালি।

(উত্তর ২৪ পরগণা)

এখানে থামে না
মৌনী মণ্ডল

কোন গাড়ীই যখন এখানে থামবে না
একটা আলো আমার গতিবিধি মাপছে
ইলাস্টিক বসে আর দাঁড়িয়ে আছে জুতো
উগ্রতা আমাকে নিয়ে গেছে যমের দুয়ারে
সেখানে একটা রাস্তার মাংস মুখস্থ করছি
সে নিজে থেকে ছিঁড়ে ফেলেছে আমাকে ...

(যাদবপুর, কলকাতা)

বিশ্রী কাণ্ড
বাসুদেব মাল

ঘটে গেল রাস্তায়, বিশ্রী এক যে কাণ্ড
ভালো সাজ আমার হয়ে গেল লণ্ডভণ্ড।
সেজে গুজে যাচ্ছি আমি শ্বশুর বাড়ি
জল কাদা ছিটিয়ে দিলে সে এক গাড়ি
বাড়ি ফিরে আসি তাই, মনটা করে ভার
শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হলে না তো আর।
ভালো খাওয়া হবে. ভেবেছিলাম মনে।
আশা গেল ভেস্তে, ঐ কাণ্ডের কারণে।

(মাখলা, উত্তরপাড়া, হুগলী)

জ্বালার ওপর জ্বালা
অপূর্বলাল ঘোষাল

দিনে দিনে অভিজ্ঞতার দৌড় লয় তো কম
সবার থিকা ছাড়ান পাইলেও, ছাড়ে না রে যম।
ভয়টা তেমন করি নে তার, মরুম তো একদিন
ভয়টা লাগে মরার পরেও জান থাকলে ক্ষীণ
উরা তো সব পুড়ায় দেবেক, লয় তো মাটির তলায়
অবশ দেহ পারবেক না কইতে শেষ বেলায়।
ভাবো তো দেখি জ্বালায় জ্বালায় মরার নেই যে বাকি
শেষ জ্বালাটা, ওরেব্ বাবা জ্যান্ত পুড়ুম নাকি!
লয়তো মাটির তলায় দিয়া দম লেব খিঁচে
কে আর আমায় তুলবে বলো, মুই কি যীশু সীতে !
চিতার আগুন পেলেই যদি ধরফড়িয়ে ওঠে
নিশ্চি উহায় যাইতে হবেক জেলখানার ঘাটে।

(পূর্ব কন্যানগর, কন্যানগর, দঃ ২৪ পরগণা)

গুরু শিষ্যের লড়াই
সুবিমল মাইতি

গুরু শিষ্য লড়াই করে শুনেছো কেউ ভাই
হাতাহাতি না লাঠালাঠি সঠিক জানা নাই
লোকালয়ো না ঘরে–বাইরে মুস্কিল হবে জানা
কী বলব ! শুনছি কানে, চোখ থেকেও কানা
ব্যাপারটা খুব ঘোরতর, ভক্তি শ্রদ্ধা কেমন,
না থাকলে স্বাভাবিকই হওয়াটাই যেমন।
ওরা এখন কোথা আছে, খোঁজ–খবর নাই
বাড়িতে না পালিয়েছে, সন্ধানটুকু চাই।

(জি প্লট, দঃসুরেন্দ্রগঞ্জ, দাসপুর,থানা–গোবর্ধনপুর কোস্টাল, দঃ২৪ পরগণা)

নারী শক্তি
হিমাংশু শেখর মাইতি

দৈহিক গঠনে, বল বিক্রমে নারী নাকি দুর্বল
পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাই করে নানা ছল
কত নারী নির্যাতিতা, লালসার শিকার
পাচারকারী চক্রোরে হারায় সুখের সংসার
পথভ্রষ্ট হয়ে কাঁদে সারাটা জীবন
মুক্তির একমাত্র উপায় — গেলে সমন সদন।
ভুলে যাই নারী জাতি বাপের ঘরে লক্ষ্মী
ছেলের ঘরে অন্নপূর্ণা, স্বামীর ঘরে মক্ষী।
ভুলে যাই নারীর গর্ভে, সবার জনম
তবু শুনি দিকে দিকে নারীর ক্রন্দন
পরকে আপন করা নারী জাতির স্বভাব
সন্তান–সুখ ঘুচিয়ে দেয় সকল অভাব
নারীই আদ্যাশক্তি, নারী মহামায়া
সংসার সুখের হয় দিলে ছত্রছায়া।

(নরহরিপুর, সাগর, দঃ২৪ পরগণা –৭৪৩৩৭৩)

দু'টি তুলসীর পাতা
ডাঃ গোবিন্দরাম মান্না

মৃত্যু তো অমোঘ বিধান, মানুষের কী করার আছে?
রোগ হ'লে চিকিৎসা করাই, প্রিয়জন যদি তাতে বাঁচে।
পুত্র যবে হারায় জননী, আর স্বামী হয় পত্নীহারা,
স্বজনেরা হই ম্রিয়মাণ, চারিদিক বিষাদেতে ভরা।
যতদিন প্রাণ আছে দেহে, মনে যেন থাকে ষোলআনা,
গণ্ডী ভুলে দশে মিশে যাও, মেনো নাকো কারো কোনো মানা।
হেসে খেলে গেয়ে নাও, ক'টা দিন মাত্র গোনাগাঁথা,
দু'চোখ বুজলে তুমি, বরাদ্দ ঐ 'দু'টি তুলসীর পাতা'।

(কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান)

সন্ধিক্ষণে
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

মুছে যাওয়ার দিনগুলির থাকে কিছু পাওয়া কিছু হারানোর স্মৃতি
আবার রয়েছে প্রতিক্ষায় ঘরহীনা নারী।
এদিনের শেষ কেনা–বেচার হাট ছেড়ে সূর্য গেছে ডুবে ভাগীরথীর জলে।
কত পাতা ঝরিয়ে আবার নতুন পাতা আসবে সে ডালে
ফুটন্ত সকালের আলো ছড়িয়ে —
নতুন ক্যালেণ্ডারের পাতাতে সংখ্যা বদল করে —
আবার জীবন উঁকি দেয় সবুজ কলিতে নতুন পথে
প্রজাপতি ডানা মেলে প্রেমের সৌরভে, কুসুমকলির দেশে।
ফুটুক আর না ফুটুক সব জীবনের কলি
শুধু মেলুক ভালোবাসার পদ্ম আঁখি
আবার সূচনা হোক নব জীবনের সকাল,
এ জীবন সংগ্রামে প্রাণ হোক উল্লাসে চঞ্চল।
দক্ষিণ বাতাসে সবুজ ঘোমটা খুলে, গোলাপের পাপড়ি মেলে
আসুক নব বধূরূপে আবার বরণ করে তুলে নেয় ঘরে।
কুয়াশায় ঢাকা আকাশে গোলাকার রক্তিম সূর্য্য ওঠে
নতুনকে সূচনা করে সূচিপত্র রচে
নব কল্লোলে, নব জাগরণে কত সভ্যতার বিবর্তনের ডানা মেলে
সাদা কালো পায়রা স্মৃতি পটে, নতুন করে ক্যানভাসে আবার ছবি আঁকে
ভেসে যাওয়া শুধু, জোয়ার–ভাঁটার টানে, এজীবন খেলা ঘরে
আসা যাওয়া করে আবার নতুন নতুন করে– চলার পথে।

(চেতলা, কলকাতা)

স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি ডাকে পাঠাবেন , এই ঠিকানায়:– সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক/ মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১/ 9903835611)

নাট্যাচার্য্যের জন্মোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি বাগবাজার গিরিশ মঞ্চে এক সন্ধ্যায় নটসম্রাট গিরিশ ঘোষের ১৮১তম শুভ জন্মোৎসব মহাসমারোহ অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে ''ময়ূর্যায়নে''–র উদ্যোগে ও প্রখ্যাত নাট্য নির্দেশক পরিচালক এবং বিশিষ্ট অভিনেতা আর্য চন্দ্রের সুষ্ঠু পরিচালনায় ''দেলদারই দিলদার'' নাটকটি অত্যন্ত সাফল্যের সহিত পরিবেশন করেন। অভিনয় করেন বিখ্যাত বাচক শিল্পী শুশ্রীলতা সেন,আর্য চন্দ্র, ময়ুরিকা বোস, সৃজিতা সেন, বাসুদেব ব্যানার্জী, পিকন ঘোষ, ময়ূখ চ্যাটার্জী, শুভায়ন সিনহা, প্রলয় ব্যানার্জী, অর্পিতা গিরি, বংশীবাদক সৌম্য, জিৎ দাস, বেহালাবাদক সত্যজিৎ চৌধূরী, আলো–সৈকত মান্না, রূপসজ্জা– শেখ ইস্রাফিল, কণ্ঠশিল্পী – বিজু পোদ্দার প্রমুখ। নাটকের বিষয়বস্তু হল নির্দেশকের বক্তব্য – '' কার মনে কি আছে বোঝা বড়ো দায় কর্ম দেখে বিচার করো নইলে হবে পরাজয় ''মনের কথা মনের মিল সরল প্রাণে প্রাণে বিষের জ্বালা বিষেই মেটে জানে জনে জনে'' সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন বিছু পোদ্দার ও অর্পিতা গিরি। গানটি ছিল ''ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা'' প্রভৃতি। শিল্পীদের কণ্ঠস্বর বাচনভঙ্গী প্রশংসার দাবি রাখে। অনুষ্ঠানে অসংখ্য দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

সুন্দরী অরণ্য–স্রষ্টা ইন্দ্রনীল সুরলোকে

মৌসুমী সাহা মণ্ডল : উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা তথা সুন্দরবনের জনপ্রিয় গীতিকার ও সুরকার ইন্দ্রনীল মণ্ডল স্বল্পকাল রোগভোগের পর কর্কটরোগের কাছে হার মানলেন ২৯ জানুয়ারি কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট–এ। তার মাত্র মাসখানেক আগেই ৬৯ ছাড়িয়ে ৭০–এ পা রাখেন তিনি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রসংগীত বিভাগের প্রাক্তনী স্ত্রী মঞ্জুশ্রী মণ্ডল, পুত্র হর্ষজিৎ ছাড়াও অসংখ্য প্রিয়জন ও গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন তিনি।

ভগবানচন্দ্র মণ্ডল ও ভাগ্যলক্ষ্মী মণ্ডলের পুত্র শৈশবেই মাতৃহারা। জলজঙ্গল অধ্যুষিত সুন্দরবনের আমতলীর অদূরে চণ্ডীবন গ্রামে মাতুলালয়ে শিক্ষক মামা ধীরেন মণ্ডলের স্নেহচ্ছায়ায় বেড়ে ওঠা ইতিহাস বিষয়ে স্নাতকোত্তর সংস্কৃতিমনস্ক প্রৌঢ় নিকটবর্তী পুঁইজালি হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক হিসাবে ২০১৬–এর অবসর গ্রহণের পর পুঁইজালিতেই বসবাস শুরু করেন। নদনদী–হেঁতালবন–সবুজ প্রকৃতির মাঝে থাকতে থাকতেই সৃষ্টির মাঝে ডুবে যেতেন। কথা আর সুরের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা অবশ্য তার বহু আগে থেকেই।

বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্যতম পীঠস্থান সুন্দরবন পরিবারের সবথেকে জনপ্রিয় সদস্য নিয়ে লেখা, গান দ্য রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও বনময়ূরী বনে চলে বুকেতে তার সোনা ঝরে, সুন্দরবনের সুন্দরী

অরণ্য বাঘ কুমির আর নদীনালায় এ দেশ করে ধন্য, বাঙালির এই দুর্গাপূজা, আকাশে মেঘমালা ঝিরিঝিরি বৃষ্টিধারা কচি ধানের পাতায় পাতায় কেন আজ হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি গান সমাদৃত হয়েছিল একসময় সেই ক্যাসেটের যুগেই। এছাড়া প্রিয়জনের বা আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে সেখানেই অনুষ্ঠান–কেন্দ্রিক তাৎক্ষণিক সংগীত রচনা আর সুরারোপের প্রবণতা ছিল তাঁর সহজাত বৈশিষ্ট্য। তবে বহু সংগীত রচনা করলেও উপযুক্ত প্রচার বা বাণিজ্যায়ণ না হবার জন্য সেভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেনি তাঁর সৃষ্টি। তথাপি তাঁর সৃষ্টি পুরোপুরিই অনাদৃত বা অস্বীকৃত ছিল এমন নয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ সহ বহু সংস্থা থেকে তিনি সম্বর্ধিত হন।

মাত্র মাসতিনেক আগেই শারীরিক অসুবিধা বোধ করায় কলকাতার এক সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করতে গিয়েই জানা যায় ফুসফুসে বাসা বেঁধেছে কর্কট এবং তা চতুর্থ পর্যায়ে। তৎক্ষণাৎ মুম্বাই টাটা মেমোরিয়ালে নিয়ে গেলেও খুব একটা উন্নতি বোধ করেননি। তাই কলকাতায় ফিরিয়ে এনে ভর্তি করা হয় সিএনসিআইতে। প্রথম কেমোর পর সুস্থ বোধ করলেও কার্যত: লাইফ–সাপোর্টে থাকা একটি নল শরীর থেকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হবার পর অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে এবং জানুয়ারির শেষ বৃহস্পতিবার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে হারিয়ে যান সুরের আকাশের মেঘমালায়।

পরম্পরা

৩৫৫ বছরের ভীমমেলা

সুখেন্দু হীরা

আজ থেকে প্রায় ২৫ বছর(২০০১) আগে যখন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনী থানার অধীন দক্ষিণশোল বাস স্টপেজে নেমেছিলাম, তখন দক্ষিণশোল মোড়ে, রাস্তার ধারে একটা মাটির তৈরি বৃহদাকার ভীমের মূর্তি দেখেছিলাম। দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম। চেহারাটি একদম ভীমের নামের সঙ্গে মানানসই। শুনলাম মাঘ মাসে ভীম একাদশীতে পূজা হয়। বিসর্জন হয় না। সারা বছর রোদে তেতে, বৃষ্টিতে গলে, বিলীয়মান হতে থাকে। আবার পূজার আগে তৈরি করা হয়।

পরে জেনেছি রাঢ়বঙ্গের অনেক জায়গায় ভীম পূজা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া জেলায় ভীম পূজা হয়। কোথাও কোথাও ভীমপূজা উপলক্ষে মেলাও বসে; তাকে ভীমমেলা বলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভীমের কোনও মন্দির নেই। রাস্তার ধারে, মাঠের প্রান্তে, মূর্তি গড়ে পূজা হয়। বিসর্জনেরও বিশেষ চল নেই। এত বৃহৎ মূর্তি বিসর্জন দেওয়াও দুষ্কর।

ভীম বলতে আমরা মহাভারতের মধ্যম পাণ্ডবকেই বুঝি। তিনি কোথাও দেবতা হিসেবে বর্ণিত নন। কিন্তু রাঢ়বঙ্গে ভীম দেবতা হিসাবে পূজিত। ভীম এখানে লৌকিক দেবতা হিসাবে দেখা দিয়েছেন। ভীমপূজা রাঢ় বাংলার একটি লৌকিক আচার, বেদ পুরাণ সম্মতপূজা নয়। ভীমপূজার সময় নারায়ণ ধ্যানে পূজা করা হয়। ভীমের সারাবছর পূজা হয় না। বার্ষিক পূজা মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে, যা 'ভৈমী একাদশী' নামে পরিচিত।

তিথিতত্ত্বে 'ভৈমী একাদশী'র কথা না থাকলেও মৎস্য পুরাণে 'ভৈমী দ্বাদশী'র কথা আছে। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন বৃকোদর হওয়ার দরুণ উপবাস করতে পারেন না। বৃক নামক অগ্নি তাঁর উদরে বাস করে বলে তিনি ভোজনপটু। তিনি বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করেন কিভাবে কম উপবাসে মোক্ষ লাভ করা যায়। বিষ্ণু বলেন, 'অন্যান্য তিথিতে উপবাসন না করলেও মাঘমাসের শুক্ল একাদশীতে উপবাস করে, আগের দিন, পরদিন এবং সেই দিন অর্থাৎ তিনদিন বিষ্ণু পূজা করলে হবে। তোমার দ্বারা এই ব্রত অনুষ্ঠিত হবে বলে এই ব্রত 'ভীম দ্বাদশী' নামে পরিচিত হবে।'

একাদশীতে উপবাস করা মূল আচার বলে রাঢ় বাংলায় এই পূজা ভৈমী একাদশী বা ভীম একাদশী নামে প্রচলিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন এই ভীম আদতে একজন লৌকিদেবতা। অতীতে ভীম বলে কোনও আঞ্চলিক দেবতা ছিলেন। যিনি ভীমের মতো পরাক্রমশালী রক্ষাকর্তা এবং চাষীর আদর্শ স্বরূপ। পরবর্তীকালে মহাভারতের ভীমের সঙ্গে মিশে গেছেন। অতীতে তার কোনও মূর্তি ছিল না। পরে পবন পুত্রকেই আশ্রয় করেছেন।

অনেকে বলেন ভীম ঠাকুর আদতে কৃষিদেবতা। এর সমর্থন আমরা মঙ্গলকাব্যে পাই। সেখানে শিব কৃষিকাজ করেন। গৌরীর তাড়ণায় ইন্দ্রের কাছ থেকে জমির পাট্টা নেয় শিব। বিশ্বকর্মা কে দিয়ে ত্রিশূল গলিয়ে লাঙ্গল তৈরি করেন। কুবেরের কাছ থেকে ধার করে আনেন বীজ। তাকে চাষে সাহায্য করেন ভীম। এই কারনে বাংলার লৌকিক শিবের মতো লৌকিক ভীম কৃষিদেবতা। আর ভীমের মতো স্বাস্থ্যবান হলেই তো ভালো কৃষিকাজ করতে পারব।

শুধু কৃষি দেবতা হিসেবে নয় রক্ষাকর্তা হিসেবেও ভীম পূজা পান। যেমন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার থানার তাড়াগেড়িয়া গ্রামে। সেখানেও ভৈমী একাদশীতে বার্ষিক পূজা। পূজা উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে সেই মেলা দেখতে ভীম একাদশীর পর এক রবিবার বন্ধুরা মিলে বেরিয়ে পড়লাম।

বেলা বারোটার সময় বেরিয়েছি। আজ মাঘী পূর্ণিমা। গাড়ি ছুটে চলেছে মুম্বাই রোড দিয়ে। দক্ষিণেশ্বর থেকে সঙ্গী হয়েছে ক্লাসমেট রঞ্জিত মান্না ও স্কুলের অনুজ অরিন্দম ভট্টাচার্য। অরিন্দম সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত। কোলাঘাট ব্রিজে ওঠার আগে পরিচিত এক চায়ের দোকানে চা খেয়ে সামান্য বিরতি নিলাম। এরপর সোজা নন্দকুমার চৌমাথা। মহারাজ

নন্দকুমারের নামে এই গোল চক্কর।

গোলচক্কর থেকে বামদিকে নিলাম। এই রাস্তাটা উত্তরে তমলুক শহরের দিকে গেছে। সামান্য একটু আসার পর ডান দিকে একটা পথ ভেঙে গেছে, সেটা মহিষাদলের চলে গেছে। আর সোজা ৭ কিলোমিটার পেরিয়ে তাড়াগেড়িয়া। গাড়ি গিয়ে থামল ব্যবত্তারহাটে এক প্রাইভেট আইটিআই–এর সামনে। এখানে গাড়ি রাখা ভালো। কারণ এরপর গলিপথ। তাতেই প্রচুর লোক হেঁটে চলছে। টোটোও চলছে। মাত্র ৬০০ মিটার পথ। পুকুরের মাঝখান দিয়ে, বাঁশবনের ধার দিয়ে গেছে। যেখানে পুকুর সেখানে পূন্যার্থী ও দর্শনার্থীদের সুরক্ষার জন্য রাস্তার দু"ধারে বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়েছে। রাস্তা থেকে গলিপথে প্রবেশের সময় কিছু দোকান ছিল। কিছুদূর যাওয়ার পর দোকানপাট শুরু হয়ে গেল। তারপর গিয়ে পড়লাম ভীম মেলার মাঠে।

নামে ভীমমেলার মাঠ হলেও চাষীদের মাঠ। ধান উঠে যাওয়ার পর সামান্য কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে মেলার জন্য মাঠ নেওয়া হয়। মেলা প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেই দাঁড়ালাম ভীম পুকুরের সামনে। ভীম পুকুরের পিছনে ভীম মন্দির। হাওড়াতে, পশ্চিম মেদিনীপুরে, বাঁকুড়াতে ভীম পূজা দেখেছি। কোথাও ভীম মন্দির দেখিনি। এখানে ভীমের ভালোই প্রতাপ। ভীমের শুধু প্রতাপ নয়, চেহারাও বিপুল। প্রায় ৪৫ ফুট উঁচু। গলায় নোটের মেলা। কয়েক লক্ষ টাকা ভীমের গলায় ঝুলছে। বিশালাকার ভীম মূর্তি মেলার মূল আকর্ষণ।

ভীম একাদশীতে প্রচুর লোক ভীমের পূজা দিতে আসেন। ভীম পুকুরে স্নান করে পূজা দেন। অনেকে দণ্ডী কাটে। সেদিন এত লোক স্নান করে যে দু'বার পুকুরের জল পরিবর্তন করতে হয়। অন্যদিন একবার করলে হয়। পুকুরটি খুব বেশি বড় নয়। মেলা শুরু হয় ভীম একাদশী থেকে; চলে ১১ দিন। এ বছর (২০২৬) শুরু হয়েছে ২৯ জানুয়ারি, চলবে ৮ ফেব্রুয়ারি। বর্তমানে তাড়াগেড়িয়াা গ্রাম রক্ষা কমিটি পূজা ও মেলার আয়োজন করে।

নিত্য পূজা হয় না। বার্ষিক পূজা ভৈমী একাদশী। ১০ দিন পূজা হওয়ার পর ১১ দিনের দিন বিসর্জন। বিসর্জন হয় ভীম পুকুরে। এই প্রতিমা এবার তৈরি করে দিয়েছে নন্দকুমারের মৃৎশিল্পী তরুণ বেরা। মৃৎশিল্পী বংশ পরম্পরায় নয়। তবে পুরোহিত বংশ পরম্পরায়। বর্তমানে পূজা করেছেন নিকটবর্তী বেতালবসান গ্রামের গোপাল ভট্টাচার্য্য। তার আগে তাঁর বাবা নারায়ণ ভট্টাচার্য পূজা করতেন। মেলা কমিটির দাবি, এই ভীম মেলা ৩৫৫ বছরের প্রাচীন। জনশ্রুতি সপ্তদশ দশকে এই অঞ্চলে কলেরা মহামারী রূপে দেখা দেয়। তখন স্থানীয়রা ভীম ঠাকুরের আরাধনা করে কলেরার প্রকোপ থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু পূজা কাদের আমলে শুরু বা কে উদ্যোগ নিয়ে শুরু করেছিলেন তা কেউ বলতে পারলেন না।

সেই থেকে এই অঞ্চলের লোকেদের কাছে ভীম হয়ে ওঠেন রক্ষাকর্তা। সেই থেকে চলে আসছে বাহুবলী ভীমের কাছে মানত করার চল। সন্তান না হলে, মায়ের বুকে দুধ না এলে, কেউ হারিয়ে গেলে, বাবা ভীমের কাছে আকুতি জানালে ফল মেলেই মেলে। কারণ তার নমুনা দেখতে পেলাম মন্দির জুড়ে অসংখ্য ছোট ছোট ভীমের পুতুল বা মূর্তি। পাকা মন্দিরে জায়গা হয়নি বলে, পাশে প্যান্ডেল করে সেখানেও রাখতে হয়েছে। ভীমের মাঝে লক্ষ্মী প্রতিমা বা নারী পুতুলও দেখা যাচ্ছে। যে যেমন মানত করে। কেউ হয়তো মানত করে কন্যা সন্তান লাভ করেছেন তিনি লক্ষ্মী প্রতিমা দিয়েছেন।

খুব বড় মেলা। প্রচুর দোকান। যথারীতি খাবারে দোকান বেশি, এবার নজর কেড়েছে দোতালা রেস্তোরাঁ। মেলায় একটা বইয়ের দোকানও দেখলাম। পুতুল নাচ এসেছে মেলায়। নদীয়ার ধানতলা থেকে 'মা শীতলা পুতুল নাচ'। মন্দিরের সামনে বাঁধা হয়েছে মঞ্চ। প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং এলাকার লোকেদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে আছে ভগবত পাঠ, দুদিন যাত্রা, বাকি দিনগুলি টিভিতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার জয়ী কণ্ঠশিল্পীরা, আছে বাংলা ব্যান্ড। একদিন দুপুরে আছে রক্তদান শিবির।

লম্বা ভীমের জন্য উঁচু মন্দির। সামনে নাট মন্দির মন্দিরের সঙ্গে লাগোয়া। আমরা যেদিন গিয়েছিলাম সেদিনও লোকে স্নান করে পূজা দিচ্ছিলেন, তবে দণ্ডী কাটছিলেন না কেউ। মেলায় বেশ ভিড়। সন্ধ্যায় অনুমান করা যায় কত ভিড় হবে। মন্দিরের অভ্যন্তরে একবারে বামদিকে ভীম জীউ, ডানহাতে গদা। অন্য হাতে ও পায়ের নীচে অসংখ্য ছোটো ছোটো গদা। এইসব গদা মানতকারীদের দেওয়া। ভীম জীউ বাম পাশে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের দৃশ্য মাটির প্রতিমা দিয়ে গড়া। সেখানে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতি সমস্ত মহাভারতের চরিত্ররা আছেন। তাঁদের পায়ের তলায় অসংখ্য গদা। এই গদাও মানতে দেওয়া। তারপর লক্ষীনারায়ণ এবং একদম ডাইনে শিবসহ অন্নপূর্ণা। লক্ষীনারায়ণ এবং শিব অন্নপূর্ণা প্রতিবছর থাকে। মাঝের থিম প্রতিবছর পরিবর্তন হয়। এবারের থিম 'বিশ্বরূপম'।

মেলার মাঝে সংকীর্তন মঞ্চ। এখানে প্রতিদিন কীর্তন হয়, সকাল ৯ টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। দুপুরে মধ্যাহ্নভোজনের বিরতি। আমরা দুপুরবেলা পৌঁছেছিলাম বলে হরিনাম বন্ধ ছিল। এখন এখান থেকে বাতাসা হরির লুট দেওয়া হচ্ছে। অনেকে বাতাসা হরির লুটের মানত করেন।

কর্মকর্তারা আমাদের মোমো, চাওমিন খাইয়ে ছাড়বেন। বিনয়ের সঙ্গে জানালাম, ওসব তো খেয়েই থাকি। পারলে শ্রীভীম জীউয়ের প্রসাদ দিন একটু। এক ব্যাগ বাতাসা প্রসাদ পেলাম। নানা আকারের বাতাসা। বাতাসা মুখে দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। মুখের বাতাসা মিলিয়ে গেলেও ভীমের বিরাট মূর্তি ও প্রাণবন্ত মেলার রেশ হৃদয়ে থেকে গেল।

তথ্য ঋণ:

১) মৎস্যপুরাণ – আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত (নবভারত পাবলিশার্স, ২০১৫)।

২) পৌরাণিক অভিধান – সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত (এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রা: লি:, ১৪১০)

৩) বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ – ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত (পরিবেশক– দে বুকে স্টোর, ২০১৬)

৪) ক্ষেত্র সমীক্ষা।

আতশ কাচে

জম্মুর ইতিহাস

সব হিসেব উল্টে দিয়ে ইতিহাস গড়েছে জম্মু কাশ্মীর। সেমিফাইনালে বাংলাকে হারিয়ে এই প্রথম রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে পৌঁছালো তারা। ১৯৫৯ সালে রঞ্জিতে অভিষেক ঘটেছিল তাদের। এর পরে কেটে গিয়েছে ৬৭ বছর। এ বারেই প্রথম সেমি ফাইনাল ও ফাইনালে পৌঁছে খরা কাটাল জম্মু কাশ্মীর। এখন স্বপ্নপূরণ থেকে আর এক ধাপ দূরে আকিব নবি, আব্দুল সামাদরা।

ইস্টবেঙ্গলের জয়

কালনার অঘোরনাথ স্টেডিয়ামে এআইএফএফের যুব লিগ ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল ২–০ গোলে কালনার এস কে এম স্পোর্টস ফাউন্ডেশনকে হারিয়ে দিয়েছে। কিপজেন ও প্রীতম গুইন গোল করেছেন। এছাড়াও ইস্টবেঙ্গল ৫–০ গোলে এডামস ইউনাইটেডকে হারিয়ে দিয়েছে। নিজেদের মাঠে এই ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের অর্নাভ ছেত্রী হ্যাটট্রিক করেছে। জাহিদ কারিকার ও সুরজিৎ মান্ডি একটি করে গোল করেছে।

২৩ গোলের মালা

সাব জুনিয়র লিগে মহমেডানকে ২৩–০ গোলে হারাল মোহনবাগান। ভারতীয় ফুটবলে এত বড় ব্যবধানে অতীতে কোনও দল জিতেছে কি না, তা অনেকেই মনে করতে পারছেন না। ম্যাচে একাই আট গোল করেছে অনুব্রত বাউল দাস। ৬ টি গোল করেছে দর্পণ হাতিবড়ুয়া।

বাঁকুড়ায় ক্রীড়া

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সপ্তম আন্তঃ কলেজ এ্যাথলেটিক মিটের আসর বসেছিল পুরন্দরপুর হাই স্কুলের মাঠে। পুরুষ ও মহিলা বিভাগের মোট ২২ টি ইভেন্ট হয়েছিল। বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা মোট ১৩টি কলেজ প্রতিনিধিত্ব করেছিল। টুর্নামেন্টে দ্রুততম মানবের সন্মান লাভ করে সোনামুখী কলেজের কর্ণ কুন্ডু। দ্রুততম মানবীর সন্মান লাভ করেন গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়ের রাখী সিংহ। পুরুষ বিভাগে সেরা কলেজ ঘোষিত হয় সোনামুখী কলেজ ও রানার্স আপ হয় রামানন্দ কলেজ।

প্রমোদের সোনা

ব্যাডমিন্টনে, ভারতের প্রমোদ ভগত ইন্দোনেশিয়ার মহম্মদ আল ইমরানকে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে বিডব্লুএফ প্যারা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের এসএলথ্রি সোনা জয় করেছেন। ৩৭ বছর বয়সী প্রমোদ, প্রতিযোগিতার ফাইনালে আল ইমরানকে ২১–১২, ২১–১৮ ব্যবধানে হারিয়ে দেন। এই জয়ের ফলে ব্যাডমিন্টনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে সিঙ্গলস বিভাগে প্রমোদ সবচেয়ে বেশিবার চ্যাম্পিয়ন হবার কৃতিত্ব অর্জন করলেন।

ইস্টবেঙ্গলে বিদেশি

বড় চমক দিল ইস্টবেঙ্গল। দলের শক্তি আরও বাড়াতে সই করানো হল ড্যানিশ সেন্টার ফরোয়ার্ড অ্যান্টন সোজবার্গকে। ষষ্ঠ বিদেশির সঙ্গে ১ বছরের চুক্তি। ৭৭ নম্বর জার্সি পরে খেলবেন। শারীরিক শক্তি, এরিয়াল বলে পটু ড্যানিশ স্ট্রাইকার। ফিনিশিংও ভাল। ডেনমার্কের আরহাস ক্লাবে বেড়ে ওঠা। আমেরিকার ক্লাব মন্টেরে বে এফসি থেকে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিলেন ২৫ বছরের ফরোয়ার্ড।

আহত দর্শক

ইডেন গার্ডেন্সে ছক্কা গিয়ে পড়ল দর্শকের চোখে। গুরুতর আহত হয়ে ছুটতে হল এসএসকেএম হাসপাতালে। বেহালার পাঠক পাড়ার বাসিন্দা ৫৮ বছর বয়সী মল্লিকা মণ্ডল ইতালি বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন ক্রিকেটের নন্দনকাননে। টি–২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখার মুহূর্তের আনন্দ যেন নিমেষে পরিণত হয় আতঙ্কে।

মোট ৩৩ পদক

১৩ টি সোনা সহ ৩৩ টি পদক নিয়ে ভারত এ বছরের এশিয়ান শ্যুটিং চ্যাম্পিয়ানশিপে নিজেদের অভিযান শেষ করেছে। নতুন দিল্লির কর্নি সিং শ্যুটিং রেঞ্জে শেষদিনে ভারত আরো ৭ টি পদক পায়। সব নিয়ে ভারতের ঝুলিতে ১৩ টি সোনা ছাড়াও ১১ টি রূপো ও ৯ টি ব্রোঞ্জ পদক এসেছে।

সুপার এইটে সূর্যদের প্রতিপক্ষ ক্যারিবিয়ানরা

সুমনা মণ্ডল: গ্রুপপর্বেই অস্ট্রেলিয়ার কপালটা পুড়লোই। বাধ সাধল বৃষ্টি। বৃষ্টির কারণে পাল্লেকেলেতে পরিত্যক্ত হয়ে যায় জিম্বাবোয়ে ও আয়ারল্যান্ডের ম্যাচ। তাতেই টি–২০ বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে যায় প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের, শ্রীলঙ্কার সঙ্গে জিম্বাবোয়ে নাম লেখালো সুপার এইটে। বি–গ্রুপে টানা তিন জয়ে ৬ পয়েন্টে নিয়ে আগেই সুপার এইট নিশ্চিত করেছে শ্রীলঙ্কার। টানা দুই জয়ের পর এক ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার পয়েন্টে নিয়ে (মোট ৫ পয়েন্টে) জিম্বাবোয়েরও সুপার এইট নিশ্চিত। তিন ম্যাচে মাত্র ১টা জয় পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তাদের পয়েন্টে মাত্র ২। ফলে শেষ ম্যাচে ওমানের বিপক্ষে জিতলেও ৪ পয়েন্টের বেশি হবে না অজিদের। তাই সে'ম্যাচ শুধুই নিয়মরক্ষার।

টি২০ বিশ্বকাপের সুপার এইট ভারতের ম্যাচ

২২ ফেব্রুয়ারি : ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, আহমেদাবাদ
২৬ ফেব্রুয়ারি : ভারত বনাম জিম্বাবোয়ে, চেন্নাই
১ মার্চ : ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কলকাতা

এদিকে অস্ট্রেলিয়ার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে সুপার ৮–টে প্রতিদ্বন্দ্বীদের নাম পরিষ্কার হয়ে গেল। গ্রুপ বিন্যাস অনুযায়ী গ্রুপ ১–এ তে ভারতের সঙ্গে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবোয়ে। গ্রুপ ২–এ আছে ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান।

ভারতের সুপার এইটের প্রতিপক্ষ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন দিন কোন ম্যাচ তাও ঠিক হয়ে গেছে। ২২ ফেব্রুয়ারি আহমেদাবাদেই ভারত মুখোমুখি হবে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী দল দক্ষিণ আফ্রিকার। এরপর ম্যাচ আবার ২৬ ফেব্রুয়ারি। চেন্নাইতে সেই ম্যাচে মুখোমুখি হবে জিম্বাবোয়ে। আর ১ মার্চ কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ভারতের প্রতিপক্ষ ক্যাবিরিয়ানরা।

জয় দিয়ে আইএসএল অভিযান শুরু মোহন–ইস্টের, হার মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভালবাসার দিন। ভালবাসার উপহার। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়নের মতোই আইএসএল শুরু। খুশি সবুজ মেরুন সমর্থকরা। আইএসএলের বোধনেই ফুল ফুটল বাগানে। শনিবার যুবভারতীতে কেরালা ব্লাস্টার্সকে ২–০ গোলে হারাল মোহনবাগান। দুটি গোল উপহার দিলেন জেমি ম্যাকলারেন ও টম অলড্রেড। সেইসঙ্গে লোবেরা জমানার শুরুটাও হল জয় দিয়েই।

মেসির তাণ্ডবে ভাঙচুর হওয়া যুবভারতী আইএসএলের জন্যই তড়িঘড়ি নতুন রূপে ফের সুসজ্জিত হয়েছে। সবুজ মেরুন সমর্থকরা ভালবাসার দিনে ভরিয়ে দিয়েছিলেন টিফোয়। সে টিফোয় অবশ্য ভালবাসা নয়, ভাষার ঐতিহ্য রক্ষায় গর্জন ছিল। সত্যজিৎ রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, লিয়েন্ডার পেজদের ছবি সংবলিত টিফোই নজর করেছে যুবভারতীতে। লেখা, 'বাঙালি ভারতকে দিয়েছে সম্মান, শিখিয়েছে মৈত্রী, নেতৃত্ব। আজ বাংলা বললে সে 'বাংলাদেশি' ধর্ম সংকটে জাতীয়তা।' গর্জন উঠেছিল গ্যালারিতে, 'বাংলা বললে সে বাংলাদেশি?'

মাঠে শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে দেখা গিয়েছিল সবুজ মেরুন ব্রিগেডকে। ম্যাচের ৩৫ মিনিটে দিমির পাস থেকে বাঁ পায়ে শট নিয়ে গোল করে বাগানকে এগিয়ে দেন ম্যাকলারেন। ফলে প্রথমার্ধে ১–০ গোলে এগিয়ে খেলা থামায় সবুজ মেরুন। একস্ট্রা টাইমে গোল করে মোহনবাগানের ব্যবধান বাড়িয়ে দেন টম অলড্রেড। ফলে শেষ পর্যন্ত ২ গোলে জিতে ৩ পয়েন্টে নিয়ে মাঠ ছাড়ে মোহনবাগান।

অন্যদিকে, লাল হলুদ সমর্থকদের স্বপ্ন দেখাতে এসে গেছেন যেন নয়া বিদেশি ইউসেফ এজেজ্জারি। তিনিই প্রথম ম্যাচে জোড়া গোলের নায়ক। তাঁর দাপটেই নিজেদের প্রথম ম্যাচেই নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ৩–০ গোলে জয় ছিনিয়ে নিল ইস্টবেঙ্গল। অন্য গোলটি করলেন মিগুয়েল।

খেলার প্রথমার্ধে কোনও গোল আসেনি। প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্য অবস্থাতেই। দ্বিতীয়ার্ধেই এজেজ্জারি ম্যাজিক দেখালেন। ম্যাচের ৬৫ মিনিটে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে প্রথম এগিয়ে দেন এজেজ্জারি। ৫ মিনিটের মধ্যেই ফের ব্যবধান বাড়িয়ে দিয়ে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোলও করেন ইউসেফ। তাতেও হাল ছাড়েনি লাল হলুদ ব্রিগেড। অতিরিক্ত সময়ে ফের গোল করে ব্যবধান ৩–০ করে ইস্টবেঙ্গল। গোলটি করেন মিগুয়েল। প্রথম ম্যাচে দাপটের সঙ্গে জয় পাওয়ায় বেশ স্বস্তিতে দলের কোচ অস্কার ব্রুজোও।

দুই প্রধান জয় পেলেও কলকাতার আর এক শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব মহমেডান স্পোর্টিং প্রথম ম্যাচেই ধাক্কা খেল। ০–১ হারল জামশেদপুর এফসি–র বিরুদ্ধে। জয়ের নেপথ্যে ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনী মাধি তালাল।

নেই সৌজন্য বিনিময়!

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাকিস্তানের সঙ্গে খেলতে পারে। কিন্তু সৌজন্য বিনিময়ের সুযোগ দিলেন না ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। এশিয়া কাপের ছবিই দেখা গেল বিশ্বকাপের ম্যাচেও। টস হল। হ্যান্ডশেক হল না। টি–২০ বিশ্বকাপেও পাকিস্তানের অধিনায়কের সঙ্গে হ্যান্ডশেক এড়িয়ে গেলেন ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার। গত সেপ্টেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে এশিয়া কাপে। এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে ৩ বার মাঠে গড়িয়েছে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ। কোনোবারই দুই দলের খেলোয়াড়েরা হাত মেলাননি। এ বারের বিশ্বকাপে এই ম্যাচ ঘিরে নানা নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করেছিল পাকিস্তান। শেষপর্যন্ত খেলতে রাজি হয় পাকিস্তান। এদিন কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টসের পর সঞ্চালকের মুখোমুখি হয়ে নিজের সিদ্ধান্ত জানান সলমন। সঞ্চালকের অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরও দেন। সলমনের পর্ব শেষে সঞ্চালকের কাছে যাচ্ছিলেন সূর্য। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় কেউ কারও দিকে তাকাননি কিংবা হাতও মেলাননি। সে সময় গ্যালারিতে গর্জন শোনা যায় দুই দলের দর্শকদের। ম্যাচ শেষে আর লজ্জায় হাত মেলানোর অবস্থায় ছিলেন না পাক খেলোয়াড়রা। টি–২০ বিশ্বকাপে ৬১ রানে হেরে রীতিমতোই চাপে পড়েছে পাকিস্তান। প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে ছিলেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। ছিলেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ এবং বিসিসিআই সহসভাপতি রাজীব শুক্লাও। টি–২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের এই ম্যাচে আগে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১৭৫ রান তোলে ভারত। তাড়া করতে নেমে ১৮ ওভারে ১১৪ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। ৬১ রানের জয়ে 'এ' গ্রুপে শীর্ষস্থান নিয়ে সুপার ৮–টে উঠল ভারত। অন্যদিকে, ৩ নম্বরে নেমে গেছে পাকিস্তান। নামিবিয়াকে হারিয়ে ২ নম্বরে উঠে এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। শুধু ছেলেরাই নয়, থাইল্যান্ডে মেয়েদের এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস টুর্নামেন্টে পাকিস্তান 'এ' দলকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে ভারত 'এ' দল। এই ম্যাচেও হাত মেলাননি দুই দলের খেলোয়াড়েরা। টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তান অধিনায়ক হাফসা খালিদ। গত সেপ্টেম্বরে ছেলেদের এশিয়া কাপ থেকে ভারত–পাকিস্তান যেকোনো পর্যায়ের ক্রিকেট ম্যাচেই স্বাভাবিক ঘটনা। পাকিস্তানের বারবার নাস্তানাবুদে তা আর অবশ্য আলোচনাই আর হচ্ছে না।

শামির বোলিংয়েও রোগ সারল না বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : আরও একটা মরশুম। আরও একবার স্বপ্নভঙ্গ। নকআউট পর্ব এলে ঠিক কী হয় বাংলার ক্রিকেটারদের? কোনও উত্তর নেই। তাই ফের হতাশাই সম্বল বাংলার ক্রিকেটভক্তদের। জম্মু ও কাশ্মীরের কাছে হেরে রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনাল থেকে বিদায় অভিমন্যু ঈশ্বরণদের। তৃতীয় দিন দুপুর পর্যন্ত ম্যাচ ছিল বাংলার পকেটে। মহম্মদ শামির ৮ উইকেটের সুবাদে মনে হচ্ছিল, ম্যাচ জয় সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৯৯ রানে গুটিয়ে যায় বাংলার ইনিংস। ১২৬ রানের লক্ষ্য মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে তুলে নেন আকিব নবিরা। গ্রুপ পর্বে দুরন্ত পারফরম্যান্স। কিন্তু নকআউটে গেলেই কাণ্ডজে বাঘ। গত কয়েক বছর ধরে ঘরোয়া ক্রিকেটে এটাই বাংলার ছবি। রঞ্জি, বিজয় হাজারে, সৈয়দ মুস্তাক আলি–সমস্ত টুর্নামেন্টের শুরুতেই ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে আশা জাগায় বাংলা। কিন্তু নকআউট পর্বে স্বপ্নের সলিল সমাধি। বাংলার ক্রিকেট সমর্থকদের প্রত্যাশার কথা বাদই দেওয়া যাক। অন্তত মহম্মদ শামির পারফরম্যান্স 'সম্মান' জানাতে ম্যাচটা জেতা উচিত ছিল বাংলার।

জিতল এমপি একাদশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্গাপুর লিজেন্ডস কাপে মুখোমুখি হল এমএলএ একাদশ ও এমপি একাদশ। রোমাঞ্চকর প্রতিযোগিতায় জয়ী হল এমপি একাদশ। প্রসঙ্গত, ইস্পাত নগরীতে খেলাধুলোর প্রচারের জন্য শহরের দয়ানন্দ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সোসাইটি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্গাপুর লেজেন্ডস কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল।

দুর্গাপুরের এমপি প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ বলেন, 'এই ম্যাচটি ছিল একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ, যার মূল লক্ষ্য ছিল নতুন প্রজন্মকে মোবাইল ফোন থেকে দূরে রেখে খেলার মাঠে আনা। আজকাল কিশোররা মোবাইল ফোনের প্রতি ক্রমশ ব্যস্ত হয়ে পড়ছে, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে প্রভাবিত করছে।'

পাশাপাশি তিনি অভিভাবকদের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, 'শিশুদের মাঠে আনার ক্ষেত্রে অভিভাবকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। খেলাধুলা শিশুদের মধ্যে শৃঙ্খলা, দলগত মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে। অভিভাবকদের উচিত ছোটদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করা।' এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ঘিরে খেলোয়াড়দের উৎসাহ এবং দর্শকদের উপস্থিতি ছিলে চোখে পড়ার মতো যা ম্যাচের পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল।

বুল্টির জোড়া স্বর্ণপদক

মলয় সুর : আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড মাস্টার্স গেম ২০২৬–এ জোড়া স্বর্ণপদক জয় করে ফিরলেন তারকেশ্বরের বুল্টি রায়। ৩৫ বছরের গৃহবধূর পর পর এই সাফল্যে গর্বিত পরিবারের পাশাপাশি তাঁর কর্মস্থান সিঙ্গুর থানার অফিসাররা ও তারকেশ্বর পৌরসভার চেয়ারম্যান উত্তম কুন্ডু ও। ৪২টি দেশের প্রতিযোগীদের পিছনে ফেলে ১০০ এবং ৪০০ মিটার হার্ডলসে সোনা ও ২০০ মিটার হার্ডলসে রৌপ্যপদক জয় করে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

তারকেশ্বর পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের জয়কৃষ্ণবাজার বটতলা এলাকায় এক কামড়াটালির বাড়িতে ভাড়া থাকেন তিনি। তাঁর স্বামী সন্তোষ সিং লোকাল ট্রেনে হকারি করেন। দুই ছেলে–মেয়ে। মেয়ে বিন্দিয়া সিং নবম শ্রেণিতে ও ছেলে শিবশঙ্কর অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। এর আগেও সে বেশ কয়েকবার সোনা জিতেছেন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়। ২০২৩ সালে শ্রীলঙ্কায় মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে তিনটি ইভেন্টে সোনা পেয়ে ত্রি–মুকুট জয় করেন। উল্লেখ্য, ৫ ফেব্রুয়ারি শুরু হয় আবুধাবিতে ওয়ার্ল্ড মাস্টার্স গেম–২০২৬, আর ১২ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়। বর্তমানে মুম্বাই থেকে ট্রেন ধরে হাওড়ায় আসছেন বুল্টি। ফোনে জানালেন, বহু মানুষের ভালোবাসা ও সহযোগিতায় আজ তিনি এই সাফল্য

অর্জন করতে পেরেছেন, তাই সবার কাছে কৃতজ্ঞ তিনি। খেলার জন্য ও পরিবারের আর্থিক কষ্টের জন্য পুলিশ দপ্তর তাঁকে হোমগার্ডের একটি চাকরি দিয়েছেন, সেটাই তাঁর একমাত্র সম্বল। তবে সে অকপটে স্বীকার করেন যে কোনো প্রতিযোগিতায় খালি হাতে ফেরত আসেন না। তাঁর জেদ তাঁকে উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে।

আবুধাবিতে যাওয়ার জন্য প্রায় আড়াই লাখ টাকার প্রয়োজন ছিল। কোথায় পাবেন এত টাকা? চিন্তায় ছিল। সেদিন এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁর পাশে দাঁড়ান এক সহৃদয় ব্যক্তি কামারকুন্ডুর বাসিন্দা ভৈরবনাথ দাস ও তাঁর স্ত্রী মানসী ও ছেলে পার্থ দাস। তারা প্রত্যেকেই খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এগিয়ে দেন। তাঁরা তাঁকে ১ লক্ষ টাকা দেন। এরপর হুগলি গ্রামীণের পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন তাঁকে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেন। এছাড়া তারকেশ্বর ও পুরশুড়া থানার পক্ষ থেকেও সহযোগিতা করা হয়। তবে এই সব সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যের সম্মান রেখেছেন ঝুল্টি। তাঁর সাফল্যের খবরে আনন্দে উল্লসিত হয়ে রয়েছেন সকলেই। ঝুল্টি আরও উন্নতি করুক, সে দেশের গর্ব। এর আগে কলম্বোতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যাওয়ার সময় আলিপুর বার্তা পত্রিকা তাঁকে ৬০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য করেছিলেন।

জয়ী দাসনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএফএ পরিচালিত নার্সারি ডিভিশন ফুটবল লিগে দাসনগর আলামোহন দাস ফুটবল কোচিং সেন্টার বনাম জগাছা থানা জোনাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এর ম্যাচে ২–১ গোলে জয়ী হল দাসনগর আলামোহন দাস ফুটবল কোচিং সেন্টার। ১৮ ফেব্রুয়ারি হাওড়ার ইছাপুর অবসর সম্মিলনীর মাঠে উপস্থিত থেকে

প্লেয়ারদের অভিবাদন জানান হাওড়া পৌরনিগমের প্রাক্তন মেয়র পরিষদ তথা আলামোহন দাস ফুটবল কোচিং সেন্টারের সভাপতি বিভাস হাজরা।

সাড়ম্বরে সম্পন্ন হল জেলা ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : খেলাধুলার মাধ্যমে যুবশক্তির বিকাশ ঘটাতে বারুইপুরের যোগী বটতলা স্পোর্টিং ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২ দিন ব্যাপী 'জেলা ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা'। 'মেরা যুব ভারত' বারুইপুর শাখার উদ্যোগে ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় স্থানীয় যুবক–যুবতীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানের প্রথমদিনে আয়োজিত হয়েছিল পুরুষদের ৮ দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। টানটান উত্তেজনার এই টুর্নামেন্টে আয়ান ফুটবল কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা ছিনিয়ে নেয় স্বাগতিক দল যোগী বটতলা স্পোর্টিং ক্লাব। টুর্নামেন্ট জুড়ে অনবদ্য পারফরম্যান্সের জন্য রোহিত মণ্ডলকে 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' সম্মানে ভূষিত করা হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে ছিল ইভেন্টের ছড়াছড়ি। মহিলাদের জন্য ছিল দড়ি টানাটানি ও ব্যাডমিন্টন। পাশাপাশি গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী 'হাঁড়ি ভাঙা' প্রতিযোগিতায় মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। পুরুষদের বিভাগে ১০০ মিটার দৌড় এবং ধীর গতিতে সাইকেল চালানো প্রতিযোগিতাও দর্শকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। আয়োজক সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, দুদিন মিলিয়ে মোট ১৫০ জন প্রতিযোগী এই ক্রীড়া উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ ট্রাফিক পুলিশের (বারুইপুর) সাব–ইন্সপেক্টর মহম্মদ গিয়াসউদ্দিন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেরা যুব ভারত বারুইপুরের জেলা যুব আধিকারিক সুজাতা ভৌমিক, অ্যাকাউন্টস ও প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট অনুরাগ মিশ্র। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন সম্পাদক রফি শেখ, রশিদ লস্কর এবং আব্দুল বারিক মোল্লা। খেলার মাঠে রেফারির দায়িত্বে ছিলেন আজিজুল লস্কর ও আব্দুর রহিম আলি খান। সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com